বিবিধ আয়ুধ ধরে, ভয়ঙ্কর গদা করে,
কেহ লয় পর্ব্বত পাষাণ।
মার২ করি ডাকে, বৃক্ষ ধরি লাখে লাখে,
ধায় কেহ বিস্তারি বয়ান॥
দেখি দানবের সৈন্য, বাজাইয়া পাঞ্চজন্য
সুদর্শন এড়েন মুরারি।
তেজে চক্ষু শত দণ্ড ক্ষণমাত্র লণ্ডভণ্ড;
করেন দানবগণ মারি॥
রাক্ষস পিশাচচয়, বাণে কাটি ধনঞ্জয়,
কৈল বীর অগ্নিরে অর্পণ।
লিখিবারে পারি কত, সংগ্রামে মরিল যত,
ভঙ্গ দিল ছিল যত জন॥
এইমত পুনঃ পুনঃ, সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বন মাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ;
তার সুত অশ্বসেন নাম॥
সখা করি হরি হরে, খাণ্ডবে তক্ষকালয়ে
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্র; গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে
সেইকালে কদ্রুর নন্দন॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবাহে,
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু, কোলে করি শিশু পিছু;
ফণি প্রায় করয়ে বিষাদ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ; নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ;
কান্দি কহে তক্ষক গৃহিণী॥
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হৈতে পার
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিহ আমারে কাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন॥
মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ি, পার্থের সম্মুখে পড়ি,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনী॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড; পুচ্ছ কাটে তিনখণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ; পুনঃ ইন্দ্রসহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন;
আচম্বিত কৈল শূন্যবাণী॥
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতি মন্দ,
সমর সম্বর দেবরাজ।
এই নর নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ॥
কেন পরিশ্রম হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেই হেতু চিন্তা আছে, কুরুক্ষেত্রে অগ্রে গেছে
তব সখা কশ্যপকুমার॥
শূন্য বাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি; নাগগণ ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত॥
নিষ্কণ্টকে হুতাশন, দহয়ে খাণ্ডববন,
নানা বর্ণে পশুগণ পোড়ে।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য এক ঠাঁঞি কেহ কারে চাহে নাই
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে॥
কুঞ্জর কেশরী কোলে, মৃগ ব্যাঘ্র একস্থলে,
মূষিক মার্জ্জার সহ বৈসে।
একত্র মণ্ডূক নাগ, সন্ধান না চায় কাকে,
বৃষ্টি ঘণ্টা শার্দ্দুল মহিষে॥
প্রবল অনল তাপে, ভ্রমে সদা লাখে২;
উঠে বড় বৃক্ষের উপর।
ভল্লুক নকুল যত, শিবাগণ শত শত,
প্রবেশয়ে বিবর ভিতর॥
জলেতে যতেক বৈসে, অগাধ সলিলে পৈসে
খেচর আকাশে উড়ি যায়।
কোথাও নাহিক ত্রাণ, হুতাশন লয় প্রাণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন কাটেন সবায়॥
হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে;
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়;
যেই ভিতে দেব দামোদর॥
দানবে দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব ঈশ্বর গিয়া পায়।
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য বিজয় কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্রূর মীনে যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত॥

শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডাকে বলে নাহি ভয়,
ভীত হৈয়া ডাকে কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন॥
দানব পাইল রক্ষা, বন দহে সর্ব্ব ভক্ষ্য,
সকল করিল ভস্মময়।
মনোভীষ্ট করি ভোগ, খণ্ডিল অগ্নির রোগ;
সংকল্প তরিল ধনঞ্জয়॥
বিস্তারি খাণ্ডব বন, নানা বর্ণে পক্ষিগণ,
নানা জাতি আছিল ঔষধি।
পশু পক্ষী নাগ যত, লিখন করিব কত,
রাক্ষস দানব যক্ষ আদি॥
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয় জন।
আদি পর্ব্ব ব্যাস কৃত; পাঁচালী প্রবন্ধেগীত
কাশীরাম দাস বিরচন॥

মন্দপাল দাস বিবরণ।

বলেন জনমেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয় জন॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারি জন॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপ করি সদা কাল ত্যজিল শরীর॥
তপ ক্লেশ ফলে দ্বিজ গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি স্বর্গ সুখে হইল নিরাশ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে থাকিয়া দ্বিজ চিত্তে বড় দুঃখী॥
দুঃখ চিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে॥
কোন কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে॥
দেবগণ বলে পুণ্য তুমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুত করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক ভিতরে॥
বহু পুণ্য কর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশ যদি নহে পুত্রবান॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গ আসিব সত্বর॥
কোন যোনি হৈলে হবে ঝটিতি সন্তান।
পক্ষিযোনি হব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর॥
হইল সাঙ্গীর পক্ষি খাণ্ডব কাননে।
শাঙ্গীকারে ভার্য্যা সে করিল কত দিনে॥
কত দিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নি মধ্যে ঠেকিল সঙ্কট॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্র রক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না বাঁচিবে অগ্নিতে খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্মরণ॥
তুমি ধাতা তুমি ইন্দ্র তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মূল সর্ব্ব দেব স্থিতি॥
চরাচর যত দেখি তোমাতে বিহিত।
হব্য কব্য যত কিছু ত্রিগুণ ব্যাপিত॥
তুমি ক্রুদ্ধ হৈলে কাহরা নাহিক নিস্তার।
তিল মাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
এই চারি শুটি পুত্র দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজ স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
বালক অজাত পক্ষ এই চারি জন।
উপায় করিয়া পুত্র করিল রক্ষণ॥
সকরুণে বলে তবে সেই পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ এইক্ষণে॥
প্রচণ্ড অনল দেখি পর্ব্বত আকার।
আর কোন উপায়েতে নাহিক নিস্তার॥
মম শক্তি নাহি লয়ে যাই চারিজন।
তথা থাকি অন্য স্থানে করহ গমন॥

অশক্ত অজাতপক্ষ তোরা চারিজন ।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন ॥
শিশু বলে প্রবেশিব গর্ত্তেতে কেমনে ।
গর্ত্তমধ্যে মুষা আছে বিকট বদনে ॥
শাঙ্গিকা বলিল মুষায় লইল সঞ্চানে ।
ক্ষণেক হইল নিল মম বিদ্যমানে ॥
পুত্রগণ বলে গর্ত্তে বড়ই সংশয় ।
একে অন্ধকার ঘোর মুষা সর্প ভয় ।
অদৃশ্য স্থানেতে যাই মন নাহি সরে ।
কর্ম্মেতে আছয়ে যাহা কে লঙ্ঘন করে ॥
বাহিরে থাকিলে যদি পড়িব অনলে ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হব শাস্ত্রে ইহা বলে ॥
কর্ম্ম অনুসারে ফল ভুগিব এখন ।
তুমি অন্য স্থানে যাহ লইয়া জীবন ॥
অনেক মধুর বাক্য শাঙ্গিকা বলিল ।
তথাপিহ চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল ॥
সব্ব শিশু কহে মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব ।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ ॥
মায়া মোহে পড়ি কেন হারাও জীবন ।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন ॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি ।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি ॥
অনল হইতে যদি পাই প্রতিকার ।
তোমার সহিত দেখা হবে পুনর্ব্বার ॥
পুত্রের বচন শুনি শাঙ্গিকা উড়িল ।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল ॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে ।
পর্ব্বত আকার জীব জন্তুগণ দহে ॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন ।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন ॥
আকুল হইয়া চারি জনে করে স্তুতি ।
তুমি দেব লোকপাল সর্ব্বলোকে গতি ॥
বালক অজাতপক্ষ মোরা চারিজন ।
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন ॥
সঙ্কটে ছাড়িলা আমাদের মাতা তাত ।
তুমি কৃপাকর প্রভু দেখিয়া অনাথ ॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন ।
তুষ্ট হৈয়া বলে তবে দেব হুতাশন ॥
না করিহ ভয় মন্দ পালের তনয় ।
পূর্ব্বেতে তোমারে আমি দিয়াছি অভয় ॥
আমা হৈতে ভয় না করিহ চারিজন ।
যে বর মাগহ লহ দিব তা এক্ষণ ॥

শিশুগণ বলে যদি হৈলা কৃপাবান ।
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান ॥
এস্থানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ ।
সবাকারে বধিবারে আইসে অনুক্ষণ ॥
তাসবারে ভস্ম কর আমার গোচর ।
ঈষৎ হাসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর ॥
চারি শিশু প্রতি বহ্নি দিলেন অভয় ।
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময় ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া ।
অন্তরীক্ষে থাকি তবে কহিল ডাকিয়া ॥
যাহা কহিলেন দোঁহে নর নারায়ণ ।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোনজন ॥
দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণ মহীতে জন্মিত ।
নিজ বলে সমুদয় পৃথিবী শাসিত ॥
যে কর্ম্ম করিলা পার্থ খাণ্ডব দাহন ।
সুরাসুর যেই বন করিত রক্ষণ ॥
সে সব লহিলা তুমি বীর বিচক্ষণ ।
রাখিতে নারিল বন যক্ষ রক্ষগণ ॥
এই হেতু তিন বাক্য বলি যে এক্ষণ ।
মনোনীত বর মাগি লহ দুই জন ॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিবে সুরেশ্বর ।
আমারে অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কত দিন গেলে ।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায় ।
অর্জ্জুনেরে স্নেহ তুমি হইবা সহায় ॥
হৃষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেল পুরন্দর ।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥
বর দিয়া নিজ স্থানে গেল হুতাশন ।
আনন্দিত হইয়া গেলেন দুই জন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব চরিত্র ॥
ব্যাস বিরচিত এই ভারত সুন্দর ।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ।

অনন্তরে অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থ গিয়া ।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥
তবে পুনঃ কত দিন রহি দ্বারাবতী ।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন সুভদ্রার সংহতি ॥

যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইয়া প্রচুর॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রুদ্ধ মন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন॥
কি হেতু আমারে প্রিয়ে হইলে বিমুখ।
কোন দোষ দেখি মম হইল অসুখ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ॥
দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
এথা হৈতে গেলে মম চিত্ত নহে স্থির॥
মম স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন॥
নব গ্রন্থি দিলে যেন পূর্ব্ব গ্রন্থি হেলা।
আমারে বিস্মৃত হৈলা পাইয়া বনমালা॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সবার উপরে॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইল উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুই জনে হইল সম্ভাষ॥
আইলেন কতদিনে দেব নারায়ণ।
নানা রত্ন সঙ্গেতে অনেক দাসীগণ॥
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক।
কৃষ্ণ দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ দিয়া দুই জনে।
অন্যান্য সম্ভাষা করিলেন তার মনে॥
কত দিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে॥
তবে কত দিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী॥

দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে করিল আলো সকল ভুবন॥
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক সমান।
দ্বিজগণ নাম দিল করি অনুমান॥
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর।
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় বীর॥
সে কারণে অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাৎ কহিব যত তার গুণগ্রাম॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চ জন হৈতে।
সবাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
সুতসোম নাম বৃকোদর সুতে হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থসুতে দিল॥
শতানীক নাম হৈল নকুলনন্দন।
সহদেব তনয় নাম হৈল জয়সেন॥
এই পঞ্চ নাম হৈল পঞ্চম সন্তান।
রূপে গুণে বলে বীর্য্য জনক সমান॥
পাণ্ডবের বংশ বৃদ্ধি হৈল এই মত।
দেখি সব পুত্র মুখ হৈল আনন্দিত॥
ভারত শ্রবণে কিছু না থাকে আপদ।
দুঃখ শোক দূর হয় বাড়য়ে সম্পদ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে যে সংসার।
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥
অনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধু জনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥
সুধাময় ভারত এই ব্যাস বিরচিল।
এত দূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ।

অতিশয় আনন্দে রাখিলা দেবানর।
জগৎজনার হিত করিতে সত্বর॥
ত্রৈলোক্য কে খায় নাহি যাহার মহিমা।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা॥
সংসারে যে আছে তাহা আছয়ে ইহাতে।
এতে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে॥
যে জন সাত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে॥
জন্মেজয় বলিলেন মুনি অবধান।
কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানব প্রধান॥
যাইয়া পাণ্ডবধাম খাণ্ডব দহিয়া।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ বিস্তারিয়া॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মম ধন্ধ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি সত্য পালিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ।
করিলেন ভূপতি সন্তোষে আলিঙ্গন॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময়দানবের বহু রাখিলেন মান॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনিয়া লাগিল চমৎকার॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উৎসব॥
মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের আগ্রে করি যোড় কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিন লোকে।
উদ্ধারিলা হেন চক্র হইতে আমাকে॥
প্রচণ্ড অনল মুখে করিয়াছ ত্রাণ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ॥
কি করি আমাকে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীত হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয়॥
অর্জ্জুন বলেন যাও দানব ঈশ্বর।
রাখিও আমারে প্রীতি তুমি নিরন্তর॥
পাইলাম সকল তোমার ব্যবহারে।
উপকার করিবা আমার কতবারে॥
ময় বলে যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম॥
সবিনয়ে পুনঃ২ বলে যোড়পাণি।
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহা জানি॥
পার্থ বলিলেন কিছু না চাহি তোমারে।
যে পারহ কর প্রীতি দেব দামোদরে॥
কৃতাঞ্জলি করে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলিলা বচন।
দিব্য এক সভা কর বিচিত্র রচন॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিনলোকে॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে তথা গেল শীঘ্রগতি॥
কনক রজতে চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা গুণযুত হেন দেবতার স্থান॥
চৌদিকে সহস্রদশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসি দানবে।
দেখিতে গেলেন সবে মহা মহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন॥
করিলেন শুভক্ষণে প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহিল তথায়॥
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের সনে।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন মনে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর ধরিল দুই পায়।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ॥

সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদ গদ মৃদু বাক্য সজল নয়ন॥
কহিলা রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষের জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিয়া শাশুড়ী কুন্তী দেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণাসনে॥
শিক্ষা কথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া সুভদ্রা কান্দেন উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে।
বিনয়ে কহেন তারে মৃদুঃ২ ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবা আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিতে সহ কার সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলা করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে ক্ষরিত লোচন॥
ভীমার্জ্জুন সহিতে হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিলা মাদ্রী পুত্র কৃতাঞ্জলি॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিল সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যার নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগোপতিধ্বজে আরোহেন পঞ্চজন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাও নিজালয়।
আমাতে থাকিবা সদা সদয় হৃদয়॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহু কষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন॥
আত্মা মন পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ সহ দিলা।
কেবল শরীর লয়ে পাণ্ডব রহিলা॥
ফিরিলেন বিরস বদনে পঞ্চজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তর হিমালয় সন্নিহিতে॥

বৃষপর্ব্ব নামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্র গৃহে পূর্ণ কৈল॥
কৌমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হন বীর বৃকোদর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দু সরোমাঝে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্ব দৈত্যেশ্বর।
পাইয়াছে দেবদত্ত শঙ্খ মনোহর॥
যার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমাকে হয় বিশেষ শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে॥
অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে॥
এত শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত আলয়॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়া ছিলা ব্রত॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বৎসর॥
যথা ব্রহ্মা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অভিরাম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হন দুই সহোদরে॥
কনক বৈদুর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র চাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্রমণি হারা।
সর্ব্ব গৃহে লয় মণি মুকুতার ঝারা॥
বসিবারে স্থান সব কৈল রত্ন ছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানা মত বেদী॥
নানা জাতি বৃক্ষবরে ফলফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে॥
ভানু বৃহদ্ভানু যেন পূর্ণচন্দ্র প্রভা।
সুরাসুর অপূর্ব্ব করিল ময় সভা॥

উচ্চ নীচ নীচ উচ্চ ভ্রম লাগে লোকে।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে॥
ময় এক মাসে সভা করিয়া রচন।
করিলেক পাণ্ডুপুত্র প্রতি নিবেদন॥
সভা দেখি সানন্দিত হইয়া রাজন।
আনিলেন দেখাইতে পরিবার গণ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ ছাগ লক্ষ লক্ষ॥
যে জন যে ভক্ষে তৃপ্ত তিনি তা পাইলা।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিলা॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পায়ে চলিল সন্তোষে॥
আশ্রম করিয়া কত হরিলা সভাতে।
তপস্যায় অনুগত চিত্র মনোরথে॥
আসিতে কেবল সত্য সর্পনালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাসুর সুমিত্র তপস্বী॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত্র জৈমিনী।
পৈলকা বৈশম্পায়ন চ রি শিষ্য গণি॥
জাতকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপস্হোম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য॥
অষ্টাবক্র রৈভ্য কোপবেগ পরাশর।
পারিজাত সত্য পাল শাণ্ডিল্য প্রবর॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বক্রমালী।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু বামাপ তৈবলি॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপো ধন॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি॥
পৃথিবী নিবাসি যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষন॥
মুঞ্জকেতু নিমঞ্জন কুন্তু উগ্রসেন।
সুকর্ম্মা সুসর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি।
সুমিত্র সুজন্মা ভোজ্য সুশর্ম্মা প্রভৃতি॥
বসুদাম চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমাল জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি সৈন্য মহাবল॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশ যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজ গণিতে অপার॥

অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি ত রহিল সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি।
অপসর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চি সেবেন যেন ইন্দ্র আদি দেবে॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চিলেন পঞ্চ সহোদর॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীদাস দেব কহে পাঁচালী প্রবন্ধ।

নারদ কর্ত্তৃক সভা বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

মুনি বলিলেন পর, জন্মেজয় নৃপবর,
হেনমতে থাকেন পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব।
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগযুক্ত, দেবাসুর নরপূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মাণ্ডেতে সমুদ্ভব, বিজ্ঞ ব্রহ্ম অনুভব,
ব্রহ্ম গুণ সৃজন অনায়াসে।
পরমার্থ অনুবন্ধা, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে সিন্দূরফোটা
শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত।
মুখে হরিনাম সবে, ভুজঙ্গ বর্ণীর রবে,
গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়নযুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রেম জ্বল অনল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, অঙ্গে মণি সুপ্রবীণ,
উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিলা ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণ যুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার,
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥

তবে মুনি স্নেহ বশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন মর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এসবার রাখ কি বচন।
একাকী অনেক সহ, বিচার কি করে কেহ,
কার্য্যেতে কি রাখ মুর্খগণ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযত, ন্যায় মূলে কিনেতত,
না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখত নাপায় কোনজনা॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিৎ
আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণ মুখে,
সদা দেও ঘৃত অন্নোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পাদযথোচিত পুজা
সবে অনুগতত তোমার।
ধান্য ধন বহু মত, উদক আয়ুধ যত,
পুর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্র বশ, বৈকালেতেক্রীড়ারস
অলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য অপচয়,
পুত্র হেন পাল প্রজাগণ॥
ত্রিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিলা মহামতি,
পুণ্যঽ ব্রহ্মার নন্দন॥
শুন ধর্ম্ম অধিকারী, কহিলা বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণে॥
যে কিছু কহিলা তুমি, যথা শক্তি করি আমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পুর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জল জ্ঞান
যত্নেতে করিব আজি হৈতে॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমার গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখিয়াছ ব্রাহ্মণ্ড ভিতর॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষদ হাসিয়া মুনি,
কহিল সকল বিবরণ।
তোমার সভারপ্রায়, মনুষ্য লোকে কোথায়,
নাহি দেখি শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মার চরিত্র সভা, যেন কৈলাসেতে প্রভা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী॥
দেখিয়াছ যথা তথা, মনুষ্য অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী॥
রাজা কহিলেন পর, কহ মুনি বিজ্ঞবর,
সে সকল সভার বিধান।
উৎসাহ বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনিব কত স্থান॥
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দচরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস।

নারদ যুধিষ্ঠীরের সভার প্রসঙ্গ।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান॥
অনেক বৎসর ইন্দ্র তপঃ পুণ্য ফলে।
সেই সভা আপনি রচিলা কুতুহলে॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটি চন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনৈক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা স্থিত সুরবৃন্দ॥
বরুণ কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ॥
অষ্ট বসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িত বিদ্যুৎ তপ্ত বিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম॥
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মুর্ত্তিমন্ত।
দেবঋষি পুণ্য শুন লিখিতে অনন্ত॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দর।
বর্ণিতে না পারি সভা যত শুনধর॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায়॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান॥
দীর্ঘ প্রস্থ শতং যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা গতি কামাচার॥
ন শীতল নহে তপ্ত নহে দুঃখ লোকে।
প্রেমময় নাহি হিংসা সদা কাল সুখে॥
কতেক কহিব তথা যত বৈসে আর।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন সমাচার॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীত সুরথ॥

শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল যযাতীশ্বর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাক্ষ রাজা পরিচর॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
বৃষদশ্ব সদশ্ব সুমেরু বসুমন॥
শরভ সৃঞ্জয় বেণ ঐল উশীনর।
পুরু মৎস্য প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর॥
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্তা যম জন্মেজয়॥
অজ ভগীরথ রাম দিলীপ লক্ষ্মণ।
ভীম জনু পৃথু পৃথু বগ করন্ধন॥
শত ধৃতরাষ্ট্র তথা ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব তথা যত আছে আর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু ফল দান।
যত যত আছে তত না যায় বাখান॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতরে সে পুষ্করমালী নাম॥
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার।
নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার॥
নিবসে বরুণ তথা বারুণি সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত॥
দ্বাদশ আদিত্য আর যত নাগগণ।
বাসুকি তক্ষক কোটিক ঐরাবণ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্ত কালখঞ্জ দুর্ম্মুখ সরভ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আর নদী চর্ম্মণ্বতী॥
কিম্পুনা বিদশা কৃষ্ণবেণা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা লাঙ্গলী কাবেরী॥
দেবনদী মহানদী ভারবী বৈতরণী।
ক্ষীরবতী পুষ্পবতী লোহিতা সুরভী॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুনঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মবতী॥
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় সব আছে।
তড়াগ পুষ্করী আদি বরুণের কাছে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত আছে আর।

কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্বুদা চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি॥
পুত্র নলকূবরাদি বহু সঙ্গিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ স্থিত সদা সহ সহোদর॥
সেবা করে নাগগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মিলিয়া॥
আমি থাকি আমাতুল্য আর বহু আছে।
উমাসহ সদানন্দ সদা তাঁর কাছে॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিব্য নামে দিবাকর।
ভ্রমিল মনুষ্য লোকে হয়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলা আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥
করিলাম জিজ্ঞাসাদি করিয়া বিনয়।
কি মতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া॥
করিলাম শুনি তপঃ সহস্র বৎসর।
পুনর্ব্বার আইলেন দেব দিবাকর॥
আমা সঙ্গ করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহি আর নাহি পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন॥

তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান ।
প্রজাপতিগণ বাস তাঁর সন্নিধান ॥
প্রাচেতা মারীচ দক্ষ পুলহ গৌতম ।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম ॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত প্রহ্লাদ ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ ॥
বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা পক্ষগণ ।
বায়ুতেজঃ পৃথ্বী জল শব্দ পরশন ॥
গন্ধর্ব্ব সকল তথা মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া ।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা ।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা ॥
চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি ।
চারিযুগ বর্ষা মাস দিবা সহ রাতি ॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা ।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা ॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী ॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে ।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোভব ।
শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব ॥
এক কথা বিস্ময় হইল মম মনে ।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয় ।
কোন পুণ্য তপোদানে কহ মহাশয় ॥
দেখিলেন যমালয়ে আছে মম পিতা ।
আমার সম্বাদ কিছু কহিলেন তথা ॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান ।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
এক রথে জিনিয়া লইল সপ্তপুর ।
বাহুবলে হৈল সপ্ত দ্বীপের ঠাকুর ॥
রাজসূয় সুযজ্ঞ করিল হরিশ্চন্দ্র ।
আজ্ঞায় আইলা যত ছিলা রাজবৃন্দ ॥
অনেক ব্রাহ্মণ যান যজ্ঞের সদন ।
প্রতি দ্বিজে প্রতি রাজা করিলা সেবন ॥
শাস্ত্রমত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ ।
পঞ্চগুণ করি তাঁরে দিলেন রাজন ॥
সব রাজা অপেক্ষা করিল বড় কায ।
সেই ফলে স্বর্গেতে লইলা দেবরাজ ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈলা ।
সম্মুখ সংগ্রাম তাঁরা করিতে নারিলা ॥
যোগিগণে নিজ নিজ দেহ ত্যাগ করে ।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে ॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার ।
যমালয়ে দেখাছিল সহিতে তাঁহার ॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয় ।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয় ॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতাগণ ।
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন ॥
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয় ।
রাজসূয় যজ্ঞ তার অবহেলে হয় ॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ ।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় বৈসে ইন্দ্রের সমাজ ॥
তোমার জনক ইহা কহিলা আমারে ।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি ।
বহু বিঘ্ন হয় এতে আমি ভাল জানি ॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে ।
যজ্ঞহেতু রাজাগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
যে মতে মঙ্গল হয় কর নরপতি ।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী ॥
এত বলি প্রস্থান করিলা মুনিবর ।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকানগর ॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ ।

লঘু-পয়ার ।

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি । চিন্তান্বিত নৃপমণি ॥
অন্য নাহি লয় মনে । কহিলেন ভ্রাতৃগণে ॥
নারদ বলেন যত । পিতৃ আজ্ঞা এইমত ॥
যজ্ঞ রাজসূয় তায় । যাতে ইন্দ্রপদ পায় ॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয় । কি সবার মনে লয় ॥
শুনি ভ্রাতা মন্ত্রিগণ । স্বীকারিলা সর্ব্বজন ॥
চিন্তা কর কোন হেতু । কর রাজসূয় ক্রতু ॥
কিকার্য্য অসাধ্য আছে । কেবা বিরোধিবে পাছে ॥
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি । বিচারেন নৃপমণি ॥
যেকর্ম্ম যাহে না শোভে । সেকর্ম্ম করিলে ক্ষোভে ॥
পাছে হয় বিড়ম্বন । অযশ যে ত্রিভুবন ॥
বিশেষ বিষম যজ্ঞ । সব লোক নহে যোগ্য ॥
ইহা অগ্রেতে প্রকাশি । গোবিন্দে চল জিজ্ঞাসি ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য । শ্রীহরি বলেন ভব্য ॥

যদি দেন অনুমতি । এ যজ্ঞে হইব কৃতী ॥
ইহা চিন্তি নরপতি । দূতে আজ্ঞা দিলা গতি
সে দূত উত্তর নিয়া । দ্বারকা প্রবেশে গিয়া ।
কৃষ্ণে করি নমস্কার । কহে ধর্ম্ম সমাচার ॥
তোমার দর্শন বিনে । কুন্তীপুত্র দুঃখীমনে ॥
একথা কহিবা মাত্র । গোবিন্দ তোলেন গাত্র
বৈনতেয় অরোহণে । যান ইন্দ্রসেন সনে ॥
দিনকর যায় অস্ত । উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থ ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে । শুনি হর্ষ নৃপবরে ॥
ভ্রাতৃমন্ত্রী পাঠাইলা । অগ্রহৈয়া কৃষ্ণে নিলা ।
ধর্ম্মে করি নমস্কার । সম্ভাষেণ হরি আর ॥
ধর্ম্ম নরপতি তবে । কৃষ্ণে পুজি ভক্তিভাবে
বসিলেন সবে তথা । শশাঙ্কমণ্ডলী যথা ॥
শ্রীহরি চরণদ্বয় । যে ভাবে সদা হৃদয় ॥
তার চরণসরোজে । সদা কাশীরাম ভজে ॥

গোবিন্দ ও যুধিষ্ঠীরের কথা ।

বলিলা গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার ।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্ল্লভ সংসারে ।
যুধিষ্ঠীরে কহ রাজসূয় করিবারে ॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার ।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারে দ্বার ॥
পরস্পর পরামর্শ বলিলেন সবে ।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধন লোভে ॥
যেমত বলেন নাহি লয় মম মনে ।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার ।
করিব কি না করিব কি আজ্ঞা তোমার ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান ।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে ।
এই নিবেদন আমি করি যে তোমারে ॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভালমতে ।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে ॥
মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা ।
পৃথিবীতে যত রাজা করে তার পূজা ॥
তাহারে না মনে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে ।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে ॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজাগণ ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন ॥
পুণ্ড্রীক বসুদেব কৌশল ঈশ্বর ।
রুক্মি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর ॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি ।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সঙ্গতি ॥
ইক্ষাকুইলার বংশে যত রাজগণ ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া ।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া ॥
সে রাজার দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি ।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতলী ॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল ।
সসৈন্য মগধপতি মথুরা বেড়িল ॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে ।
ক্ষয় নাহি মারিলেও শতেক বৎসরে ॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার ।
সেই হেতু সাজি আসে অষ্টাদশ বার ॥
তবু চিত্তে বিচার করিল সর্ব্বজন ।
মথুরা বসতি আর নাহি সুশোভন ॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে ।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে ॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া ।
দুরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া ॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজাগণে ।
বন্দি করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥
পক্ষী হেন করি যত রাখিয়াছে রাজা ।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পুজা ॥
ছিয়াশী সহস্র রাজা আছে বন্দিশালে ।
তব যজ্ঞ হবে রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ।
নিষ্কণ্টকে কর তবে যজ্ঞ মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হবে কোন কায ।
তারে মারি বশ কর ভূপতি সমাজ ॥
হইবে অনন্ত যশঃ এইত সংসারে ।
কহিলাম আমি এই মন্ত্রণা তোমারে ॥
এতেক বলিল যদি কমললোচন ।
কৃষ্ণরে কহিল রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
অনুচিত কহিলা যতেক মহাশয় ।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করিয়া প্রথমে ।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায় ।
কহিলাম অভিপ্রায় সমস্ত তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে ।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥

তারে মারি যুদ্ধ করে সর্ব্ব জ্ঞাতিগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি হেন জন॥
রাজা হয়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্ব রাজাগণ কর্ম্ম কহিব সভায়॥
বাহুবলে ভরত শাসিলা ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিলা সকল॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা সব স্ব স্ব বাহুবলে।
হইয়াছিলেন খ্যাত পৃথিবী মণ্ডলে॥
রাজধর্ম্ম অনুসারে বলি মহারাজ।
জরাসন্ধে বধিবারে কর সৈন্যসাজ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল॥
আপনে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি॥
গৌতমনন্দন চণ্ড কৌশিকাখ্য ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী॥
বহুদেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজারে দেখিয়া বিষাদিত॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন॥
করযোড়ে ভূমি পড়ি বলিল বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হবে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধন জনে সংখ্যা মম নাহি তপোধন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তি বহুক্ষণ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
শূন্য হৈতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইলা।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিলা॥
এই ফল খেতে দাও প্রধানা ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥

বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাও নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত চিত্ত নরবর॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয়ে যান।
ভার্য্যাদ্বয় সমানে দিলেন ফলদান॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুই জন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখি দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভ ব্যথা বৃথা যে হইল॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা করে দাসীগণে॥
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত বিষয় তাহার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুই খান করিয়া নিরখে॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিত দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরে জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লও রাজা আপন নন্দন॥
পুত্র পায়ে উল্লাসিত হইল ভূপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল আগ্রে সৃষ্টি অধিকারী॥

শিশুর বিনাশে মম হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি আমি ভক্তের কারণ॥
পুত্র পৌত্র সহ আমা যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঞ্জে॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নিব্যাধি সে হয় ব্যাধি তার দেশ ছাড়ে॥
পাইলাম তব গৃহে পূজা অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
সমুদ্র শোষয় রাজা মম এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আটে॥
তব গৃহে পূজায় তোমার আমি বশ।
এই হেতু রাখিলাম তোমার ঔরস॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পায়ে নরপতি মহাহর্ষ মন॥
জাত কর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ॥
জরার সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্র অনুবন্ধ॥
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যা সহ বনে যায় ব্রহ্মচর্য্য নিয়া॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল।
নিজ ভুজবলেতে শাসিল ভূমণ্ডল॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ্য আকার॥
তিন জন মহাবীর অজের সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে॥
আমা হৈতে যবে ভোজপতি হৈল হত।
তথা হৈতে প্রহারিল গদা বার্হদ্রথ॥
শতেক যোজন গদা ধায় আচম্বিতে।
মথুরা কাঁপিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে॥
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশ বার।
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার॥
হংস নামে এক রাজা সঙ্গে ছিল তার।
বলভদ্র হাতে তার হৈল পরিহার॥
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ॥
যাহারা আছিল সেই রাজ্যের রক্ষণ।
ভাবিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ॥
সহিতে নারিল শোক হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিলা শরীর॥
সেনাপতি হংস গেল রাজা সঙ্গে ঘর।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর॥
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণ না রহিল।
যমুনার জলে সেও ডুবিয়া মরিল॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুই জন।
এক মাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে না দেখি ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হবে নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে তবে করহ প্রত্যয়॥
পৌরুষ বিভব যদি বাঞ্ছা নরপতি।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি॥
কৃষ্ণ বাক্যে স্তুতি করে ধর্ম্মের নন্দন।
এক দৃষ্টি চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥
হৃষ্ট মুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহিলা মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কে আছে সহায়॥
লক্ষ্মী পদ্মমুখী যার সে তোমা না গণে।
সহজে পাণ্ডব বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ তুমি থাকিবা সঙ্গেতে॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই নিয়া।
গোবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার॥

মগধ রাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত
শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা।

শুভক্ষণ করিয়া চলিল তিন জন।
পদব্রজ হয়ে ব্রহ্মচারীর লক্ষণ॥
পদ্মসর লংঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী ঘর্ঘরা বত্ম বিষম সঙ্কট॥
সরযু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা॥
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান মাত্র তিনে।
গেলেন মগধ রাজ্যে পরে কত দিনে॥
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ মহাগিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি বজ্রপুরী॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো মহিষ শোভিত নগর॥
ভীমার্জ্জুনে বলিয়া গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি॥

শাক্ষ পর্ব্বতের কথা শুন দুইজন।
শক্র দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় সেইক্ষণ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিন মহাভেরী শব্দ হয় আচম্বিতে॥
শক্র দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন॥
শক্রবাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর॥
মহারথীগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরি টেল মম আগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার॥
এইরূপ বিচার করেন তিন জন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ॥
নাগের কারণ দেব খগপতি গতি।
খগপতি স্মরণ করেন মহামতি॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িলা শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি॥
করিলেন চৈত্র গিরি পৃষ্ঠে আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন॥
গিরি শৃঙ্গ দেখি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিলা বজ্রমুষ্টির প্রহারে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈলা নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ॥
হাট বাট নগর চৌতারা মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ॥
পুর্ব্বদ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর॥
যজ্ঞ দীক্ষা হইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ স্থিত সদাচারে।
বিনা হোমে অন্য জন যাইতে না পারে॥

তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি আসিয়া লইলা প্রণিপাতে॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বসিলা তিন জন॥
তিন জন মূর্ত্তি রাজা করি নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোড়া যেন অঙ্গের বরণ॥
আজানু লম্বিত বাহু ভুজঙ্গ আকার।
অস্ত্র চিহ্ন রেখা আছে অঙ্গে সবাকার॥
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন কদাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার॥
মুনিগণ কহিলেন মোরা জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্র দেহে অস্ত্র চিহ্ন কিসের কারণ॥
সত্য কহ তিন জন হও কোন জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোর রূপে আসিয়াছ লয় মম মন॥
চৈত্রগিরি শৃঙ্গ কি ভাঙ্গিয়া আইলা প্রায়।
রাজদ্রোহে পাপ ভয় না হয় সবায়॥
কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে॥
কোন বিধিমতে পূজা করিব কাহারে॥
এত শুনি বাসুদেব বলিলা বচন।
গম্ভীর নিনাদ যেন সলিল বাহন॥
পুষ্প মাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মী প্রিয় কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয়॥
দ্বারে না আইলা হেন বলিলা বচন।
শত্রু গৃহ দ্বারেতে না যাই কদাচন॥
কোন রূপে শত্রু গৃহে যাই মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিব সে কায॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন॥
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি।
কি মতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশু হেন রাখিয়াছ নিজ বন্দিশালে॥

মহাদেবে বলি দিবা শুনিয়া শ্রবণে ।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন জনে ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বিপরীত ।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা অধর্ম্ম চরিত ॥
আপদ ভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ ।
জাতি হিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণি অষ্টাদশ বার ।
হারি পলাইয়া সবে করিনু সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন ।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুই জন ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন ।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজাগণ ॥
নহে যুদ্ধ কর আসি আমার সংহতি ।
দুই কর্ম্ম তোমার যেমত লয় মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ ।
গোবিন্দেরে অশেষ বিশেষ বলে মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার ।
যুদ্ধে পলাইয়া গেল শৃগাল আকার ॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেল সমুদ্র ভিতরে ।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে ॥
এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে ।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে ॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজাগণ ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥
আনিলাম ভুজবলে বান্ধি রাজাগণে ।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে ॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি না পড়ে স্মরণে ।
যাও গোপসুত লজ্জা না হয় বদনে ॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ ।
তোমা ছার সহিতে যুঝিবে কোনজন ॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স ।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশঃ ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ ।
পলাও বালকদ্বয় না কর সাহস ॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম ।
নাহি জান জরাসন্ধ কৃতান্তের সম ॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে ।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা করহ বড়াই ।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই ॥
একারণে হীন বল দেখি রাজগণ ।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণ ॥
সেই অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে ।
দূর কর দর্প আজি পড়িবা সঙ্কটে ॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ ।
এদোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥
বালক বলিয়া চিন্ত না করিবা তুমি ।
ক্ষণেকে জানিবা অগ্রে চল যুদ্ধভূমি ॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ ॥
কিরূপে করিব রণ কহ দেখি শুনি ।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি ॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্র কর্ম্ম লিখি ।
সৈন্যে২ সংগ্রাম নতুবা একাএকী ॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে ।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার ।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার ।
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জ্জুন ।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ ॥
কোমল বালক প্রায় নিরখি বয়সে ।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে ॥
ভীমের সহিতে আমি করিব সমর ।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর ॥
দুই মহা গদা রাজা আনিল তখনি ।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি ॥
নগর বাহির গেল রণ ভূমি যথা ।
ধাইলা নগরে লোক শুনি যুদ্ধ কথা ॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম ভীম জরাসন্ধ করে ।
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে ।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ ।

লঘু-ত্রিপদী ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম;   না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে ।
গজরাজ চক্রে,   বৃত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে ॥
কেশবাস সারি,   করে গদা ধরি,
দুই জন হৈল আগে ।
কর্কশ বচন,   করিছে গর্জ্জন,
দুই জন মত্ত রাগে ॥

আরেরে পাণ্ডব, কোথায় খাণ্ডব,
আইলি মগধ দেশে।
নিকটে মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বাদ্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিল কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি অদ্য যমদূত।
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলী পাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাস বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা।
করেং ছাদি, পদে পদে বান্ধি,
দুই জনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরেং তাড়ি,
হৃদয় হৃদয়ে হানে॥
লোহিত নয়ন, লোহিত বরণ,
নেহালে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
বজ্রসম কীলবৃষ্টি॥
উরুতে জঘনে; ছান্দিল সঘনেঃ
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম জল অঙ্গে, রণ ধূলি সঙ্গে,
চকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অসুর হইল ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে;যেন দুই ঝম্পে,
দোঁহা পর দুই জনে।
ঘোর নাদ চোট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
গর্জ্জিত গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূঁবনারে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে॥
কেহ নহে ঊন, ধরি পুনঃং
হৃদয়ে হৃদয়ে চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি;
পুনঃ দোহে উঠি লাফে॥
সে দুই বারণ, বারুণী কারণ,
যুঝায় পর্ব্বত মাঝে।
সে দুই বৃষভ, সুরভির লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দোহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে॥

ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ বধ।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোহার কলেবর।
নিস্তেজো হইল বৃহদ্রথের কোঙর॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান॥
পবন নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর॥
পুনরপি ধরি তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চাক্রাকার॥
শত বার ভ্রমাইয়া ফেলি ভূমিতলে।
বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিলা মহাবলে॥
কণ্ঠে জানু দিয়া মুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কম্পে ধরাধরে॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায়॥
গর্ব্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণরে।
যথা শক্তি করিলাম প্রহার ইহারে॥
ইহার মরণ আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায়॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন॥

বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত॥
দেখিয়া হইল তুষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধ্যায়ে যত্ন করিয়া গর্জ্জন॥
বজ্রমুষ্টি মারিয়া পাড়িলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে॥
এক পদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখান চিরিয়া করেন দুই খান।
জন্মকাল অঙ্গ পায়ে হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন॥
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ সুত সহদেব নাম ছিল॥
ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লৈয়া।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়া॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ দিলেন অভয়।
মগধ রাজ্যেতে সেই দণ্ডধর হয়॥
বন্দীশালে আছিল যতেক রাজাগণ।
একে একে সবাকার ঘুচায় বন্ধন॥
নানা রত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজাগণ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবক রঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল খর্ব্ব গৌরব ভঞ্জন॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু সত্যে অবতরী॥
কে বর্ণিতে পারে যারে বেদে অগোচর।
সদা যোগ ধ্যানে যারে না পান শঙ্কর॥
যত দুঃখ দিল জরাসন্ধ ভূপতিরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে॥
অভয় পঙ্কজ পদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজাগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজ রাজ্য॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞ সহায় হইবা সর্ব্বজন॥
এত শুনি রাজাগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার॥

তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারায়ণ।
তিন জন সে রথে করেন আরোহণ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার॥
ইন্দ্র হৈতে পায় বসু মগধ ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে॥
সেই রথে চড়িয়া চলেন তিন জন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজ রথ ঘোষে চরাচর॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করে আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণরে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্ট মন॥
সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকানগর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা রস পাণ্ডব চরিত্র॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়।

লঘু-ত্রিপদী।

করি কৃতাঞ্জলি; পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয় যজ্ঞ ভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেবদত্তাম্বুজ,
চারু তুরঙ্গম বল॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বস্তু করে,
হেলে মিলিল আমারে।
এ সবার গুণ, যত উপার্জ্জন,
শাসিব সব রাজারে॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত
উত্তরে যাইব আমি।

শুনিয়া বচন, স্নেহে আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব স্বামী ॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে
মঙ্গল করে বিধানে ॥
রথ গজ বাজি সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাতে।
পূর্ব্বদিকে ভীম; নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণে কনিষ্ঠ ভ্রাতে ॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজন বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥
প্রথমে প্রবেশ, পুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ত্ম, জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে ॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ ভূপ
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদত্ত নাম;
বিখ্যাত রাজা ভুবনে ॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কানন বাসী।
বিপরীত মুখ, ধারণ ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি ॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা উর্দ্ধে ঝুটি
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
আর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ, পুর দুরাত্মজ,
মুখ মুখী দুই জন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর
যাহার যতেক শিক্ষা।
মরুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥

নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন;
তুমি হও মম সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত ॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এত দিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
এথা যে আইলা কেনে ॥
বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হয়ে রাজা।
করিলেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিবে তারে কিছু পুজা ॥
মোরে যদি পিতঃ, হইয়াছ প্রীত,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ
প্রাগ্‌দেশ অধিকারী ॥
হরিষে রাজন, দিল বহু ধন,
পার্থেরে পুজি বিশেষে।
লয়ে তার পুজা, পার্থ মহাতেজা;
চলিলেন অন্য দেশে ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, ভূপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে রয়
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলূকের পতি, বৃহন্ত ভূপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম
তিনে দিল বহু ধন ॥
রাজা সেনা বিন্দু, দিল রত্ন সিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিত মণ্ডলে, জিনি বীর চলে;
করিল অনেক পুজা ॥
ত্রিগর্ত্ত মণ্ডলে, জিনি বীর চলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ, ভূপতি কামদ;
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, নানা বর্ণ অশ্ব,
শুক ময়ুরের রঙ্গে।
কৌতুক অর্জ্জুনে, দিল অশ্বগণে,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
ভূপতি জীবন, কৈল মহারণ;
হারিয়া ভজিল আসি।

ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব দানবপুরী ॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর,
হৈলেন জয়ী কিরীটি ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেন বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহুধন,
পুজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্নধন, চলেন অর্জ্জুন,
হয়ে আনন্দিত মন ॥
মানসরোবর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমর নগরী, অপ্সরি কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কারে পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহুঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যায় কুতুহলে,
হয়ে অতি শীঘ্রগামী।
সংগ্রাম প্রচণ্ড, তেজেতে মার্কণ্ড,
জিনিয়া ভারতভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালেপাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥

মানব শরীরে; আইলা এখানে,
কভু দেখি নাহি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথা কি হেতু আইলা ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে.
নাহি নরলোক গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন, সস্মিত বদন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বার পালগণ,
অনেক রতন দিল।
লইয়া অর্জ্জুন, ত্বরায় তখন,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানা বর্ণে বাস, অশ্ব গো মহিষ,
দেশে দেশে দাস দাসী ॥
জয় জয় নাদে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশি ইন্দ্র প্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ ভূপবর,
আনিলাম যাহা দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদুভাষে।

আনিলেক যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥
বীর ধনঞ্জয়, করি দিগ্বিজয়,
বিজয় ধরেন নাম।
কাশীদাস ভণে, যেই জন শুনে,
তার পুরে মনস্কাম॥

ভীমের দিগ্বিজয়।

পূর্ব্বদিকে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পঞ্চাল নগরে উত্তরিলেন যাইয়া ॥
দ্রুপদ ভূপতি অতি পাইয়া সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির রাজা হেতু দিল বহু কোষ ॥
তথা হৈতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহ নগরে যান গণ্ডকীর পার ॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণব দেশে।
সুধর্ম্মা ভূপতি আসি পূজিল বিশেষে ॥
তাহার হইলা প্রীত বীর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর ॥
পুলিন্দ নগরেতে সুমিত্র রাজ জিনি।
চেদি রাজ্যে প্রবেশল পাণ্ডব বাহিনী ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা আছে আসিবার কালে।
সংপ্রতি মিলহ তাই রাজা শিশুপালে ॥
সেই হেতু মৌনিরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর ॥
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল ॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহু মান্য করি।
ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজ পুরী ॥
রাজকর সংপ্রীতে দিলেন শিশুপাল।
তথা হৈতে গেলেন যে উত্তর কোশল ॥
অযোধ্যানগরে রাজা দীর্ঘ যজ্ঞ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম ॥
এক দিনে সংগ্রামে জিনিয়া নরবরে।
ধনরত্ন লৈয়া যান কোশল নগরে ॥
তাহে বৃহদ্বল রাজে জিনি কুন্তী সুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত ॥
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমন্ত গিরি।
সুবাহু নামেতে যে কাশীর অধিকারি ॥
সুপার্শ্ব বিকট রাজপতি ক্রথ আদি।
একে একে সবা জিনি নিল রত্ন নিধি ॥
মৎস্য দেশের ভূপতি জিনিয়া বৃকোদর।
গেলেন উত্তর মুখ নিষাদ নগর ॥
শর্ম্মক ধর্ম্মকগণ জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলাপতি মতিমন্ত ধীর ॥
হেলায় জিনিয়া রিপু যতেক ভূপতি।
গিরিব্রজ ধরি গেল ভীম মহামতি ॥
সহদেব ভূপতি লইয়া বহু ধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন ॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসু দেব কৌশিকীর কূল।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্র সেনে জিনি কুন্তীসুত ॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর ॥
দিগন্তর পর্য্যন্ত জিনিল রাজাগণ।
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থ লয়ে বহুধন ॥
অগুরু চন্দন ভোট কম্বল বসন।
লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গ বাজিগণ ॥
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানা জাতি পশু চালাইল পালে পাল ॥
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম ভূপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড় করে ॥
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
ভাণ্ডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন ॥
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস ॥

সহদেবের দিগ্বিজয়।

যাম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া।
শূরসেন রাজ্যে অগ্রে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রীতি পূর্ব্ব বহু রত্ন দিল নরপাত।
মৎস্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি ॥
অধিরাজ দন্তবক্র মহামন্ত ধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীরে নিল তার কর ॥
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই ভূপ।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ অধিপে ॥
শ্রেণীমন্ত রাজাকে জিনিল অবহেলে।
সেক সে অপর সেই নর্ম্মদার কূলে ॥
অবন্তীনগরে বিন্দ অনুবিন্দ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা ॥
বিদর্ভনগরে চলিলেন পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক ভূপতি স্থানে পাঠাইল দূত ॥
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।
নানা বর্ণে সহদেবে পূজে যথোচিত ॥

কান্তার কোশলাধিপ নাটকের আর।
হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার॥
রাত্যাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল।
কিস্কিন্ধা প্রবেশ তবে কৈল মহাবল॥
মৈন্দ দ্বিবিধ নামে দুই কপিপতি।
পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি॥
শিলাবৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর মনুষ্য তথা হৈল মহারণ॥
সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেব সনে।
দেখি দুই কপিপতি প্রীতি পায় মনে॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কি কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ॥
বানর বলিল এই কিস্কিন্ধা নগরী।
মনুষ্যের কি শক্তি যে এতে হয় অরি॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞ বিঘ্ন হবে॥
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত।
এত বলি ভাণ্ডার দিলেক শত শত॥
যে রত্ন পাইল বীর দিল চালাইয়া।
মাহিষ্মতী পুরে বীর উত্তরিল গিয়া॥
মাহিষ্মতী পুরির অধিপ নীল রাজা।
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা॥
সহদেব সহিত হইল মহারণ।
নীল ভূপতির সেনাপতি হুতাশন॥
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মুর্ত্তি ধরে।
সর্ব্বসৈন্য দহে সহদেবের গোচরে॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দাহন।
দেখিয়া বিস্ময় মনে পাণ্ডুর নন্দন॥
জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক হৈল কেন হুতাশন॥
মুনি বলে নীল রাজা সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে॥
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হন আগুনি॥
বিম্বোষ্ঠ আননচন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার॥
দ্বিজ মুর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে॥
শুনিয়া ভূপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার দণ্ড॥
ক্রোধেতে আপন মুর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
আস্তেব্যস্তে উঠি স্তব করে নরবর॥

হৃষ্ট হয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল॥
বর মাগ নরপতি যাহা কর মনে।
রাজা বলে সদা মম থাকিবা সদনে॥
পরচক্র যেন মোরে নহে বলবান।
এই বর মাগি আজ্ঞা কর ভগবান॥
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায়॥
যতেক ভূপতি আইসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতীপুরে গেলে অবশ্য মরণ॥
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায়।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীলধ্বজ রায়॥
সহদেব সৈন্য দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
অচল পর্ব্বত প্রায় মদ্রসুতাসুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥
হৃদয়ে চিনিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন॥
যত দেব হেতু দেব তোমার উৎপত্তি।
পাপহন্তা তব নাম সর্ব্বঘটে স্থিতি।
রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ু সখা সখি।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ আঁখি॥
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠীর যজ্ঞ করে এই সে কারণ॥
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি সবাকার হিত॥
সহদেব স্তুতি বশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমুর্ত্তি হৈল ততক্ষণ॥
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ২ কুরুপুত্র না করিহ ডর॥
এই নীলধ্বজ পুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা নাহি দহি এই সে কারণ॥
তুমি প্রিয় আমার ক্ষমিলাম তোমারে।
করিব তোমার কার্য্য আশা যে কার্য্যেরে॥
রাজারে বলিলা পূজা কর সহদেবে।
নানা রত্ন ধন দিয়া পরম গৌরবে॥
তবে নীল রাজা তারে পূজিল বিশেষে।
তথা হৈতে গেল বীর ত্রিপুরের দেশে॥
কৌশিক সুরাষ্ট্র ভোজ কটক পশিল।
ভীষ্মকনন্দন রুক্মি সহ যুদ্ধ হৈল॥
যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন।
শূর্পরক দেশে গেল দণ্ডক কানন॥

সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ কিরাত বসতি।
ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি॥
রাক্ষস আছয়ে বহু তাহার দক্ষিণে।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুরনন্দনে॥
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দুষ্ট দীর্ঘ কর্ণ শরীর বিবর্ণ॥
কালমুখ কুম্ভমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজ্য জিনিয়া আনিল রত্ননিধি॥
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
এক পদ দেশ গেল মাদ্রি মহাবলে॥
রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্গ।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্গ॥
সঞ্জয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি॥
দ্রাবিড় কেবল উড্র আটবীর রাজা।
দূত মুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা॥
সেতুবন্ধ দক্ষিণে সমুদ্র তীর গিয়া।
বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠাইয়া॥
সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষস ঈশ্বর।
আজ্ঞা দিল ধন রত্ন দিতে বহুতর॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
ধন রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত মনে॥
দক্ষিণে পাণ্ডব জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয় কাশীদাস ভণে॥

নকুলের দিগ্বিজয়।

পশ্চিম দিগেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজী রথ রথী পদাতী বহুল॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার॥
রোহিতক দেশে রাজা যে ছিল ভূপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি॥
রাজার সময়ে সখা ময়ূর বাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমত সংগ্রাম হয় নকুল ভুজঙ্গে॥
বায়ু দেবতার অস্ত্র নকুল এড়িল।
মহাবজ্রাঘাত শব্দে শিখিগণ গেল॥
অনল অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখি রাজা হৈল একা॥
ভয় পায়ে কর আসি দিলেন রাজন।
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন॥
মরুভৈরব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর।
এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর॥
একে একে সব তবে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধুনদী কুল॥
সরস্বতী তটে আছে যতেক রাজন।
সবারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন॥
খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ।
জিনিয়া মৌক্তিকপুর করিল প্রবেশ॥
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য রাজা আদি নকুল ভূপতি॥
যে স্থানে যে নরপতি যতজন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে॥
দ্বারকা নগরে তবে পাঠাইল দূত।
শুনিয়া হৈলেন হৃষ্ট দেবকীর সুত॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা পায়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি।
কর পাঠাইল শকটেতে সব পুরি॥
একে একে সর্ব্ব দেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্র দেশ গেল যথা আপন মাতুল॥
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার।
ভাগিনেয়ে আনি করে বহু পুরস্কার॥
প্রীতি পূর্ব্বকেতে তাঁর করিলেক বশে।
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছ দেশে॥
দারুণ দুরন্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন॥
বড় বড় রাজাগণ যথা যথা বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
একে একে জিনিল সকল নরবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর॥
বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী॥
জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ দলে॥
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন॥
আজ্ঞা লয়ে গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয়॥
পাণ্ডব বিজয় কথা যেই জন শুনে।
জয় জয় হয় থাকে সর্ব্বত্র কল্যাণে॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে মন ।

সকল পৃথিবীপতি করি করাদায় ।
করেন পরমানন্দে যজ্ঞ ধর্ম্ম রায় ॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা প্রজার পালন ।
দুষ্ট চোর দণ্ড খণ্ড বৈরীর মর্দ্দন ॥
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে ।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে ॥
গাবীতে অনেক দুগ্ধ শস্য চতুর্গুণ ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ ॥
ব্যাধি ভয় অগ্নি ভয় নাহি সেই দেশে ।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম সে দেশে নিবসে ॥
ধান্য জন জনে পূর্ণ হইল সংসারে ।
ধন্যং বিনা ধ্বনি না শুনি নগরে ॥
ধর্ম্মরাজ বিচার করেন এই মনে ।
অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে ।
অসংখ্য অর্ব্বুদ গাবী গণনা না হয় ।
যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী সুহৃদ যতেক বন্ধুগণ ।
যজ্ঞ কর মহাশয় বলে সর্ব্ব জন ॥
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে ।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চর চরে ॥
যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয় ।
সময়ে না করিলে না হয় অসময় ॥
এইমত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্ব জন ।
হেনকালে উপনীত ঋষি পুরাতন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল ।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিতভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক কিরণ পীতবাস ॥
যুগ্মপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
ভুবন ভরিয়া যার বাদ ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
পাদপদ্ম মোক্ষনিধি, যাহে জন্মে সুরনিধি
তিন লোক পবিত্র কারণ ।
যাঁর পদ চিহ্ন পায়ে, অন্তরে অভয় হয়ে,
কালায় বিহরে যথা মন ॥
বক্র বক কেশী কংস; দুষ্টজন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সকরী কলিল ।
স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু;
নিজ রূপে সৃজিল অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজ, অগণিত অশ্ব গজ;
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে ।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্র প্রস্থে ।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃমন্ত্রিগণ আস্তেব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দ যতনে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজধাম ।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ;
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত ।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিয়া,
পুজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন ।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার ।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি;
সর্ব্ব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে ।
শুনিয়া তোমার মুখে; তুষিব অমর লোকে,
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈতে তরি, স্বর্গ কাম নাম করি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা ।
অহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মন; আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর ।

রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ; যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হইবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে বন্ধুগণ।
ভ্রাতৃমন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যে কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানেতে করি নিয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়ে, ভূপতি সানন্দ হয়ে
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানবে আমি, যখন আইলা তুমি,
মনোবাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যে ভক্তি ঋদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছা কর সিদ্ধি,
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডেকে আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সৈন্য সহ সকলে করুন আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারিজাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বিশোক সারথি দম আদি।
তিন জন সংযোগ করহ ভক্ষ্য বিধি ॥
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিয়া আন।
শাস্ত্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণ অগ্রে জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোনহ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তাঁর যজ্ঞে আইল যে পৃথ্বীর রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান ॥
ইন্দ্র যম বরুণ করিবে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হবে কোন জন ॥
গোবিন্দ কহেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যায় লোক অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছেন রাজা কানন ভিতরে।
মনুষ্যের সাধ্য পক্ষি যাইতে যে নারে ॥
সে সকল রাজারে করিবা নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে ॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেব ঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যতজন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাহ যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
তব কর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্রে যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহিক হেনজন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধি সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী ॥
যারে দেখ তাহারে করিয়া নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পায়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূত মুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥

তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কায ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া তবে তুমি আইস সত্বর ।
যদি কোন দুষ্টপনা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পায়ে যে না আসিবে এথায় ।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায় ॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ ।
মহীপালগণেরে করহ নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর ।
শীঘ্রগামি দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজাগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন ॥
নিজ২ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে ।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
এই রূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত ।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসুয় যজ্ঞ আরম্ভ ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতাসুত ।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥
নানা রত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর ।
কোটি২ শিল্পগণ গড়ে নিরন্তর ॥
দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্নেতে নির্ম্মিত ।
হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর ।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥
অশন বসন শয্যা রাখি গৃহে২ ।
বাপীকুপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন ।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন ॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল ।
নানা বৃক্ষ রূপিল সহিত ফুল ফল ॥
দিব্য২ কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম ।
অপুর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম ॥
পেয় ভোজ্য নিয়োজিল ইন্দ্রসেন আদি ।
অষ্ট দিক হৈতে দ্রব্য আইসে নিরবধি ॥
হস্তী উঠ বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ ।
বৃষভে ও নৌকায় আইসে যত ভক্ষ্য ॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম ।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥

মম বিরচিত সভা অপুর্ব্ব নির্ম্মাণ ।
সুরাসুর, মুনি করে যাহার বাখান ॥
তথি মধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল ।
দ্বিজ মুনিগণ সর্ব্ব দীক্ষা করাইল ॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন ।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ ।
অন্য২ কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি ।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠ তাত বিদুর সহিত ।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃৎ ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভুরিশ্রবা সোমদত্ত ।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয় ।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায় ॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সত্বরে ।
চলিল নকুল বীর হস্তিনা নগরে ॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইলেন সবারে ।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ ॥
রাজসুয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হইয়া ।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া ॥
হস্তী রথ অশ্বপতি করিয়া সাজন ।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল সকল সহিত ।
দেখি যুধিষ্ঠীর জিজ্ঞাসেন হিতাহিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজ ।
অগ্রসরি আসিলেন আপন সমাজ ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচনে ।
এ কার্য্য তোমার হেন কহে কোন জনে ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয় ।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হয়ত সাধন ।
স্থানে২ সবারে করেন নিয়োজন ॥
যুধিষ্ঠীর ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার ।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার ॥
কার্য্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার ।
দুর্য্যোধনে সমর্পিত সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে ।
ব্রাহ্মণ পুজায় তার গুরুর নন্দনে ॥

রাজাগণে চর্চ্চিতে আপনি ধনঞ্জয়।
দ্বিজের দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ কৌরব।
তিন জন গৃহ কর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্বদ্বারে নিয়োজিল মহারথীগণ॥
সহস্রং রথী সঙ্গে পরিবার।
মহাবীর ইন্দ্র হেন রাখে পূর্ব্বদ্বার॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
যোদ্ধা ষাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিয়োজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র সুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত॥
হাতেতে নিগূঢ় বেত্র লইয়া সর্ব্বজন।
নানা যত্ন উয়ে করে দ্বারের রক্ষণ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাজাগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে॥
এইমতে সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন॥
দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ পায়ে রাজাগণ।
সসৈন্য করিল সবে তথা আগমন॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি॥
নানা বর্ণে রত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয়॥
কেহ কেহ দিল নিজ পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্ম যজ্ঞ বুঝি কেহ দিল বহু ধন॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ কটক নৌকা পুরী।
নানা বর্ণে কত রত্ন লিখিতে না পারি॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্যমণি মরকত নীলা॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
নানা বর্ণ বসন বিবিধ বর্ণে শাল॥
কীটজ লোমজ নানা বর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ রথী গাভী অগণিত॥
চতুর্দ্দোলা করি দিল দিব্য নারীগণ।
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ লোচন॥
অগুরু চন্দন কস্তুরী কুসুম কস্তুরী।
নানা বর্ণ পক্ষী দিল পিঞ্জরেতে পুরি॥
এই মত কর লয়ে যত রাজাগণ।
দূত মুখে শুনি মাত্র করিল গমন॥
উত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী॥
দিবানিশি পথ বহে নাহিক বিচার।
সর্ব্বলোক পৃথিবীর হৈল একাকার॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী নানা বাদ্যধ্বনি।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবা রাত্রি অবিশ্রাম লোক গতাগতি॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল রাজাগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়॥
হিমাদ্রী সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায় যত অহর্নিশি আইসে॥
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত নিবাসী।
লক্ষ লক্ষ আইল তপস্বী সিদ্ধ ঋষি॥
দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার॥
অনেক আইল ক্ষত্র বহু সৈন্যগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন॥
দুঃশাসন সহিত অনেক পরিবার।
রন্ধন করিল কোটিং সূপকার॥
করে পরিবেশন অনেক সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানেং রন্ধন ব্যাপার॥
স্থানে স্থানে ক্ষণেং ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ আদি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি॥
চারি জাতি পৃথকং সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে॥
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সবে না পাইনু ধ্বনি॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরুচন্দন॥

কর্পুর তাম্বুল আর যত যাতে প্রীত।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত ॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসি দিবা রাতি ॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতি মাঝে পুর্ব্বে না হইল ॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
আর অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ ॥
কৃষ্ণের বচনেতে উঠিল সর্ব্বজন।
নানা তীর্থ জল লয়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন ॥
অসিদ্ধ দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নান মন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অগ্ন ন বদনে দিল চিত্ররথ আনি ॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদির ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল ॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম পাদুকা লইল।
খড়্গ ছুরি লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল ॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপতি ধনু করে দক্ষিণেতে ॥
নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ স্ব স্ব শব্দে পরশে গগণ ॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পুরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পুরিল।
যত যত জন ছিল ঢুলিয়া পড়িল ॥
বাসুদেব পাণ্ডব পঞ্চালের নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন ॥
শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া ॥
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাসে কহে বে ভারতে গাঁথা ॥

—

নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ।
কোনদিক হৈতে আইল কোন জন ॥
কত সৈন্য আইল তারা কি কর লইয়া।
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া ॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি ॥
আইল কি তথা যজ্ঞে দেব পশুপতি ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্দ।
পিতামহ চরিত্র অসীম মকরন্দ ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প শুন কহি প্রধান প্রধান ॥
কপিধ্বজ রথ পার্থ করি আরোহণ।
দমনামে সারথি চালায় অশ্বগণ ॥
যতেক পর্ব্বত পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সবা নিমন্ত্রিয়ে যান পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিয়া গমন ॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে ॥
কুবেরের বোলে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয় কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ ॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ।
কোন পথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাত জন ॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি ॥
আজ্ঞা মাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥
সে স্থান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি।
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে নামিল রথ হৈতে।
উপনীত হইলেন হরের অগ্রেতে ॥
হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার ॥

শঙ্কর বলেন প্রিয়া হইব সহায় ।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয় ॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে ।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে ॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে তোমার ।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
এই নাম লয়ে তব সুপকার গণে ।
অন্ন দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহু জনে ॥
অক্ষয় অব্যয় হবে অমৃত সমান ।
আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান ॥
হর পার্ব্বতীর বর পায়ে ধনঞ্জয় ।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনগমনে ।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে ॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া ॥
আপনার কোলে বসাইল দেবরাজ ।
জিজ্ঞাসেন কহ পার্থ কি তোমার কায ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর ।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম নরবর ॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইয়া আপনি ।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি ॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে যাব অগ্রসার ।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার ॥
এই দেখ সুসজ্জ যতেক দেবগণ ।
চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন ॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ ।
তবে যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইব সব ॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ।
তুমি যাহ অন্য জন কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন ।
প্রণমিয়া অন্য দিক করেন গমন ॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন ।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি ॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায় ।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥
কোন হেতু হেথায় তোমার আগমন ।
কি করিব প্রীতি তব ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
রাজসূয় যজ্ঞেতে হইবা অধিষ্ঠান ॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন ।
সবাকারে লয়ে যজ্ঞে করিবা গমন ॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে ।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে ॥
নারদ কহেন তবে সভার কথন ।
নিবসে এ স্থানে মর্ত্ত্যে মরে যত জন ॥
শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ ।
সেই বার্ত্তা পায়ে রাজসূয় আরম্ভণ ॥
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে ।
পিতা আদি আমার আছেন কোন স্থানে ॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে ।
যে মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে ॥
জীবে মৃত কোথায় নাহিক দরশন ।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন ॥
যম নিমন্ত্রিয়া তথা পাইয়া মেলানি ।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি ॥
পশ্চিমদিকেতে জলপতির আলয় ।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ ।
ধর্ম্ম যজ্ঞস্থানে তুমি করিবা গমন ॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে ।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম দেশে ॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন ।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন ॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার ।
যত যত জন আছে নিবাসে আমার ॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন ।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয় ।
কত দূরে ভেটিল দানবরাজ ময় ॥
ময় জিজ্ঞাসিল পার্থ কহিল সকল ।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব ।
বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবে সব ॥
এত শুনি ময় তারে বলিল বচন ।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন ॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে ।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে ।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে ॥

ইন্দ্র যম পুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙার॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন জন।
প্রত্যেকে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিলাছেন যুধিষ্ঠীর।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া॥
তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন॥
তুমি যাহ যথায় যে থাকে প্রয়োজন।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার॥
রাজগণ নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল।
শুনি মাত্র ভূপগণ সকল আইল॥
দূত বাক্য হেলা করি না আইল যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাথা॥

পাতালে পার্থের যাত্রা।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ।
বল কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবের আদির নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন॥
গোবিন্দ বলেন যাহ পাতাল ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকি।
তোমা বিনা অন্য যায় এমন না দেখি॥
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা যাহ তুমি তূর্ণ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উপনীত হইলেন তথা হৃষ্টমন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন।
প্রত্যেক কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ সহিত আসিবে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিকপতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সংপ্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় স্মরণে যাহার।
যথা কৃষ্ণ তথায় আছয়ে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিকপালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রিয়া।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে পূজা কর গিয়া॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেতে নিবসে যত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণী॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
সুখ পায় শিখা জল দিলে বৃক্ষমূলে॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজবশে নাহি সবে তার মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিলা পুনঃ হয় মায়াধন্ধ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আমারে লইতে যে আইলা না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি যাব যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞপূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী লইবা হেন করিলা স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥

এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণ নাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥
অদ্ভুত খঞ্জন অস্ত্র তূণ হৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডিবে ক্ষিতি অস্ত্র বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী শেষ সুতৃপ্ত হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞ স্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বাসুকি অনন্ত আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গব॥
কোপন কালীয় চিত্রপুর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয়॥
নীল শ্বেত শঙ্খ শঙ্খচূড় বক্রদন্ত।
কলিচুড় পিঙ্গচক্ষু কাল মহাবন্ত॥
পুত্র পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য॥
পাঁচ সাত শির কার ষটসপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত॥
নিজ পরিবারেতে চলিল ফণিরাজ।
হোথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ॥
ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক উপরে॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী কুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর॥
উনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ডক্ষণ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু যজ্ঞ লোমশ সুধীরা॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্র সহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
চিত্ররথোতুম্বরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি॥
কলকর্ণ কলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্বুদা মোহিনী॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভি সদাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্ম শুভ্রা রুচিশুচি॥
লক্ষ২ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর॥
কালগিরি হেমকুট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ॥
চিত্রকুট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল॥
রৈবতক যত গিরি গিরিমুনি শিল।
কাম গিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল॥
লক্ষলক্ষ পর্ব্বত মেঘের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিৎ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকর সুতা।
চিত্তশালা প্রভা বৈতরণী পুণ্যযুতা॥
চন্দ্রভাগা বিতস্তাদি সরযু লোহিতা।
দেবনদী মহানদী সদাম্বী সরিতা॥
ভৈরবী ভারতী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতী॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা বিধ কোলামুক বংশ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া॥
ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগ ধরিয়া কলেবর॥
যজ্ঞ স্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহীষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি॥
পিতৃগণ দূতগণ মুণ্ড মৃত্যুপাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু তাহা অবনীর মাঝ॥
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভরত॥

ভগীরথ দিলীপ সগর দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুরথ ভরত ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুল।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুল ॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লয়ে আইলেন সেই দেবগণ ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন ॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাজাল।
চরণ পরশে দাড়ি বাম করে তাল ॥
এই রূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যত দূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঞি থাকে ॥
যত যত জন আইল যজ্ঞের সদনে।
ছায়া রূপে অন্নদা তোষেণ সর্ব্বজনে ॥
যার যেই বস্তু তার আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যে ইচ্ছা তাহা সেইক্ষণে পায় ॥
অশ্ব আরোহণ করে ধর করতাল।
উনকোটি দানা লয়ে আইল ক্ষেত্রপাল ॥
শতকোটি দৈত্য লয়ে আইল দৈত্যময়।
ছয় সহোদর আইল বিনতাতনয় ॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আইল সর্ব্বজন।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণ ॥
চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ক্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পায়ে পঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র পাটেশ্বরী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হরিষ বড় চিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র দেবকী মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা ॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদয়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায় ॥
যুগল সহস্র বাজি গতি বায়ু সম।
বহু২ দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম ॥
সর্ব্বরাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে ॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানা বাদ্য শব্দেতে কম্পিত বসুমতী ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্বদ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে ॥
রহ রহ ক্ষণেক পঞ্চাল অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি ॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তাহা হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর ॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর ॥
ক্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর ॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানা বর্ণ বাস ॥
আজ্ঞা পাইলে আসিয়া করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন ॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীরে কর সমর্পণ ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লয়ে আইস রাজনে ॥
আজ্ঞা পায়ে সহদেব করিল তেমতি।
যেই মত কহিয়া ছিলেন নরপতি ॥
সপুত্র ভিতরে গেল পঞ্চাল ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল জনকত নৃপবর ॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয় ॥
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার ॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন ॥
নানা বাদ্য উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করি আচরণ ॥
ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত ॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢলায় শত শত।
পর্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানা বর্ণে রথ ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিকে হুড় হুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত ॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন মহামতি ॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত ॥

কেহ বলে এই যদি হইত শমন।
গজ-মা হইয়া হইত মহিষ বাহন॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্বা কুমার॥
প্রবেশ হইতে তারে রাখিল দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিলা কে তুমি আইলা কোথা হৈতে
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পার যাইতে ভিতরে॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ॥
সহদেব কহিলেন গোচর রাজার।
জননী সহিত আইল হিড়িম্বা কুমার॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তার যথায় পার্ষতী॥
যত দ্রব্য আনিল সমর্পি দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পায়ে সহদেব গেল ততক্ষণে॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর।
ঘটোৎকচ লয়ে গেল রাজার গোচর॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
অহঙ্কারে বিভূষিতা আনন্দিত অঙ্গ।
বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িৎ তরঙ্গ॥
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাস না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতীদেবী অন্তরে কুপিল॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি॥
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোরা না জানি কারণ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন॥
ভ্রাতৃ বৈরি জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে॥
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন।
এতেক প্রকৃতি আরে নাহিক বারণ॥

স্থানে স্থানে বেড়াসি যেমন বারবধূ।
সভা মধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে॥
অকারণ পাঞ্চালী করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিরা পার্থ করিল লাঞ্ছনা॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পঞ্চ ৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব॥
লড়িতে না পারে মৈল করিয়া সংগ্রাম।
বীর ধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম॥
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীব জন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম॥
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার॥
পঞ্চ জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্র আছে বধূ ত্রয়োদশ জন॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অন্ধ তুমি স্বতন্তর।
কি হেতু নিন্দিস মোরে বলে স্বতন্তর॥
পুত্র মম হিড়ম্বক বনের ঈশ্বর।
পুত্র গৃহে থাকিলে নাহি সেস্বতন্তর॥
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে॥
শেষকালে পুত্র রাখে আছে হেন নীত।
বিশেষ আমার পুত্র পৃথিবী পূজিত॥
মাতুলের রাজ্য মধ্যে হইলা ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মম পুত্র সব কৈল বশ॥
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা লোক মুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি॥
যত রাক্ষসের বৈরি পাণ্ডুপুত্রগণ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন॥
বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন।
মম সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ॥

এইত বিচার তারা অনুক্ষণ করে।
এ সকল বার্ত্তা হৈল আমার পুত্রেরে॥
চর মুখে জানিল কুচক্রী যত জন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন॥
লোহপাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর॥
সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মম পুত্র প্রভা।
মম পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা॥
এতেক হিড়িম্বা যদি কৈল কটুত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর॥
পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস পুত্র কথা।
পুত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তব পুত্র ত্যজিবে পরাণ॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্ব কৃষ্ণারে শাপ দিল॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলা তুমি শাপ।
তুমিহ পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তব পঞ্চ পুত্র হবে নাশ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায়॥

বিভীষণের অপমান।

পার্থ মুখে বার্ত্তা পায়ে রাক্ষস ঈশ্বর।
হরষিতে রোমাঞ্চিত হৈল কলেবর॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব গৃহে জন্মালেন নারায়ণ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়ায় আমারে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব অন্তর্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া।
যতেক সুহৃদগণ আনিল ডাকিয়া॥
শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিজনে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ দরশনে॥

দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
বহু রত্ন বহু ধন দিব দামোদরে।
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন।
জন্মাবধি কৃতপাপ হইবে মোচন॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী বাজনা।
শত শত শ্বেত ছত্র না হয় গণনা॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিলা বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ॥
বিকৃতি আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্ব প্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ॥
রথ হৈতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিক বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি॥
কোথায় দেখয়ে এক পদ নরগণ।
দীর্ঘ কর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন॥
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃতি আকার।
কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্র কেশ দেখে কত আর॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ॥
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সভায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায়॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় রক্ষা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্বসখা॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ॥
অদ্ভুত ম নিয়া রাজা নাকে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ।
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আঁখি॥
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঞি দেখি॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ॥

পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ॥
অগ্রে আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
আছুক অন্যের কার্য্য পিপীলিকা নারে॥
কত দূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজাগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি॥
দুই ভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
এক দৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতি জনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়॥
দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস অধিপতি।
দিব্য চক্ষে দেখিলেন এই লক্ষ্মীপতি॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে স্তুতি করে করযুড়ি।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষের জল ঝরে নিরন্তর॥
নানা রত্ন নিছিয়া ফেলেন ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণকমলে॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কায॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাযে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে॥
বিভীষণ বলেন কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল॥
তোমার পদারবিন্দ দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানসে মম সিদ্ধ হৈল কায।
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলা ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ॥

তব দ্রোহি হইবে না দিলে তার কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর॥
চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা যেন ঘটাইল বিধি॥
জগতের ঠাকুর তোমারে আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি॥
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মম অন্যজন ঠাঞি॥
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
দরশনে হয় যার নিষ্পাপ শরীর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব গুণধাম।
এ তিন ভুবনেতে বিখ্যাত যাঁর নাম॥
প্রতাপে যাহারে ইন্দ্র আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণিন্দ্র শরণ আসি নিল॥
উত্তরে উত্তর কুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণে তোমা আদি॥
নাহি দিল না আইল নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এমন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী॥
অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ ত্রিশ সেবক সেবয়ে এক দ্বিজে॥
ঊর্দ্ধরেতাঃ সহস্র দশেক সদা সেবে।
এখন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে॥
স্থানে স্থানে রন্ধন হইয়াছে অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায় একঠাম॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ করয়ে তখন॥
হেনমতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্ম অযুত রথ প্রত্যক্ষে অনন্ত॥
লক্ষ নৃপতির পতি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবারে বর্ণ॥
এক জন অসন্তুষ্ট না পাই দেখিতে।
খাও খাও লওহ ধ্বনি চারি ভিতে॥
মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি॥
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি॥

স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে॥
হেন জনে নাহি জানে তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন॥
বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদ কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য কহে তোমার সহায়॥
মম পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনহ গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্য জনে মান্য না করিব॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি॥
চটং শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে॥
সাত্যকি বলিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজরাজেশ্বর বৈসে যামাপ্তিত॥
মৎস্যদেশ অধিপতি বিরাট ভূপতি।
সুরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
রাজকর লয়ে আছে মাসেক পর্য্যন্ত॥
শ্রেণীমত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
এক পদ্ম কালিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা॥
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকূল বাসী।
গোশৃঙ্গ ভূমল আর রুক্মী ভস্ত্র দেশী॥
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চশত।
কোটিং গজ বাজী কোটিং রথ॥
নানা রত্ন ধন নিজ পরিবার লইয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
ত্রিশ সহস্র ভূপতি আছেন এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে॥
পুরুজিত নামে রাজা পাণ্ডব মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল॥
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর॥
মাতুলে রাখিয়া আর অন্য রাজগণে।
ঢেকা মারি বাহির করিল ততক্ষণে॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ॥
তথা হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর॥
রাজ দরশন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জন দ্বারে রাখা না হয় উচিত॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি দেখহ আপনি॥
জনকত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে।
বাইস সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব বহু আসিয়াছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে॥
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিশধর।
পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্যে রহে নিরন্তর॥
সহস্রবদন শোভে নাগ অধিকারী।
এইস্থানে তেঁহ রহিলেন দিন চারি॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
এক দৃষ্টি বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে॥
গিরিবজ্র সুরপতি জরাসন্ধ সুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত॥
নব কোটি রথ নব কোটি মত্তহাতী।
ষষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি॥
নানা রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তীতে গর্দ্দভ উট শকট উপরি॥
অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ কোটি ঢাকে গঙ্গাপানী॥
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥

শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চশত নৃপবর॥
তিন কোটি হস্তী সনে তিন কোটি রথ।
নব কোটি আসোয়ার গতি বায়ুবৎ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লইয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
দীর্ঘ যক্ষ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন কোটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাতী॥
সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
কাশীরাজা দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কৌশলের রাজা বৃহদ্বল নরবর॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মন্দ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা॥
সুপর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বুক।
মণিমন্ত দণ্ডধর ভূপতি মুকুট॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্গার আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানাও গিয়া তার বিবরণ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি॥
মুহূর্ত্তেকে রহি মাত্র দরশন পায়॥
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায়॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ ভূপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে॥
সেই হেতু পিতা মম করিলেন ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিলা উপরোধ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজাগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র আইলে না দিবে ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কি মতে ছাড়িব বিভীষণে॥

রহাইয়া আন রাজ অনুমতি হরি।
জানাইতে রাজারে নাহিক শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
বিভীষণে লইয়া গেলেন গদাধর।
কত দূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারিগোটা ভূপ লয়ে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চরিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন জন।
এ চারি জনারে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নরবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের ধারে।
পার্থ জিনী কর সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতে ছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথ হইতে আনিনু ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারি জনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিবে নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চরিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
অগ্রে২ যায় দূত পিছে গদাধর।
কত দূরে দেখেন আইসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথ সহ ভ্রমে সর্ব্ব স্থল।
চরগণে খুঁজিছে যে কোথাকার বল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিয়া নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষত্র লোক নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট এসেছে অনেক কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥

বৃকোদর বলে শুন দৈবকী নন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমেং সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোন মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ॥
দুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্ম ধ্বংস পায়॥
ইহায় আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শাস্তি আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিবে এইক্ষণে॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঞি দেখ তিন লোক একত্র মিলিল॥
শাস্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞপূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় সূত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র॥
নাহি জান ইথি মধ্যে আছে ভাল মন্দ।
এক চক্র হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন উপায় কি করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিবে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবে প্রবোধ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা না কহিলা দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় এক দিকে।
কাহার নাহিক দায় হৈল মম আগে॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর।
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছ দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥

গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে।
তোমাসহ বিরোধ করিতে কেবা পারে॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দন্দ করহ যে করে দুষ্ট পণে॥
এত বলি মুক্তি করি দিল চারিজনে॥
তথা হৈতে লইয়া গেলেন বিভীষণে।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে॥
এমত সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমা হেন জন রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করিয়া যাহারে কর দিল॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হয়েছে বহুত॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্ত দ্বীপের লোক সব একত্র হইল॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষিকেশ॥
ব্রহ্মা আদি ধ্যায়ে প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারেং।
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্মকীট পন প্রভু তোমার সমান।
যবে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ তুল্য না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঞি দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা॥
কি করিলা জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারেং ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাই নিজ রাজ্য॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
কত আর কহিব তোমারে লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত॥

নিমন্ত্রণে আইলা যারা না যাবে ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া॥
তোমার গমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল।
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ॥
ক্ষণেকে করিয়া যাহ রাজ দরশন।
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর দুয়ারে উত্তরিলা দুইজনে॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় আসিবেক॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পাইয়া লয়ে যাহ রাক্ষস ঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস আসি দ্বারে হৈল স্থিতি॥
প্রাগদেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত॥
বিংশতি সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী॥
নানা রত্ন কর দেখ সংহতি করিয়া।
বহু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুষেণ কুন্তল।
সিংহরাজা সুকর্ম্মা রোহিত বৃহদ্বল॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদ শির মহারাজ সিন্ধু॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে॥
নানা রত্ন কর লয়ে দ্বারে বসিয়াছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে॥
পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার আসিছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন॥
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর হুহু॥
যক্ষরাজ সহ আইল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিশ্রাম॥
দুই এক দিন সবে রহিয়া এথায়।
রাজ আজ্ঞা হৈলে মাত্র দর্শনেতে যায়॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মেতে অনেক বিঘ্ন আছে॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে যে নাহিক নিস্তার॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ে দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হয়ে আমার না করিল সন্মান॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এই রূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
ক্রুতি মাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি॥
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা হৈলে তখনি উঠিবে॥
বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোঙাব শির॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনেমন।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এরা কোন ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আম যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে॥
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নহিবে এ যজ্ঞ পাটান্তর॥

এত চিন্তি জগন্নাথে সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন ভূপতির দুই অধিকার।
পূর্ব্বের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার॥
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার সমান গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর॥
বসন কীটজ চীর লোমজ এমন।
কস্তুরী দর্শন হস্তী শৃঙ্গী অশ্বগণ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে যনেধন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছি অনাব্রত॥
যত দ্রব্য আইসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃ২ আইসে যেন জোয়ারের জল॥
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথ্বী দিয়া বহু দান॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া বলয়ে দুর্য্যোধন।
কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নহে তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম দিকেতে বৈসে যত রাজচয়॥
শিরণী দেশের রাজা দেখহ রহিত।
শত সংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত॥
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটী রথ।
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লইয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
মালব ঈশ্বর শিবি পুষ্কর ভূপতি।
পঞ্চ শত রাজা আছে দোহার সংহতি॥
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাত।
কত অশ্ব তাহাতে কে করে দৃষ্টিপাত॥
নানা বর্ণ রত্ন লয়ে দুয়ারেতে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে॥
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্দ নরপতি অমর কণ্টক॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
লিখনে না যায় যত গজবাজী রথ॥

চারি জাতি প্রজা আইল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
চিত্র সম রাজা দেখ চাঁচর ঈশ্বর।
ত্রিশ কোটি রথ ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর॥
নানা রত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর॥
বসুদেব সহিত যতেক যদুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল ভূপতির॥
আজ্ঞা পায়ে মাদ্রিপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিহ দুই দিন রহিলেন দ্বারে॥
আসিবা মাত্রেতে লয়ে যাহ ভেটিবার।
আজ্ঞা বিনা কি মতে দ্বারিতে ছাড়ে দ্বার॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ায় মোহিত॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে॥
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত॥
হেন যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন॥
তিন লোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্র পদ যার কর্ম্মের নিছনি॥
যাহার যশের গুণে পুরিল সংসার।
ক্ষিতি মধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী॥
গো হত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি॥
জন্মে২ নানা তীর্থ কাশী আদি সবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে॥
পঞ্চম পাতকী যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে॥
শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন।
সংসারেতে নর যোনি পাইল অকারণ॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময়ে তাহার চরণ॥

সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা ।

জন্মেজয় ভূপতি মুনিকে জিজ্ঞাসিল ।
কহ শুনি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ ॥
দৈবে পরিশ্রম ছিল পদব্রজে চলি ।
চতুর্দ্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি ॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর ।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর ॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুই জন ।
হেনকালে তথা আইল মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার ।
ডাকি কৃষ্ণ তারে জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ ॥
সহদেব বলে শুন দেব দামোদর ।
তুমি গেলে আইলেন যতেক অমর ॥
সকলের হইয়াছে রাজ দরশন ।
তব পদ দেখিতে আছয়ে সর্ব্বজন ॥
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ ।
তুমি গেলে হেটিবেক দেবের সমাজ ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
তাহার সহিত গেল নিকষানন্দন ॥
সভা মধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন ॥
মণ্ডলী করিয়া ছিল দেবীর উপরে ।
বৃক্ষে দৃষ্টি পড়িয়া পড়িল বায়ুভরে ॥
কতদূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি ।
ঝঞ্ঝাঘাত বাতে যেন পড়িল কদলী ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর ।
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি যক্ষ খগবর ।
এক জন বিনা আর যে ছিল যথায় ।
কত দূরে পড়ে সবে হয়ে নম্র কায় ॥
শতেক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন ।
পঞ্চাশ সোপানেতে উঠেন নারায়ণ ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন ।
যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন ॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন ।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল ।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল ॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে ।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে ॥
সহস্র২ যেন সূর্য্যের উদয় ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা ।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা ॥
শংখ্য চক্র গদাপদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু ।
নানা বর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ॥
সহস্র২ শম্ভু আছে কর যুড়ে ।
কত২ মুখে তারা স্তুতি বাণী করে ॥
সহস্র২ চক্ষু বুকে দিলা হাত ।
সহস্র২ অংশু পুরে প্রণিপাত ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ ।
চকিত চাহিয়া সবে হৈল অচেতন ॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি ।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি ॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে ।
করযোড় করিয়া পড়িল কতদূরে ॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীরূপ হয়ে ।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ॥
যেই যথা আছিল সে সবে গেল পড়ি ।
অচেতন হৈয়া সবে যায় গড়াগড়ি ॥
সকল পড়িল যদি করি প্রণিপাত ।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ ॥
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান ।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
কমণ্ডলু জপ মালা যায় গড়াগড়ি ।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ যুড়ি ॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ ।
ভব গুণে নমস্কার ধন্য তব তাত ॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা দুই গুণ ।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্রলোচন ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর ।
কুজ বুধ চন্দ্র গুরু শুক্র শনৈশ্চর ॥
রাহু কেতু অগ্নি আর বসু অষ্টজন ।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি যক্ষগণ ॥

দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি ।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু অধিপতি ॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নরবর ।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
সিন্ধুগণ সহিত মূর্ত্তের নদ নদী ।
যতেক দানব দৈত্য অমর বিবাদী ॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর ।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর ।
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি ।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি ॥
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান ।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান ॥
ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারিশত ।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপসরী অপসর ।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥
তাঁর বাম ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ কনিষ্ঠ ।
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর ।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত ।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শৈল্য মদ্রনাথ ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন ।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্ব জন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা ।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত শরীর ॥
নয়নযুগলে পড়ে চারি ধারা নীর ।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
অধৈর্য্য বলেন রাজা গদ্গদ বচন ।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম ।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িৎ জড়িত পীত কোষ বাস সাজে ॥
শ্রীবৎসা কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে ।
শ্রবণে গরল চক্ষু পুণ্ডরীক পাত ।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্ব লোকনাথ ॥

সংসারে আছয়ে যত পুণ্য আত্মা জন ।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সবার তব পদ বন্দিবারে আশা ।
আকাংক্ষায় মারিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন ।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি ।
তোমার বিষম মায়া কার শক্তি বুঝি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি ।
ভক্তিমূল্যে তোমার বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমারে ভকত ।
বল যে তাহাতে আমি করি এইমত ॥
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার ।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে ।
আমিহ প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী ।
করপুটে কহিতে লাগিল স্তুতি বাণী ॥
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ ।
যতেক দেখিল সর্ব্বে হৈল পাসরণ ॥
মাতুল নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে ।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পায়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহু দিন আইল যে দেব খগ নাগ ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারত মণ্ডলে বৈসে যত নরপতি ।
বহু দিন হইল করিল দ্বারে স্থিতি ॥
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ ।
রাজগণ আসিয়া করিবে দরশন ॥
ইতি মধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজ দেশ ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞ স্থানে নাগরাজ আইল সাত দিন ।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্ন জল হীন ॥
বুঝিয়া মনেতে নাগ কৈল অবিচার ।
সভার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি ।
লজ্জায় মলিন মুখ শেষ অধিপতি ॥
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন ॥

পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞকথা অদ্ভুত চরিত্র ॥
ভুবনে বিখ্যাত যে যশস্বী মহামুনি।
বিচিত্র তাঁহার কীর্ত্তি যজ্ঞের কাহিনী ॥
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।

শিশুপাল বধ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিলেন ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজাগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়া।
যত রত্ন ধন ভাণ্ডারেতে সমর্পিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজাগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
বসিতে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীর রাজাগণ বসিল যখন।
ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন ॥
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেব একান্তে বসিয়া ॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজাগণ।
আত্মং যুদ্ধ করি হইবে নিধন ॥
অল্পদিন থাকিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন ॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে ॥
যুধিষ্ঠীর সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে ॥
ব্রাহ্মণকে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ ॥
যে রাজ্য হইতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজের রাজা আনিছিল যত ধন ॥
দ্বিগুণ করিয়া আর ভাণ্ডারে রাখিল ॥
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চরাতে দিল যার যেই পাল ॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল পথে ॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে।
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে ॥
শ্রেষ্ঠ জন জানি অগ্রে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞা মাত্রে সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্য পাত্র লইয়া সম্মুখে দাড়াইল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন শুন পিতামহ।
কাহাকে পূজিব অগ্রে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর ॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥
ভকত বৎসল সেই কৃপা অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর ॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজাগণ শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ চরণে পূজা করে।
হৃষ্ট চিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
কৃষ্ণে পূজে আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি ॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর ॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বারং।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কি মত বিচার।
সভাতে আছয়ে রাজ রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমারি ॥
এ সব থাকিতে পূজা বৃষ্ণিকুলোদ্ভব।
সহজে বালক বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব ॥
রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা।
কোন রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈল পূজা ॥
কোন রূপে পূজ যোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
গুরুদেবে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥

বিশেষ আছয়ে বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন রীতি॥
যদি বা পূজিবা ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণ ত্যজি কৃষ্ণ কেন পূজিলা প্রথমে॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবা রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণ বীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ॥
প্রিয় শিষ্য রামের প্রকাণ্ড কর্ণবীর।
ভুজবলে শাসিল ভূপতি পৃথিবীর॥
অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহীপতি॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলা সভার ভিতরে॥
প্রিয় বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলা পূজা।
তবে কেন আহ্বানি আনিলা সর্ব্বরাজা॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কর্ম্ম কেহ নাহি করে॥
অর্থ গর্ব্বে ভুজ গর্ব্বে কৈলা হেন বাসি।
ভয়ে কিবা লোভে কিবা মোরা নাহি আসি।
ধর্ম্ম বাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু সবে করিল গমন॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এই হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হৈল সমাধান॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ।
কেমনে লইলা অর্ঘ্য এ সভার মাঝ॥
শুনি যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলা রাজাগণে॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা॥
অন্ধ স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥
এই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট যতেক ভূপাল॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাহ সর্ব্ব নরবর॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড়বড় রাজাগণে॥
কৃষ্ণের পূজায় কার নাহি অপমান।
মুনিগণ আদি সবে আনন্দ বিধান॥
পিতামহ জানেন গোবিন্দের যে তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শান্তি যোগ্য নহে দমোঘোষের কুমার॥
কৃষ্ণ পূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে ভদ্র না বলিহ কদাচন॥
দুষ্ট বুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানবান।
রাজগণ মধ্যে না লিখিবে তার নাম॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যারে পূজা করে বিধি॥
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধ লোক মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সর্ব্ব খ্যাত চরাচর॥
পূর্ব্ব সাধুগণ সর্ব্ব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজা মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা॥
বিপ্র মধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্র মধ্যে বলবান করি যে পূজন॥
বৈশ্য মধ্যে পূজা অগ্রে বহু ধান্যধনে।
শূদ্র মধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন জন নহে জ্ঞাত দেব দামোদরে॥
কোন রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝে।
কুল বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন রাজে॥
দান যজ্ঞ কর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্ম রূপে আছে যেই জন॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মারুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত॥
অল্প বুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণ পূজা নিন্দা করে তাহার কারণে॥
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥

অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন॥
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সবার মধ্যে রাখি বলিল ডাকিয়া॥
ব্রাহ্মচর্য্যা, যুদ্ধ বলে অধিক কি আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ সবার মধ্যে অগ্র পাছে॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে জ্বলিত যেমন হুতাশন॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধ ভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ॥
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব॥
এত বলি রাজাগণ মহাকোলাহলে।
প্রলয় সময় যেন সমুদ্র উথলে॥
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায়॥
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল মম অনর্থ পড়িল॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ধর্ম্ম না করিহ ভয়।
প্রথমে করেছি আমি ইহার উপায়॥
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিনভুবনে॥
এই সব কুক্কুর যত দেখহ রাজন।
ইথে সিংহপ্রায় দেখি দেবকীনন্দন॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকট॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জিছে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব॥
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষ সুত।
কটু বাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
বৃদ্ধ হৈলে নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার ওরে।
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সবারে॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তেঞি কহ দুরাশয়।
কুরুগণ মধ্যে তোমা দেখি এইমত।
অন্ধ যেন অন্যস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর।
তাহার যে মহিমা কাহার অগোচর॥
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন।
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা দুষ্ট করিল নিধন॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার॥
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে ঘোর চিত্ত লয়॥
বাল্মিকের তুল্য প্রায় লাগে মম মনে।
বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন॥
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিৎ না করি প্রহার॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা মারি বৃষ মারে মাঠে।
কংসের মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে॥
গোবিন্দ স্ত্রী আঘাতী অধম দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি ওরে কুলাঙ্গার॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস লোক মাঝে।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ॥
কাশীরাজ অম্বা কন্যা শাল্যে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্যরাজা তারে পুনঃ না কৈল গ্রহণ॥
কন্যা প্রবেশিল গিয়া অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই সধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঙাইল॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণ॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোন রূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর্ম্ম অধোগামী॥
বেদ পাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান॥

সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান॥
পুর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ॥
হংস যুথ মধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্ম কর বলে সর্ব্বলোকে॥
অহর্নিশি হংসগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু২ আনে তাহার ভোজনে॥
আপনা আপনি ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্বগণ করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যেন করিল নিধন।
সেই রূপে তোমারে মারিবে রাজাগণ॥
আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধকালে।
যেই গোপজাতি নিন্দা করয়ে ছাওয়ালে॥
বৃদ্ধ হয়ে তাহারে তুই করিস স্তবন।
ধিক ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিৎ না বুঝিল ইহার সংহতি॥
তার ভয়ে রহিয়াছে সমুদ্র ভিতর।
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর॥
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল প্রকৃতি॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নরবরে।
দ্বিজ রূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে২ হয় নানা জাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধন্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি হৈতে রাজসুয় কৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন কুমার॥

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপ।
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়া লাফ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে থাইল ক্রোধ দৃষ্টি॥
দুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন॥
বহু বহু মধুর বচনে নিবারিল।
সমুদ্র তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল॥
না পারিল ভীম ভীষ্মে করিতে হেলন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী॥
ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ॥
কৌতুক দেখহ যত ভূপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দাহিবে অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥
চেদিরাজ গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায়॥
জাতমাত্র ইহারে ত্যজিতে কৈল মন।
আচম্বিতে শুনি শূন্যে আস্থরী বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয় কর ইহার পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
যেই জন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে তাহার॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদির নন্দনে।
রাজ্যে২ শুনিল যতেক রাজগণে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন॥
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী।
তার গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি॥

দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্ট চিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণ কোলে।
দুই হস্ত খসিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপ আজ্ঞা কর মোরে।
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবহ মনে।
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ সর্ব্বদা ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবে ইহার॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ এক শতবার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুষ্ট চক্ষু থাকিতে অন্ধ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গার।
হীন বীর্য্য হৈলে কেহ নারে সহিবার॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তেঁই তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে॥
নিজ অংশ লইতে চাহেন নারায়ণ।
তোর যত গালি সহি তথির কারণ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মম নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
লোকের বর্ণনা যেন করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পাইতে এতক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতা স্তবন।
মনোনীত বর তবে পাইতা এক্ষণ॥
মহাদাতা কর্ণ বীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিল সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গ সূর্য্য দীপ্তিমান॥
অঙ্গ রাজেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতা পুত্রে বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে॥
রাজাগণ মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল॥
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মি দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ॥
বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য॥
ধিক বুদ্ধি তোমারি বলিব আর কত।
ভূলিঙ্গ পক্ষির প্রায় তোমার চরিত॥
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার কারণ শুনিয়াছি লোক মুখে॥
সব পক্ষীগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্মে ভাই কভু ভাল নয়॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ পাই পাছে।
আমিহ কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে॥
হেনরূপ পক্ষীগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষ মাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে॥
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায়।
নিজ কর্ম্ম এই রূপ অন্যেরে শিক্ষায়॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন॥
সেইমত রাজাগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ হইলে এখনি পাঠায় যমাগারে॥
অসহ্য এ কটু বাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূর মন।
কৃষ্ণ স্তুতি কারে হেন বলিলি বচন॥
চতুর্ব্বেদে চতুর্ম্মুখে যার গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যারে করে দেবরায়॥

সহস্রাস্য বদনেতে অনন্ত করে স্তুতি।
চরাচর আর যত বৈসে মহামতি॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ স্তুতি গুণ।
সংসারেতে পাপ তনু ধরে অকারণ॥
কোন বা বরাক হই অতি অল্পমতি।
আমিহ করিতে পারি কৃষ্ণ গুণস্তুতি॥
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজাগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন॥
এ সবার মধ্যে যত দেখি রাজাগণে।
তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে॥
এ প্রকারে বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন॥
সাধু রাজাগণ শুনি হইল সরস।
দুষ্ট রাজাগণে সব বলিছে বিরস॥
এই পাপী দুষ্ট গর্ব্বি ক্ষমাযোগ্য নয়।
পশুবৎ করিয়া মারহ পাপাশয়॥
কেহ বলে ইচ্ছা মৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াহ ইহারে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজাগণ।
মুখে বচাবচ সব কর অকারণ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥
পুজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী নন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ॥
গোবিন্দের অংশ শিশুপাল দেহে রয়।
এই অংশ গোবিন্দ যাবৎ নাহি লয়॥
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে হও স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির॥
ভীষ্মের বচনেতে কুপিল শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল॥
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোর পুজা কৈল যেন ত্যজি রাজাগণে॥
এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন॥
সকল ভূপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্টজন॥
যাদবীর গর্ভজাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিছে যাদব অপকার॥
এক কালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগজ্যোতিষ পুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে॥
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা নগরে॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলেরে উপরোধ না করিল চিতে॥
লুটিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয়।
কহ শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয়॥
কত দিনে পিতা অশ্বমেধ করিলেন।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ অশ্ব ছাড়িলেন॥
যদুগণ নিয়োজিত অশ্বের রক্ষণ।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এমত দুর্জ্জন॥
ইহার অন্তরেতে শুনহ রাজাগণে।
সৌবীরেতে উৎসব হইল কত দিনে॥
বভ্রু নামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরিয়া লইল পাপমতি॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদব নন্দিনী॥
বসুদেবে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ মায়ায়॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়া গেল এই দুরাচার॥
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃ স্বসার সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলা সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলা যে এই ভাল হৈল॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলা শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী॥
আর শুন রাজাগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেন মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
শিশু যেন চন্দ্রিমারে ধরিবারে যায়।
হবির্ভাগ কখন চণ্ডালে নাহি পায়॥
এতেক বলিল যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দিল সকল সাধুজন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে॥
নিলজ্জা তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহু দিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন॥

হরিয়া লইলে তারে রাজসভা হৈতে।
তাহা পুনঃ কহ লজ্জা নাহিক মুখেতে ॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
বর পুত্রা কন্যা হরিয়াছে কোন জনে ॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে ॥
গোকুলে করিলা যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা কি পরদার যত ব্রজজনা ॥
কিবা তোর ক্রিয়া কর্ম্ম কি তোর আচার।
সভা মধ্যে কহ পুনঃ করি অহঙ্কার ॥
শিশুপালের বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মম কি করিবা তুমি ॥
ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে করিবা আমা প্রতি ॥
এতেক বলিল যদি চেদির ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেক শ্রীধর ॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে ॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর।
দেখি চমৎকার হৈল সব ক্ষিতীশ্বর ॥
শিশুপালের অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥
এক দৃষ্টে দেখিতেছে সব রাজাগণে।
পুনঃ আসি প্রবেশিল কৃষ্ণের চরণে ॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত ॥
বিনা মেঘে বরিষণ গগনেতে জল।
কম্পিত নির্ঘাত শব্দে হৈল চলাচল ॥
আর যত রাজাগণ গর্জ্জিয়া যে ছিল।
ভয়েতে নিঃশব্দ হয়ে সবে লুকাইল ॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন সাধু রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে ॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর ॥
শিশুপাল পুত্রে করি চেদির ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর ॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কায।
লক্ষ রাজা উপরে হইলে মহারাজ ॥
তোমার মহিমা যত কহিতে বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ২ দেশ ॥
রাজাগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায় ॥
যথা যোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
অগ্রসরি কত পথ যাহ জনে২ ॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজাগণে সন্তোষ করিয়া ॥
মহাভারতের কথা কথা সুধাকর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ শিশুপাল বধে।
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দের পদে ॥

যজ্ঞ অন্তে সকলের স্বদেশে গমন।

রাজাগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয় ॥
অপ্রমাদ রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোক করহ পালন ॥
এত বলি ধর্ম্মসহ দেব নারায়ণ।
কুন্তী স্থানে গেলেন করিতে নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভুবনে।
হইল সম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণে ॥
কুন্তী বলিলেন তারে এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত ॥
এত বলি কৃষ্ণ শিরে করিল চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেন ভাই পঞ্চ জন।
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম নরপতি ॥
হেনমতে নিজ দেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন ॥
শ্রেষ্ঠ বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু নরবরে ॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য২ দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে ॥
নানারত্ন বিরচিল যেন দেব পুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী ॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনা ভুবন ॥
ভাবি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখ তথা দৈবের লিখিত ॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবরে।
স্ফটিকের বেদী দেখি যেন সরোবরে ॥

জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন।
তথা হৈতে কত দূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর॥
স্ফটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে॥
উদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন কলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল তবে সভার সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠাইলেন দেখাইতে দ্বার॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠীরে আজ্ঞা মাগি নিজ দেশে গেল॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেটমাথা হইয়া বিমনা॥
কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পায়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
এক লক্ষ নৃপতি খাটিল পদতল॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর জল যেন নিদাঘে শুকায়॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ করিলেন কুন্তীর তনয়॥

শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা নাহি কহিল রাজন॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে॥
আর অপরূপ তুমি দেখিলেত চক্ষে।
যত রত্ন লয়ে দ্বারে রাজাগণ থাকে॥
বৈশ্য যেন কর লয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া।
পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়া॥
এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর॥
তাই হৈয়া ক্ষমা মম নহিল সে রূপে।
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে॥
নির্ণয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে॥
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি অঙ্গ দহে চিন্তানল॥
বৈরীর সম্পদ যদি হীন লোকে দেখে।
সেই সহিবারে নারে সদা পোড়ে শোকে॥
আমি হেন লোক হয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে॥
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল।
সাগরান্ত রাজা তার অধীন সকল॥
কি কহিব মাতুল সকল দৈববশ।
কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরস॥
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন॥
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে॥
কিছু না হইল তার আমার মায়ায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায়॥
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ॥
পৃথিবীর নন্দন হাসে আমারে দেখিয়া।
কি মতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া॥
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি পশিব পাবকে॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ॥
যুধিষ্ঠীরে কদাচিৎ না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি সদা বাঞ্ছা ধর্ম্মের নন্দনে॥

যে কিছু বিভাগ দিলা করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
উপায় কতেক তুমি করিলা মারিতে।
তারা ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
জতুগৃহে মুক্ত হয়ে পঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ হানি দ্রৌপদী পাইল ॥
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
বাসুদেব সহ হৈল একই শরীর ॥
সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে ॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ ইথে সেহ কিছু নাহি লয় ॥
অক্ষয় যুগল পূর্ণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সর্ব্ব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক ॥
অগ্নি হৈতে মায়েরে করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ ॥
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তাতে কর হৃদিমাঝ ॥
তুমিহ করহ সর্ব্ব নিজ ভুজজোরে।
তুমি কোন অসমর্থ কহ দেখি মোরে ॥
কহিলে যে কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত কহি শুন রায় ॥
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথী।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহাবীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির ॥
জয়দ্রথ বাহ্লীক আমরা সমুদিতে।
তোমা বিরধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে।
তুমিহ পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন ॥
কোন কর্ম্মে হীন তুমি চিন্ত সে কারণ।
দুর্য্যোধন বলে অগ্রে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হবে সব ॥
শকুনি বলিল ভাল বিচারিল মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
পুত্রসহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান ॥
দুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল সুমতি।
হেন বুদ্ধি আছে যদি কহ শীঘ্রগতি ॥
বিনা অস্ত্র প্রহারে পাণ্ডব যদি জিনি।
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হোক শুনি ॥

শকুনি বলিল এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথাপিহ ইচ্ছে বড় পাশা খেলিবারে।
মম সহ খেলে জিনে নাহিক সংসারে ॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বায়।
কিবা দ্যূত কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয় ॥
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ নহিবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে ॥
পিতায় এ সব কথা কহ গিয়া বেগে।
মম শক্তি নহিবে কহিতে তাঁর আগে ॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করিল নমস্কার।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবল নন্দন ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমার সকল গুণধন।
হেন পুত্র তোমার নাহিক অবধান ॥
দিনে২ দুর্ব্বল হইল শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখিয়া শরীর বর্ণ ভঙ্গ ॥
কি কারণে না বুঝি এমন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস যেন হত দন্ত সাপ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তোর দুর্ব্বল হইল কি কারণ ॥
শকুনি বলিল যত শুনিলে শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার নাহি লয় মম মনে ॥
কে আছে তোমার শত্রু কার এত বল।
কোন সুখে হীন তুমি হইলা দুর্ব্বল ॥
ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়।
কোন জন আছে হেন বীর বসুধায় ॥
দিব্য ভক্ষ্য দিব্য অস্ত্র দিব্য নারীগণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন ॥
কি তোর অসাধ্য অনুশোচ কি কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন ॥
সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ।
হেন সব কাপুরুষ জনের সমান ॥
এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান।
মৃত্যু নাহি জিয়ে আছি কঠিন পরাণ ॥
শত্রুর সম্পদ আমি দেখিয়া নয়নে।
না হয় শরীর পুষ্ট না তৃপ্ত ভোজনে ॥
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিল আমার কলেবর ॥

পাণ্ডব সম্পদ তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিতা তাহার কাহিনী॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে সুর মনোমোহে॥
পৃথিবীর রাজাগণ নানা রত্ন লয়ে।
বৈশ্যগণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়ে॥
এই রাজা রাজসূয় করিল যখন।
না জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন॥
মুহুর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ শঙ্খ বাজে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শংখ বাজে॥
হেনমতে মুহু মুহু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শংখ বাজে না যায় গণন॥
শংখশব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন॥
সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে॥
পাণ্ডবেরে জিনি হেন যে থাকে উপায়।
বিনা দ্বন্দ পাই যদ আজ্ঞা কর রায়॥
পাশা ক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডব লক্ষ্মী সব লব জিনি॥
এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ॥
বুদ্ধিদাতা বিদুর মন্ত্রীর চূড়ামণি।
মম অনুগত বড় কহে হিতবাণী॥
তারে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয় তার বাক্যে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে যদি বিদুরে কহিবে।
বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে॥
তার বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা।
আমার মরণ ইথে হইবে সর্ব্বথা॥
আমি মরি বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
নিষ্ঠুর বচনে অন্ধ হইল দুঃখিত॥
দুর্য্যোধন মন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল॥
বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর।
চারি গোট দ্বার তার কর পরিসর॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবা আমারে।
এত বলি বোধ রাজা করিল পুত্রেরে॥
মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বিদুর বলিল রাজা কি কর বিচার।
শুনি অসন্তুষ্ট চিত্ত হইল আমার॥
পুত্রে পুত্রে ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে যত জানিহ কারণ॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু না বল আমারে॥
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিৎ পুত্র পুত্রে দ্বন্দ না করাব॥
পশ্চাৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত।
দৈব বলবান যে না করে হেন মত॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া॥
ধর্ম্মরাজে না কহিবা এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষন্ন বদন॥
বিদুর কহিল রাজা না করিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল॥
এত বলি বিদুর হইল দুঃখমতি।
ভীষ্মস্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী প্রবন্ধ॥

পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুন মুনিবর।
কি হেতু পাশাতে হৈল অনর্থের ঘর॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে হৈল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল॥
কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত সমর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তা বাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্ত ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তার বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে॥
বেদে যেন বৃহস্পতি দেবরাজ হিত।
সেইরূপ ক্ষত্তা মম জানিহ নিশ্চিত॥
গুরুর অধিক পুত্র ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরুবংশেতে গণনা॥
সুরকুলে বৃহস্পতি কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব সুবুদ্ধি বুদ্ধিদাতা॥
বিদুর কহিল পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর॥

ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপু হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস ॥
মান্য পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন ॥
না খেলহ দ্যূত তুমি শুনহ বচন ॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুলে রাজধানী ॥
যুধিষ্ঠিরে স্থিত তুমি পাইলা হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে তাহা বঞ্চে পঞ্চজনা ॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কর এমত সম্ভব ॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উ ত্যাগ কর কহ দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যায় শত্রুকে দেখিয়া ॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন ॥
মোরে যে বলিলা লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহু জন ॥
কুন্তীপুত্র লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ।
যতেক ভূপতি পিতা হৈল তার বশ ॥
যদু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অজ।
আর বঙ্গ বৃষ্ণি এই সপ্তবংশ সঙ্গ ॥
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব ॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম।
সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির ধাম ॥
নানা বর্ণে রত্ন সব না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্ম যত ধন ॥
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্ব রত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে ॥
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্ত বিচরিত দিব্য সিংহাসন ॥
হস্তী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা।
নানা বর্ণে আনি দিল নানা দেশের রাজা ॥
শ্যামল তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র সহস্র দাসী নানা বর্ণে ভূষি ॥

দেখিতে দেখিতে মম শ্রান্ত হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ ॥
ময়ের সভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
তথা হৈতে কত দূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তার মন ভ্রম হয় ॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্যবাস ॥
কহিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে বাজিল কত পড়িনু ভূতল।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিল ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুই জন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে।
ক্ষত্র কি সহিবে নাহি সহে অন্য জনে ॥
এই হেতু হইল আমার অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাউক প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা ॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
সধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
স্ব কর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকারী।
সদা কাল সুখ বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥

পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষ ভাব তারে না করিহ কদাচন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথা কই॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলে শাস্ত্র অনুসার॥
রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি॥
সময়ে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার॥
শত্রু অল্প যদি তব নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ॥
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্র মধ্যে সেই শত্রু গণি যে প্রধান॥
আপনি আনিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে, জানিয়া পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে আমারে না বলিহ যে আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
বিদুরের আগত করিয়া দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার॥
বিদুর কহেন রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি॥
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভামধ্যে আসি।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন॥
ধর্ম্ম বলিলেন দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছে তাত জ্ঞানভ্রষ্ট নর॥
যে হক সে হক আমি অধীন তোমার।
কি কার্য্য করিব মোরে কহ সমাচার॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল॥
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয়।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ হৈলে নরকে বসতি॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন॥
বিশেষ আমার এ সত্য প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে লইয়া গেলেন ততক্ষণ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায়।
কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায়॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর নারী যত॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চ জন॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত লহরি।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

পাশাতে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দ্বিজ সভামধ্যে করিল গমন॥
অন্যোন্য সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে ভবে প্রবঞ্চনা করি॥
পুরুষের মনোরথ দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন॥

শকুনি বলয়ে পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীন জাতি যবনাদি করয়ে প্রহার॥
পাশার সমানে সেহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল।
স্বধর্ম্ম করিয়া কেন জানিলা মাতুল॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা।
একর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা॥
শকুনি বলিল তুমি যাহ নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে২ ক্রীড়া পণ্ডিতে সে জানে॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার॥
যুধিষ্ঠীর বলেন যে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে॥
সত্য আমি খেলিবে পাশার আবাহনে।
তোমার সহিতে পণ করে কোন জনে॥
মেরু তুল্য আমার আছে যে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত আছে রত্নের ভাণ্ডার॥
নিরূপণ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসিবলেন কোথা হৈতে দিবা এই ধন॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
প্রবোধ করিব আমি জিনিবা যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠীর পুনঃ করিলেক পণ।
কোটি২ যতেক আছয়ে অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া কেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠীর বলেন আমার যে স্যন্দন।
নানা রত্ন বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ॥

ধর্ম্ম বলিলেন হস্তি বৃন্দ যে আমার।
ঈশদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সর্ব্ব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেলে পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ।
সহস্র২ নানা রত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর রাজা নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলেন আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
জিনেক না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন॥
চিত্র রথ গন্ধর্ব্ব তম্বুরু আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্বগণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে দেখ সুবলকুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠীর বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথি মধ্যে করি যে সব গণন॥
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিল বলে গান্ধার নন্দন॥
এইমতে প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে২ হারিলেন ভূপতি সকল॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরর মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ॥
আমি যত বলি রাজা মনে নাহি ভায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি হইলা কি শুদ্ধ।
জন্মকালে এ পুত্র করিল খরশব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার॥
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন॥
সংহাররূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিলা নাহি পাও দেখিবারে॥
দেব গুরু নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধু রত মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপমত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে এবে নাহি শুন কথা॥
এইরূপে কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতায় করিহ দুষ্টমতি॥

উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার॥
সপ্ত বংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবে প্রীতি॥
শীঘ্রগতি তুমি আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন॥
নির্ভয় পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর এ অনীতি॥
শিবা সঙ্গে সিংহের না কর অপমান।
শোক সিন্ধু মধ্যে রাজা না কর পয়ান॥
যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংস লোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন॥
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রূপিয়া যতনে।
বৃক্ষ রক্ষা কৈলে পুষ্প পাই বহু ধনে॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি॥
এ পঞ্চজনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন জন॥
দিকপাল সহ যদি আসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডব জিনিতে নারে তোমা কিসে গণি॥
হে ভীষ্ম হে দ্রোণ কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মেলি যম গৃহে যাইতে বসিলে॥
অজাত অজ্ঞাত শত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয়॥
যুগ্ম দুই ভাই যবে করিবেক ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ॥
হে অন্ধ পাশাতে যত লইয়া বিশাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত॥
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞা মাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি॥
কোথায় পর্ব্বত পুর ইহার নিবাস।
কে আনিল এথায় করিতে সর্ব্বনাশ॥
বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার।
উঠহ শকুনি করি যে পরিহার॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি॥

জিহ্বাতে হৃদয় তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্রের হানি॥
পাণ্ডুপুত্র প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু বশ জনে॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার॥
কুজনেরে যদি রাখ করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ পথে করিবে গমন॥
সভামধ্যে যতেক কহিলে তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা॥
যতেক তোমারে আমি করি পূজ্যমান।
তত অনাদর মোরে কর অল্পজ্ঞান॥
সভ মধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি কহে কভু॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হিত বাক্য হতায়ু কখন নাহি মানে॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিবে কথা।
জিজ্ঞাসহ আপন সদৃশ পাও যথা॥
এত বলি নিঃশব্দেতে রহিলা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল তনয়॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্ব সংহারিলে আর কি করিবে পণ॥
যুধিষ্ঠীর বলেন যে অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যেতে আমার যত ধন॥
অযুত নিযুত যত খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ কবন্ধ আছয়ে যত সর্ব্ব॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারের সুতে॥
যুধিষ্ঠীর বলেন যে আছে পশুগণ।
গাবী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যুতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিতে আছে যত দেশ ভূমি॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার কেবল আমি করিলাম পণ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার॥

সকল করিল পণ জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি॥
শকুনি বলিল কর কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার।
ক্ষিতি মধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলের করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবলে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক ছলে॥
ধর্ম্ম বলেন সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেব করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার নন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবা না লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলেন তোমার দুষ্ট কুমতি।
ভ্রাতৃ ভেদ ভাব কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়।
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আইসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোক খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়।
হেলায় জিনিল দেবরাজ ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনিল হরিষ কুরুদলে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্য লোক সম নহে যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য বধি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥

পাশার এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার।
দ্রুপদকুমারী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিলে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কি মতে করিব পণ দ্রুপদ দুহিতা॥
স্বরূপেতে লক্ষ্মী হয় যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা॥
মম সৈন্য সিন্ধু সম না হয় বর্ণন।
অপ্রত্যক্ষ সবার চেষ্টা করে অনুক্ষণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ।
সবার জননী সম করেন পালন॥
হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তার ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন মানিলেন যে হিত॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিলহ॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু সোদর সকল॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম আর দ্রোণ হৈল সজল নয়ন।
বিমরিষ বিদুর বসিল অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল॥
বহুকাল প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥

এই মত সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভামধ্যে সুধারস কাশীদাস গায়॥

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ।

হাসিয়া বলিল দেখ সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
আমা সভামধ্যে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পায়ে আপন সমাজ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তোমা দেখি হাসে সভাজন॥
বাতুল দেখিয়া যেন হাসে সভাজনে।
সেইমত হৈল তোমা আপন ভবনে॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি রাখিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠীর ভ্রাতৃ সমুদয়।
সমযোগ্য দাসের বসিতে না যুয়ায়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠীরে লহ সভাতলে॥
দাস হৈলে দাস স্থানে বসুক পঞ্চজন।
সবাকার কাড়িলহ বস্ত্র আভরণ॥
বুঝিয়া আপন সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈবে হৈতে বহু জন ভৃত্য কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
নিজ বৃত্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্যের সে কর্ম্ম॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকায।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বুলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লয়ে সন্নিধানে থাকে অনুক্ষণ॥
হৃষ্ট পুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্ব্বল॥
কান্ধে করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবে গমন॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমা অনুমানে যদি তব মন লয়॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তারে গান্ধারী কুমার॥
দুর্য্যোধন বলে সখা বলিলা উত্তম।
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞা মাত্র ততক্ষণে যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে চাকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মান হত দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীম বীর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয় কালে হয় কড়মড়ি॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে এক দৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান॥
দেখিয়া কৌরবেরা পাইল বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করিয়া উঠিল বড় ডঙ্কা॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার॥
ক্রোধ মুখ করি দুঃশাসন মুখে ধায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
হেট মাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেক তাঁরে॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম নরপতি॥

দিকপাল সহ যদি আসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি মারিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
অঙ্গীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্টগণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

কুরু সভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখি বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ২ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ চলি।
আপনি আইসহ হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দ বুঝি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস কিছু ॥
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগ পশু।
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পুর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্টভাষা মুখেতে আসিসি।
পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তব দাসী ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্য জন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মম বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ ভ্রষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ॥
দ্যূতেতে পরম ধর্ম্ম আপন কল্যাণ।
কদাচিত তথাপি না করে মতিমান ॥
শুখাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎজীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাহি এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥
পুনঃ২ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিলি মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্টপুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রাতিকামী আছিল সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্থ হৃদয় ॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিত।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥

দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় চলিল প্রাতিকামী ।
ইন্দ্র প্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামি ।
যথায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী ।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি ॥
অবধান মহাদেবী শুনহ বিধান ।
যুধিষ্ঠীর রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান ॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি ।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী ॥
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে চল কর যথা কর্ম্ম ।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম ॥
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি ।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিনী ॥
যুধিষ্ঠির ধীর বুদ্ধি কভু মত্ত নয় ।
এ কর্ম্ম দ্যূতেতে হেন মনে নাহি লয় ॥
প্রাতীকামী বলে এই কলঙ্ক বা হয় ।
চল তথা দেখিবেন ধর্ম্মের তনয় ॥
একে২ সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর ।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর ॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি ।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ নন্দিনী ॥
যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে ।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে ॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা ।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জনা ॥
তবে যদি আমারে যাইতে সবে কয় ।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় ॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে ।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
পাঠাইলা দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে ।
কোন পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে ॥
প্রথমে আপনা কি হারিল যাজ্ঞসেনী ।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
রহিলেন নিঃশব্দে না বলেন বাণী ।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতীকামী ॥
প্রাতীকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে ।
যাহ প্রাতিকামী কি জিজ্ঞাস উহারে ॥
সভামধ্যে লইয়া আইসহ দ্রৌপদীরে ।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে ॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে ।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে ॥
এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত ।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত ॥

করযোড়ে প্রাতিকামী বলেন বিষাদ ।
অবধান মহাদেবী হইল প্রমাদ ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে ।
সভাতে তোমাতে লৈতে বলিল যখনে ॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয় নন্দন ।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্য্যোধন ॥
প্রাতীকামী বলে রাজা কিছু না বলিল ।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল ॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ ।
বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান ॥
যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায় ।
নিশ্চয় কি তার মন যাইতে তথায় ॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বর ।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে ।
দুর্য্যোধন যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে ॥
বিচারিয়া কহিলেন কহ দ্রৌপদীরে ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে ॥
সভা বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয় ।
ধর্ম্ম রক্ষা করুন আসিয়া এ সভায় ॥
প্রাতীকামী প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে ।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে ॥
ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে ।
পুনঃ২ ধাইয়া আইস এথাকারে ॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে ।
পুনঃ২ আইস দ্রৌপদী দ্যূতপণে ॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এ স্থানে ।
এত শুনি প্রাতীকামী ভীত হইল মনে ॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বর ।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তর ॥
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে ।
সে কারণে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে ॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার ।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
কদাচিৎ কৃষ্ণা যদি এবার না আসে ।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয় নন্দনে ।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের চরণে ॥
তব আজ্ঞা বশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে ।
না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥
শুনি দুঃশাসন ডাকি বলে দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয় নন্দন ॥

এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
সভামধ্যে কেশে ধরে আনহ তাহার।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচার ॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ আজি তাজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্ট বুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর২।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল ॥
বৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ লয়ে যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠীল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
যেই কেশ রাজসুয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
কেশে ধরে নিল কৃষ্ণা পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমি লাগে কিনা লাগে ॥
নাগিনী বিকল যেন গরুড়ের মুখে।
ছট ফট করে দেবী ছাড়২ ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজস্বলা আছি আরে একই বসনে ॥
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশা।
রজস্বলা হও কিম্বা হও এক বাসা ॥
পূর্ব্ব অহঙ্কার তুমি না করহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে ॥
কৃষ্ণা বলে গুরু সহ আছয়ে সভাতে।
কি মতে যাইব আমি সভার অগ্রেতে ॥
না লহ সভাতে মোরে করি পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার ॥
কেন হেন জ্ঞান হারাইলা রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ হবে তোর পাণ্ডবের ক্রোধ ॥
ইন্দ্রসখা করিলেও রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি ॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে ধর্ম্ম নরপতি।
ভ্রাতৃ উপরোধ বশ চারি মহামতি ॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এক্ষণহ রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥
ঝাকারিয়া বলেতে লইল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল ॥
উপুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে ডাকয়ে কাতরে ॥
বড়২ জন দেখি আছয়ে সভায়।
হেন এক জন নাহি এক কথা কয় ॥
এ তোর দুর্ব্বুদ্ধি নাহি করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকামত আছে সভাজন ॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেহ না দেখে নয়নে ॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মাহাত্ম্য ॥
কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাবা নাহি কয় ॥
এত বলি কান্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামিগণ পানে ॥
দ্রৌপদী কাতরা দৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পাইলে যেমত জ্বলয়ে জলোদ্ভব ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিল মাত্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥
দ্রৌপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়য়ে আগুণে ॥
দুঃশাসন টানে যেন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী ॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর।

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
কিন্তু ভীষ্ম উত্তর দিলেন কতক্ষণে॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ॥
অন্য দ্রব্য অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর॥
আপনা হারিয়া অগ্রে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে কভু মিথ্যা না বেরয়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহিব ইহার বিধান নাহি জানি॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন জনে॥
কপটে দুয়ারি হইয়াছে বহুজন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ॥
সে সব নারীর তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা কেমন॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার।
এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে॥
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোকে কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে॥
আজি কেন কটুত্তর বলিয়া রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয়॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞেতে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলা হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই সে কামনা।
ভাইং বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥

শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজ না কর হেলন॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিলা শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীন জন লঘুত্ব না পারি সহিবার॥
হরি বিনা অন্য চিন্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষত্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নি মধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলেতে দহয়ে কলেবর॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজন চাহিয়া বলেন উচ্চৈঃস্বরে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজাগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেও কি কারণ॥
এই ভরদ্বাজ কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য বিখ্যাত ভূমণ্ডলে॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজাগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী কহিল বারং।
যার যেই চিত্তে আছে করহ বিচার॥
এই মত পুনঃ২ বিকর্ণ কহিল।
এক জন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কপালে করে কর॥

নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলে উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সর্ব্ব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির কয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছা সুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেক সুবল নন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভু পণ আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
স্বয়ং ধর্ম্মরাজের না ইথে অধিকার॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমার কি বল বল মম এই চিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু২ বলি সবে বলয়ে বচন।
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নি রূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল এ কহিল সে কারণে।
সবে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি করে কোন জনে॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল নন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নাস্তি না কহিল॥
আর যে বলিলা কৃষ্ণা এক বস্ত্র কায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যাজনে কেন লজ্জা আনিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥
দুই স্বামী হইলে বলি যে দ্বিচারিণী।
পঞ্চ স্বামী হৈলে পরে বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সভায় আনিতে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এইমত বিচার আমার মনে আইসে॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥
এত শুনি তত্ক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেক সত্বর॥
এক বস্ত্র পরিধান দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে পিন্ধনেতে ধরি॥
ছাড়২ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গের বস্ত্র কাড়ে॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।

ত্রিপদী।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথজনার বন্ধু,
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারহ লাজ,
তোমা বিনে নাহি অন্য জন॥
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংসার করিতে ঋষ্টি,
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া; সঁপিনু আমার কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার॥
বিষ দন্ত খরক্রোধে; ভুজঙ্গ দন্তীর কূলে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণ যুগে; দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে॥
যাহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিলা গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ-পদ্ম মাঝ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংহার রক্ষে,
নাচয়ে সে ফণাধর মুণ্ডে॥

তাহার চরণ রঙ্গ, সপিনু আমার অঙ্গ,
রাখ প্রভু কলে কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাহার ত্রিপাদপদ্ম, ত্রিপাদগামিনী পদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মম গতি ॥
পরশে যে পদধূলা; অনেক কালের শিলা,
দিব্য রূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি কর বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলে গোপের নারী.
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে ॥
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি পুত্রগণ তাত,
পাণ্ডু বধূ রাখহ প্রমাদে।
যাহার সৃজন সৃষ্টি, সংহারে যাহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেহ নাহি রাখ ॥
নৃসিংহ বামন হরি; বিষ্ণু সুদর্শন ধারী,
মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণুরাম, ইত্যাদি যতেক নাম
পুনঃ ডাকে দ্রুপদকুমারী ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম বিপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি; রাখিতে এলেন সতী,
সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশমার্গেতে রঙ্গে; বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে;
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায় ॥
লোহিত পিঙ্গল সিত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের সাড়ী, দুঃশাসনে ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বত প্রমাণ বাস, দেখি লোকে হৈলত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি শুনি দেখি, সভাজন বলি ডাকি;
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণা নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে স্ববাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডরায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপেরপপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেই জন শুনে।
দুরন্ত সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥

দুঃশাসনের রক্ত পানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজনে হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ।
পূর্ব্বে নাহি শুনি দেখি যে নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর ॥
অধরোষ্ঠ কম্পয়ে কম্পয়ে করপদ।
ঘূর্ণিত নয়ন-যুগ যেন কোকনদ ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজাগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে ॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে।
এমন ভারত কুলাধাম দুঃশাসনে ॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত।
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত ॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদনে রৈল যত কুরুবলে ॥
যত সাধুগণ সব করয়ে রোদন।
ধিক ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দা করে সর্ব্বজন।
আপনিহ অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল ॥
তবেত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজাগণ।
বুঝি এক বাক্য না বলহ কি কারণ ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আইসে সভামাঝে।
সভাজনে চহি যে তাহার মন বুঝে ॥

সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্মের সহ সেই যায় নরকেরে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে নাহি আমার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সভার প্রধান॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণ॥
যে জন হারিবে তার লইবে পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কোন স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তবে বাপের সদনে॥
সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুষ্কর॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন শুন বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই পতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি॥
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধর্ম্মির পক্ষ হয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে ধারণ॥
অধর্ম্মি জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে॥
সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥

কশ্যপের স্থানে পায়ে এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন।
তেঞি তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তোর মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ ইহার জননী॥
পুত্র এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়॥
মারহ রাখহ তুমি তুমি যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি কোন নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাইল আয়ু তোমার নন্দন॥
কখনহ তাপ নহে সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি কৃষ্ণা এতেক বলিল॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোনজন।
দুঃশাসনে তবে বলে সূর্য্যার নন্দন॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভা মধ্যে আনিয়া গৃহেতে লয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থর থরে।
স্বামীগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চস্বরে।
অধোমুখে আছেন পাণ্ডব পঞ্চজনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে॥
স্বামীগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃ গৃহে মম স্বয়ম্বর কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আপনারে না দেখে অন্য জনে।
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিনু নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যে হারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদ নন্দিনী আমি পাণ্ডব গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সুবর্ণ মহিষী।
কহিতেছে তোমার হইব আমি দাসী॥

আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধান।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ২ কল্যাণী জিজ্ঞাস কি কারণ ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃত প্রায় ॥
মৃতলোকে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর ॥
বহু কষ্টযুত মহে ধর্ম্মের যে জন।
ধর্ম্ম বলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
দাসী যোগ্য অযোগ্য যে কহিল বিধান।
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান ॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠীরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠীরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে ॥
সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন ॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করিস রোদন ॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠীর হারিলেক তোরে।
পুনঃ২ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে ॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির মোর অধিকারী নয় ॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোর পরে নাহিক ধর্ম্মের অধিকার ॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারি জন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥
নতুবা আপনি কহুক ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার ॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল২ বলিয়া কহিলা সভাজন ॥
শুনিবারে রাজাগণ আছে কুতুহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কিবা বলে ॥
কিবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ এক দৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল হেন কেশরী গরজে ॥
এই রাজা যুধিষ্ঠীর পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিলেন পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কোথা বাঁচে কৌরব পামর ॥
ওরে দুষ্টগণ তোর হেন দুষ্ট মতি।
এ কর্ম্ম সহিতে পারে কাহার শকতি ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈল জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আর জিতে তোসবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে রাজারে নামালি ভূমিতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার।
গুটি গুটি করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যমদণ্ড সম দুই ভুজে।
শচীপতি না জিয়ে পড়িলে ইথিমাঝে ॥
পার্ব্বত করিয়া চূর্ণ তোমা সনি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে ॥
ধর্ম্ম পাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জিয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃ২ অর্জ্জুন নিবারে।
এখন দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগ করয়ে সংহার।
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে২ ভীম ক্রোধে কম্পকায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভব তোমা ক্ষম বীরমণি ॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্মী খ ● ভব সন্ধু তরি ॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা ভারত কথন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল ॥
তিন জন ধনের উপরে প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠীর তুই ভার্য্যা তার।
দাস ভার্য্যা দাসী নয় জানয়ে সংসার ॥
দাসী হৈলে দাসী কর্ম্ম করো যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ ত্বরিত ॥

তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটুত্তর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী॥
ওরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে॥
ধর্ম্ম পাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম অধিকারী।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি॥
যুধিষ্ঠীর প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান॥
চারি ভাই তোমার তোমার বাক্যে স্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিত কি অজিত॥
যুধিষ্টির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণ ভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন॥
ভীম ভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে॥
গজশুণ্ড সদৃশ উরু রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুত বজ্রবৎ গুরু॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্প কায়॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত কুলের পশু নিলজ্জ পামর॥
বজ্র সম প্রহার করিয়া গদাঘাত।
রণ মধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পাব তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
আর দেখ কুরুকুলে রক্ষা নাহি আর।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাসীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদী প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনি,
নয়নে নীর ধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
হেনই সময়; অন্ধের আলয়;
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহা ঘোর ধ্বনি; বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেঁচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি নিশাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ;
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
প্রলয় হইল ধুমে।
বহে তপ্তবাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয়ের যেন ঘমে॥
বিহনে সুনীর, বরিষে রুধির,
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর, দেবতা মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্ত, সুবল দুহিতা;
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুনি কুরুরায়, অন্ধকার প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল;
তোমার গৃহেতে লখি॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ।
শুনি অন্ধবীর; হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীত ভাষে;
কহে অন্ধ নৃপমণি॥

বধূগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধ্যে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা॥
দেখ বধূলোকে, ধর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্ম্মতি,
সব পুত্র হৈতে হইল॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদ সুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পাইলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা॥
দূর কর রোষ; হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থানে।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটুত্তর,
হয়ে প্রসন্ন বদনে॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের পতি, ধন্য নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন॥
ধর্ম্ম মহারাজ, নাহি ক্ষিতি মাঝ,
দাস বলে ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে॥
বর দিয়া অন্ধ, হইয়া সানন্দ
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল;
মাগি যে তোমার পায়।
সঅস্ত্র বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সভায়॥
বলে কুরুপতি, মাগ গুণবতি;
যেই লয় মনে আর।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
দিব বর যে তোমার॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়;
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলয়ে পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান।
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ নাহি জন্মাও মোরে।
জানিজন স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার; লবে শত বার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর॥
যেই মম কায, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অন্ধরাজ, পায়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর॥
করি যোড় পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হইল সবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনে সবে তুষ্ট হৈল॥
ভারত কবিতা, মম পুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদে তরে॥

যুধিষ্ঠিরাদি দাসত্ব হইতে মোচন।

দাসে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণ বীর বলে সভার ভিতর॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে॥
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হইয়াছে কখনে॥
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবে ছিল।
এ মহা বিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল॥
ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস দুর্ম্মতি।
শুনহ কহি যে কহিলেন প্রজাপতি॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সদা গণি।
সর্ব্ব সুখে হীন হয় বিহীন রমণী॥
বিবাহ মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায়॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে॥

এই কালে ভার্য্যা হৈতে বড়ই বড় সুখে।
মরণে সহায় হয়ে তরে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোক তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥
আরে মূঢ় সূতপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীন জন ॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দৈবে এই কথা তোরে করিয়া যুয়ায়।
ভার্য্যার সদৃশ যাহা করিল সভায় ॥
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোমা না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
হীন জন বচন শুনিয়া না শুনিবে।
হীন জন বচনে উত্তর নাহি দিবে ॥
হীন জন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সম দ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
ঈদৃশ বচন কহিবেক হীন জনে।
দেহ ভুজ তার তবে রহে অকারণে ॥
ধর্ম্মে যুক্ত যদি হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন কর ব্যাজ ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার ॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব ॥
বাক চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সর্ব্ব শত্রু করিব নিধন ॥
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্ম্মূল।
নিপাত করিব আজি ভারতের কুল ॥
কহিতে২ ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন তরঙ্গ ॥
নয়ন তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায় ॥
ভীমের অ জ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গার।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর ॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥
যুধিষ্ঠীর আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥

পাণ্ডবগণের নিজ রাজ্যে গমন।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয় মধুর কহেন করযুগে ॥
আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয় পাণ্ডব ॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠীরে করি বহু প্রীত ॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত ॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজ গুণ নাহি ধরে পর গুণ ঘোষে ॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম ॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুল নাথ।
দুর্য্যোধন যত দোষ ক্ষমা কর তাত ॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ ॥
কুরুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভ জন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ ॥
যে দ্যূতে করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে ॥
ভালমতে তোমারে জানিলাম এত দিনে ॥
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে ॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর কর্ত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা ॥
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল ॥
যাহ তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার ॥
এত বলি পঞ্চজনে করিয়া মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী ॥
সভাপর্ব্ব সুধা রস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে কাশী কহে হিত ॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনাদির বিবাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে ॥

কেন বনে চলিলেন পিতামহ গণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন ।
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে চলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে ॥
যতেক করিলা সব বৃথায় হইল।
যে সব জিনিলা তারে পুনঃ তাহা দিল ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি ।
অতি শীঘ্র গেলা যথা অন্ধ নৃপমণি ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করে দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা ॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমার বিদিত ॥
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধ যুদ্ধ শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন ॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ ॥
সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে।
রাজা সখা হৈলে মারিব পাণ্ডবেরে ॥
স্নেহ করি পুনঃ সব যদি দিলা তারে।
এখন কি পাণ্ডু পুত্র ক্ষমিবে আমারে ॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয়ে পাণ্ডু পুত্রগণ।
যত করিলাম না ক্ষমিবে কদাচন ॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পিরীতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে ॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশে।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ ॥
স্ব অস্ত্রে আসিবে রথে পাণ্ডু পুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন ॥
আর শুন তাত যবে যুক্ত হয়ে যায়।
মুহু মুহু পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায় ॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে ॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইতেছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর ॥
স্নেহেতে ডুবিয়া তাত করিলা কি কায।
আমার এ ক্লেশ স্বয়ং হৈলে মহারাজ ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি কার উপায় ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয় ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ ॥
বৎসরে অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয় ॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন ॥
অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হবে তবে করিব সংহার ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয় ॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিকামী প্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরে আন ধর্ম্ম নরপতি ॥
পথে কিবা ইন্দ্র প্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে ॥
এত শুনি দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত ॥
একে একে পুনঃ২ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হয়ে রাজা শুনি না শুনিল ॥
কার বাক্য না শুনিল কুরু অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পুনঃ পাশা খেলারম্ভ।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও শিশুজ্ঞান ॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন ॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার ॥
এ পাপিষ্ঠে স্নেহে না শুনিলা সত্যবাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি ॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচারি।
পুত্রগণে আছে সব করিতে সংহার ॥
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবর্ত্ত হইল অগ্নি না জান এখন ॥
বৃদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি ॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥
ধর্ম্ম বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ ॥

সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে
পুনঃ আজ্ঞা না হোক আনিতে পাণ্ডবেরে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবল নন্দিনী।
আমারে কি বুঝাহ সকল আমি জানি॥
কুরু অন্তঃকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়॥
যে হউক সে হউক আছে দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
স্বামীর শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিনবদন॥
আজ্ঞা পায়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠ তাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলে দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষ আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আবাহনে দ্যূত যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয়॥
এত বলি ভ্রাতৃগণ লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি॥
শকুনি বলিল দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করিপণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তভাবে রবে॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এমত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠীর বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন॥
একেত আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ॥

এত বলি যুধিষ্ঠীর দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা শকুনি জিনিল॥
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥

কৌরব বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদ কন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মম বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃ২ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবন কুমার॥
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু আনিলি আপন।
সেই হেতু কহিলি এমত কুবচন॥
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥
যেইরূপে চলি যায় পবননন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পকায়॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥

এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয় ।
সভামধ্যে বলেন ডাকিয়া ধনঞ্জয় ॥
এতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে জীবে সর্ব্বজন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত ।
সহায় সম্বন্ধে তার হবে আর যত ॥
হিমাদ্রী টলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন ॥
শুন সব রাজাগণ আছে সভাস্থলে ।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত হোলে ॥
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি ।
কৌরবের শোণিতে পুরাব নদ নদী ॥
কদাচিৎ দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে ।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে ॥
তবেত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল ।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল ॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি ।
রে দুষ্ট গান্ধারপুত্র শুন এক বাণী ॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন ।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
মম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধেতে দেখিবা ।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবা ॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন ॥
হেনকালে নকুল বলয়ে সভাস্থলে ।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে ॥
ধর্ম্মপুত্র আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি ।
নিঃশেষ করিব কুরু সৈন্য সেনাপতি ॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যান বিদায় কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥
মস্তকে বান্ধিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাস অগ্রজ ॥

পাণ্ডবাদির বনে গমন ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায় ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয় ।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা প্রতীপতনয় ॥
একে একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায় ।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায় ॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল ।
মনে মনে সর্ব্বজনে কল্যাণ করিল ॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়ন ।
খণ্ডাইতে কে পারে যে দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
কত দিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে ।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে ॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী ।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী ॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান ।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন ॥
বিশেষ পাণ্ডবগুরু জানে সর্ব্বজন ।
মম শক্তি নাহি তোমা করিতে হেলন ॥
থাকুন জননী তাত তোমার আলয় ।
আর কি করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞাতা ।
অধর্ম্মী হইলা কিন্তু না ভাবিহ ব্যথা ॥
আমি কি কহিব তাত তোমার গোচর ।
তুলনা নাহিক হয় পঞ্চ সহোদর ॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে ।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে ॥
কল্যাণে আইস সত্য করিয়া পালন ।
পুনঃ তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন ॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল ।
বনে যাইতে পঞ্চভাই হৈলেন আকুল ॥
জটাবল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ ।
তবেত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামীগণ ॥
ত্যজিল ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল ।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল ॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায় ।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষ ধায় ॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন ।
বালবৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন ॥
নগর পূরিল যে রোদন কোলাহলে ।
হস্তিনা কর্দ্দম হইল নয়নের জলে ॥
পঞ্চ-পুত্র বনে যান বধূ গুণবতী ।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আইলো শীঘ্রগতি ॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে ।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে ॥

মুকুলিত কেশ তার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
বধুর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুতলি॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদ গদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ।

লঘু-ত্রিপদী।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণ চন্দ্রমুখ,
কি হেতু মলীন দেখি।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অঙ্গরাগ, তাহা কৈল ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতে ছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা,
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি,
অনেক যতন করি।
সেই নাহি সাজে, দিলা কোন দ্বিজে
কি বলিব সে মাধুরী॥
মঞ্জরী সুন্দর, দিল যাহা কর,
উত্তর কুরুর পতি।
সেই নাহি শুনি, সুললিত ধ্বনি,
কি করিলা গুণবতী॥
যাক পাছে সর্ব্ব, কোন ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া।
হরে মম ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচন কেবল মধু।
তুমি অধোমুখ, খণ্ড মম দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ॥
হেন লয় চিত্তে, স্বামীগণ প্রীতে,
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ॥
ধন্য তোর ক্ষমা, ক্ষিতিতলে সমা,
মন্দ না করিলা ক্রোধে।
নিন্দাজীবী সব, সুবল সম্ভব,
তেজিত্র কৈল উপরোধে॥
না করহ মান, ভাবি নাহি আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্যধর্ম্ম; কর সাধু কর্ম্ম;
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্যজীতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান [illegible]।
সহজে বালক; বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবে স্নেহেতে।
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি॥
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনব[illegible]
কাশীদাস কহে, নাহি পাপ রহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস॥

পাণ্ডব জন্য প্রজাগণের ক্রন্দন।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে যুড়ি দুই কর॥
উঠ উঠ মহাদেবী না বাড়াহ শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানি লোক।
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামীগণ।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি করিব পালন॥
এত বলি চলে স্বামি সহ বনবাস।
রক্ত অশ্রু জল বহে মুক্ত কেশ পাশ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি॥
হেটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব কোঙর॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ স্বজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ॥
দেখিয়া পড়িল শোক সাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে॥
সম্প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
তার হেন দেখি বিধির এ কোন বিচার॥

ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম॥
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগত বিখ্যাত যে পুত্র সর্ব্বগুণ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারিপাশে।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা॥
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে বড়ই পাপিনী॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হৈল এ দুখ দেখিতে॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়া বঞ্চিবে কেমনে॥
বিধি মোরে এই দুখ বান্ধিয়া নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে॥
অরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কি মতে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে॥
তিলেক না বাচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া নমস্করি যায় পঞ্চজন॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়া॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে।
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে শিশুগণ পিছু॥
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু।
নগরেতে হাহাকার ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥

শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরের ডাকাইয়া আনি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রী চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি কি রূপেতে যায় তারা বন॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেট মুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসন মুখে ঢাকে॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজল অর্জ্জুনের বহে জলধর॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশ তার কান্দিতে২॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত সিদ্ধ অতি কুশ যুক্তপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
এমতি করিল ধর্ম্ম নহিল চলিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
এই হেতু হেটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ পসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেইমত বরিষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষৎ সহদেব জানে।
বংসনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এইমত কান্দিবেক শত্রু নারীগণ॥
কুশ হস্তে লয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিল কুরু শ্রাদ্ধের কারণ॥
নগরের লোক সবে করিছে রোদন।
আমা সবাকার প্রভু যাইতেছে বন॥
সঘনে কম্পিত ভূমি দেখ নৃপমণি।
বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোরধ্বনি॥

অপূর্ব্ব প্রসন্ন হৈল দেব দিবাকর।
উলকাপাত নির্ঘাত শুনি যে নিরন্তর ॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর ॥
এ লক্ষণ চিহ্ন রাজা কৌরব মরিবারে।
কেবল হইল রাজা তব অবিচারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি।

কুরু সভায় নারদ ঋষির আগমন।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয় ॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুরুক্ষয় ॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন অপরাধে।
নিক্ষত্র হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে ॥
এতবলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান ॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকুল সমুদ্রে যেন মজিল শরীর ॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি ॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন ॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব।
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন।
ক্রোধে আসিবেক তারা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার ॥
যতেক করিলা সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি ॥
সেই দিন হৈতে ভয় হৈয়াছে আমায়।
দ্বন্দ হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায় ॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন ॥
যজ্ঞদান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকাল হিত ॥
এ সুখ সম্পদ যেন তাল ছায়াবত।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ ॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেইকালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ॥
পঞ্চাল নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী অংশে।
সদা যারে সখী রূপে রাখে হৃষীকেশে ॥
তাঁরে ক্লেশ কৃষ্ণ না দিবেন কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার ॥
সে কারণে তার সহ কলহ না কচে।
এখনি করহ প্রীত যদি প্রাণ বাঁচে ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল ॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
লেউটিয়া আনহ পাণ্ডুর পুত্রগণ ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাউক অরণ্য ভিতরে ॥
বস্ত্র আভরণ পরি রথ আরোহণ।
সংহতি লইয়া যাউক দাস দাসীগণ ॥
এত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ।
সর্ব্ব পৃথ্বী পাইলে রাজা কি হেতু শোচন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥
সঞ্জয় বলিল শান্ত এখন নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে ॥
তখন হইবে শান্তি শুনহ রাজন।
কত শত তোমারে না বুঝায় তখন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর।
তবু পাশা করাইল অনর্থের ঘর ॥
হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি কাণে শুনি।
কুলবধূ চুলে ধরি সভা মধ্যে আনি ॥
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলা।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলা ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে হয় ॥
যখন যেমন হয় বিধি যেবা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুখ দেয় পরে।

ধর্ম্মের যে কর্ম্ম তাহা বুঝি যেন ধর্ম্ম।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম॥
কর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কাল বুদ্ধি হরে॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে॥
অযোনি সম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হেতু হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্মপাশে বন্ধি হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মরিল এই দুষ্টগণে॥
ধিক২ দুর্য্যোধন ধিক শকুনিরে।
কপট পাশায় দুখ দিল পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপ বুদ্ধি বংশ মম হৈল সমাধান॥
কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
আছুক অন্যের কার্য্য ইন্দ্র যার ডরি॥
এ সর্ব্ব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মম নিবারিবে পরে॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে।
এ শোক সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন।

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

পাণ্ডবের বনবাসে প্রজালোকের খেদ
ও সূর্য্য হইতে বর লাভ।

জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় কহ তপোধন।
পূর্ব্ব পিতামহ কথা অদ্ভুত কথন॥
কি রূপে জিনিয়া তাঁরা নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোধ জন্মাইলা বহু কুবচন॥
করিলেন কলহের অঙ্কুর সৃজন।
কহ শুনি কি করিলা পিতামহগণ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কি মতে ভোগিলা দুঃখ বনেতে রহিয়া॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কি মতে ভোগিলা দুঃখ কহ শুনি মুনি॥
কি আচার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন বনে গেল কোন বা ভূধর॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা হইতে তিনি হইয়া বাহির॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজাসব॥
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিত।
পাণ্ডবে বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
নানা মত তিরস্কার করে নানা জাতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যে যাহার
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন॥
হইলে পাপিষ্ঠ রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুল ধর্ম্ম পুণ্য যত সব নষ্ট হয়॥
মহাক্রোধী অর্থ লোভী মানী কদাচার।
নির্দ্দয় কুমতি মহাপাপকারী আর॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ মোরা না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিতে রহিব॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি প্রজাগণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিছে নিবেদন॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবা রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরবে।
আইলাম উদ্দেশে আমরা হেথা সবে॥
তব হিতে হিত মানি তব দুঃখে দুখী।
তব সুখ হইলে আমরা সব সুখী॥
আমা সবাকারে না করিবা নিবারণ।
আমরা তোমার সহ যাইব কানন॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণে আমরা হইব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র পুষ্প সঙ্গে যদি রয়।
তাহার সৌরভে গন্ধ এ সকল হয়॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি২।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য জনের সংহতি॥
রাজপাপে প্রজারা না পায় অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি॥
দর্শনেতে পাপ হয় অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট নয় এ রাজার সনে॥
তেমত সংসর্গ ফল সেই মত হয়।
এ জন্যে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়॥
সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
অতএব সহিত থাকিতে করি আশ॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
কহিলেন হেন বাক্য কোমল গভীর॥
ভাগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ।
এ কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত।
কুন্তী মাতা ইহারা করেন অশ্রুপাত॥

এই সবা দেখি শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
নিবর্ত্তিল হাহাকার করি প্রজাগণ ॥
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের সহিতে চলিলা সর্ব্বজন ॥
অনন্তর পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণ প্রবোধিয়া চলিলেন বনে।
উত্তর মুখেতে যায় জাহ্নবীর তটে ॥
রম্যস্থান দেখিয়া রহিলা মহাতটে ॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিলা জলস্পর্শ করি ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি শব্দেতে পুরিলা বনস্থলী ॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠী পঞ্চজন।
ঘোর বনে গমন করিলা পরক্ষণ ॥
চতুর্দ্দিগে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফল মুলহারী আমি বনপথগামি ॥
আমা সনে বহু দুখ পাবে দ্বিজবর।
বিশেষ বনেতে পশুগণ ভয়ঙ্কর ॥
হবে যত দুখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
দ্বিজেরা বলিল কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি ॥
আমা সবা পোষণে ত্যজহ ভয় মন।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠীর বলিলেন দেখিব কেমনে।
মম সনে রহি দুখ পাবে দ্বিজগণে ॥
ধিক ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহিলা রাজন ॥
সৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
স্থলভিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে।
শোকস্থানে সহস্র শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মুর্খ যে অজ্ঞান ॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মূঢ় মহ।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে রহিল ধন কি কার্য্য বিসনে ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মুল অর্থ কয় অবগতি ॥

উপার্জ্জন যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয় হয় যত দুখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ ॥
একারণে অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পুর্ণ হৈলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম পদে তুষ্ট নহে জ্ঞানিজন ॥
অনিত্য এ ধনজন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশ মাত্র সার ॥
এই সব স্নেহেতে মুর্চ্ছিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন ॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
মহারাজ জান ধন পাপপঙ্ক মত।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত ॥
নিশ্চয় হইবে দুখ পঙ্ক ধুইবারে।
সাধু যেই নাহি যায় সেই পঙ্কোপরে ॥
ধর্ম্মেতে নৃপতি যদি আছে তব মন।
এ সকল পাপ তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
সৌনক বচন শুনি কহিলা নৃপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্যধন প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমী অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যে মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥
জলার্থীরে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন।
নিদ্রার্থিরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন ॥
অতিথি আইলে দ্বারে করিবে যতন।
কত দূর উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
আমি হেন জন এতে বাচিব কেমনে।
এই হেতু মহাতাপ পাইতেছি মনে ॥
সৌনক বলিয়া রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মের স্মরণ লও শুন নরবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য উপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তারা ধর্ম্মবলে পালে ॥

তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবনে দ্বিজগণে করিয়া পালন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতেরে কহিল সবিনয়॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি॥
ক্ষণ চিন্তি কহিলেন ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা মিহির সেবন॥
সংসার পালন কর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নরবর॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ॥
যুধিষ্ঠীর মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানা পুষ্পে পূজেন বিস্তর॥
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন নৃপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করিলেন স্তুতি।
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দ্বীপ দীপ্ত তোমার কারণ॥
অমর কিন্নর যক্ষরক্ষ আদি মিলে।
সর্ব্বলোক সিদ্ধ হয় তব কৃপাবলে॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা রাজন।
আইলেন মূর্ত্তিমান তথা বিকর্ত্তন॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন॥
ত্রয়োদশ বৎসর থাকিবে হীন রাজ্য।
যত চাহ তত তব কারব সাহায্য॥
ফল মূল অল্প মাত্র যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অক্ষয় রহিবে॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে হবে ততক্ষণ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন দিবাকর।
হৃষ্ট হয়ে সবাকে বলিলা নৃপবর॥
এমতে পাইলা বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজ গণে॥
কাম্যবনে প্রবেশ করিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুরলোকের সংহতি॥
বনপর্ব্ব কথা হয় পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নে সে রচিল কাশীদাস।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠীরের নিকটে কাম্যবনে গমন।

চলিলেন বনে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিলা ধৃতরাষ্ট্র মধুর ভাবিয়া॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি আছয়ে তোমায়॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত॥
অরণ্যেতে গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ সৃজন॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে সে রূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হইতে বিজয় হইবে সর্ব্বস্থান॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই॥
তোমার উচিত রাজা যে ধর্ম্ম রক্ষণ।
নিজ পুত্র ভ্রাতৃ পুত্র করিয়া পালন॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায়॥
সত্য যুধিষ্ঠীরে পাশা কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল॥
আপনি তখন নাহি করিলা বিচার॥
এবে কি উপায় বলি নাহি দেখি আর॥
তবে যদি কর রাজা এক সদুপায়।
সবর্গে সবংশে থাক বলিনু তোমায়॥
পাণ্ডবের যতেক জিনিলে রাজ্য ধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেও এইক্ষণ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া দোষ কর তার স্থান॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হৈলে প্রীতি দেখি তব হিত॥
ইহা তুমি করিলে না মানে দুর্য্যোধন।
তবে তারে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা॥
জিজ্ঞাসিলে এ কারণ কহিলাম সার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার॥
বিদুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ।
যতেক বলিলা এ সকল কথা মন্দ॥
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যাহা বল তাহা পাণ্ডবের হিত॥
আপনার মূর্ত্তি ভেদ আপন নন্দন।
তারে দুখ দিব পরপুত্রের কারণ।

জানিলাম এতে সব কুটিল বিচার।
তোমার বিশ্বাস করা না হবে আমার॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমত রাখিলে যে না হয় পালন॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাও বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন॥
এত শুনি উঠীল বিদুর মহাশয়।
ডাকিয়া বলিলা কুরুবংশ গেল ক্ষয়॥
চিত্তে মহাতাপ আর না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হৈতে হইলা বাহির॥
যথা বনে বসি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে সেই স্থান করিলা গমন॥
যুধিষ্ঠির ছিলা কাম্যকানন ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া যেন সর্ব্ব দেবগণ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলিলা আইলা খুল্লতাত॥
কি হেতু বিদুর হেথা না বুঝি বিচার।
পুন কি বিচার কৈলা সুবল কুমার॥
পুন কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হৈতে আমি কিছু না আসি লইয়া॥
কেবল আয়ুদ মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুদ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার॥
পঞ্চভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ॥
যথাযোগ্য পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণে।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচনে।
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি করিল।
বিদুর কহেন শুন যে কথা কহিল॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে।
সেই মত সদযুক্তি দিলাম অন্ধেরে॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত॥
রোগী জনে যেন দিব্য পথ্য না হ রুচে।
যুবতীরা বৃদ্ধ স্বামী যেন নাহি পুছে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমার বলিলা কুবচন।
যাও বা থাকহ তোমা নাহি প্রয়োজন।
এ কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে পালন॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে থাকিব বাহিরে॥
পরেতে বিদুর বহু করিল সুনীত।
যুধিষ্ঠীর পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত॥
বনপর্ব্ব কি অপুর্ব্ব রচিত অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনর্মিলন। ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাস দেবের হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্ন জল আশন নয়ন।
অতি বেগে সভামাঝে করিলা গমন॥
যাইতে মুর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়িলা।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিলা॥
সচেতনে বলিলেন সঞ্জয়ের প্রতি।
কোথা আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি জীবন রহিত॥
কুবচন বলিলাম আপনার মুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সেই রাখে না রাখে॥
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব নাহি কর।
বিদুর হৃদয় মম আনহ সত্বর॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিলা সেইক্ষণ।
যে বনে বসতি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যথোচিত পুজা করি সবাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিলা সারথি॥
এইক্ষণে শীঘ্র চল বিলম্ব না হয়।
তোমা বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর করেন সম্মিত।
রথে চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত॥
বিদুর আইল বলি শুনিলা রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিলা আলিঙ্গন॥
পুর্ব্বের বচন দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি করিলা অনেক পুরস্কার॥
বিদুর কহিলা রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সভ্রান্ত॥
আপনি করিয়া ক্ষমা ইহা আমি চাই।
আজ্ঞা ছাড়া হইতে আমার শক্তি নাই॥
যেমত তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু তারা দুখী মম এতে পোড়ে মন॥
বিদুর আইলা শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুশাসন॥

শকুনি সহিতে সবে সভায় বসিলা।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিলা॥
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইলা দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত॥
যাবৎ বিদুর নাহি আকর্ষয়ে মন।
পাণ্ডব আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন॥
তাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যেই মতে কুন্তীপুত্র আসিতে না পায়॥
পুন যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডবে।
নিশ্চয় আমার বাক্য কহি শুন সবে॥
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন।
কদাচিৎ না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করিছে নির্ণয়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয়॥
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন।
না শুনিবে তারা ধৃতরাষ্ট্রের বচন॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুন আসে।
আমরা করিব পুন সেই পণ শেষে॥
কর্ণ বলিলেন চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে॥
জটা চির তপাক্লেশ শোকেতে আতুর।
রাজার সম্পদ সব আছে বহুদূর॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময়ে মারিলে সকল বিষ্টি যাবে॥
দুর্য্যোধন বলিলেন মন্ত্রণা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
আজ্ঞা দিলা নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিলা সত্বরে॥
সাজিয়া সকল সৈন্য চলিলা কৌরব।
অন্তর্য্যামী ধ্যানে মনে জানিল এ সব॥
হস্তিনানগরে মুনি করিলা গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িলা মুনি বাক্য শুনি॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিলা রাজন॥
মুনি বলিলেন রাজা করিলা কি কর্ম্ম।
জন্ম অন্ধ হয়ে নষ্ট করিলা অধর্ম্ম॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী।
রাজ্য লোভে হইল সে পাণ্ডবের অরি॥

পাণ্ডব সহায় যেই জান ভাল মতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে॥
তাহার অপেক্ষা তুমি না করিলে মনে।
বনবাস পাঠাইয়া দিলা পুত্রগণে॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে॥
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দচিন্তা না করুক না হিংসুক মনে॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতি মন।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত কহিল অধম॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহার না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী॥
দুর্য্যোধন স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে।
হেন কর্ম্ম করি তাহা কালবশ হৈতে॥
মুনি বলিলেন সবে অধর্ম্ম আচার।
সে সব কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার॥
পুত্রসম স্নেহ রাজা না হয় সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্রে বড় স্নেহ করে॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডু ও যেমন।
যুধিষ্ঠিরে যেমন তেমন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবেরে বিশেষ অনেক স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুখ অতিশয়॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গৌতম আর সহস্রলোচন॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া জিজ্ঞাসিলা তারে আখণ্ডল॥
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেব নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন॥
সুরভি কহিল নাহি আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্র যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীন শক্তি বৃষ বড় না পারে চলিতে॥
মারীতেছে কৃষক বড় পুচ্ছ মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইতে উভরড়ে॥
তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার॥
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর।
করিলেন শুনিয়া উত্তর পুরন্দর॥
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন।
এই হেতু স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ॥

বৃষক কৃষকগণে করয়ে প্রহার।
তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার ॥
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মম হইল বিকল ॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিলা।
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিলা ॥
কৃষক ত্যজিয়া বৃষ করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন ॥
সেইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাস দুর্ব্বল হইল কলেবরে ॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন আছয়ে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সর্ব্ব দেখিলে সমান ॥
যদি ধর্ম্ম চাহ রাখ আমার বচন।
সমভাবে পুত্রগণে করহ পালন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন ॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলিলেন না কহিও মূঢ়জনে।
এইক্ষণ আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
কহিবেন সর্ব্বহিত শুনিয়া রাজন ॥
তবহিত বুঝাইবেন তিনিই আপনি।
তার প্রীতি না করিল শাপ দেন মুনি ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়।
উপনীত হইলা মৈত্রেয় মহাশয় ॥
যথোচিত পূজা তার ধৃতরাষ্ট্র কৈলা।
সুস্থ হয়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলা ॥
বহু তীর্থ স্থান আমি করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
জটাচির ভূষিত আহার ফলমূল।
তপস্বীর বেশ সঙ্গে তপস্বী বিপুল ॥
শুনিলাম তথায় এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার ॥
আইলাম এই হেতু শীঘ্র এথাকারে।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাই তোমারে ॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান ॥
কুরুবংশে সবাকার স্বকর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি ॥
এই হেতু শোভা বস না শোভে রাজন।
এত বলি কহিলেন চাহি দুর্য্যোধন ॥
মুর্খ সহ দুর্য্যোধন বড় কুলে জাত।
তবে কেন হেন রূপ করিলা অখ্যাত ॥
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
নাহি জান সখা যার পুরুষ প্রধান ॥
কহ শুন কিসে হীন পাণ্ডু পুত্রগণ।
ধনে জনে ধর্ম্মে সম বিজয়ী ভুবন ॥
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীম হাতে।
হিড়িম্বক বকাদিকে দিয়াছে নিপাতে ॥
কির্ম্মিরে মারিল ভীম পশিয়া কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে ॥
হেন জনগণে তুমি করিলে বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহ মৃত্যুবশ ॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুতে করিল করাঘাত ॥
মৌনেতে রহিল ভূমি করি নিরীক্ষণ।
উত্তর না পাইয়া কহিলা তপোধন ॥
আরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন ॥
যেই রূপে অভিমানে কৈলে করাঘাত।
এতে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত ॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিলা মিনতি ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ না হয় এমন।
সদয় হইয়া মুনি কহিলা তখন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ ॥
তবে হেন না হইবে শুনহ রাজন।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈলা মলিন বদন।
জিজ্ঞাসিলা কহ শুনি কির্ম্মির নিধন ॥
কি রূপে পাণ্ডুরসুত মারিল কির্ম্মিরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে ॥
মুনি বলিলেন আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায় ॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার ॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরেরে জিজ্ঞাসেন অম্বিকানন্দন ॥
আরণ্যপর্ব্বেতে কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত ॥

কির্ম্মির বধোপাখ্যান।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুর সুজন।
কিরূপে করিল ভীম কির্ম্মির নিধন ॥

এত শুনি উঠিয়া বসিল দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলিলেন শুন কির্ম্মির নিধন॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর॥
হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কানন॥
সেই বনে নিবাসে কির্ম্মির নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর॥
নিঃশব্দে পাণ্ডবগণ যান কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জ্জন॥
দুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ।
হনুমান পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত॥
রাক্ষসীর মায়ায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার॥
নাকের নিশ্বাসে উড়ে যায় তরুগণ।
চতুর্দ্দিকে পশুগণ করয় গর্জ্জন॥
পাণ্ডব দেখিল আসে রাক্ষস দুর্জ্জন।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিলা নয়ন॥
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন মধ্যে লুকাইল।
অস্ত্রধর বৃকোদর আশ্বাস করিল॥
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈলা মায়া নিবারণ॥
অন্ধকার গেল দৃষ্ট হৈল নিশাচর।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্ম নরবর॥
কি নাম কে তুমি বল হেথা কি কারণ।
কি করিব প্রীত তব কহ প্রয়োজন॥
কির্ম্মির বলিল আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি॥
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণ।
যারে পাই তারে করি উদরে পূরণ॥
দৈবে মোরে ভক্ষ্য আজি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি॥
কে তুমি কোথায় যাবে কিবা নাম শুনি।
কি কারণে কাম্যবনে এ ঘোর রজনী॥
রাজা বলিলেন আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম এই মম ভাই চারিজন॥
আইলাম রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হেথায়।
কিছু দিন নির্ব্বাহিব তোমার আশ্রয়॥
ভাল২ বলিয়া বলিল নিশাচর।
যাহার সন্ধান করি দেশ দেশান্তর॥
একচক্র নগরে আছিল মম ভ্রাত।
এই দুষ্ট ভীম তারে করিল নিপাত॥
ধনুক দ্বিজের গৃহে ছিল দ্বিজবেশে।
সেই হেতু খুঁজি আমি ভ্রমি দেশে২॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মম হস্তে হবে ওর অবশ্য মরণ॥
ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন॥
রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ উপাড়িয়া আনি॥
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয়।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয়॥
ভ্রাতৃদুঃখে শোকে দুষ্ট করিছ ক্রন্দন।
আজি তাহা সবা সহ করাব মিলন॥
মুহূর্ত্তেক থাক দুষ্ট পলাইস পাছে।
বক সঙ্গ করাইব তোরে এই গাছে॥
এত বলি প্রহার করিলা বৃকোদর।
বেত্রাসুরে বজ্রঘাত যথা পুরন্দর॥
কম্পমান রাক্ষস অটল গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড হানে ভীমের উপর॥
দণ্ড নিবারিলা ভীম সব্য পদাঘাতে।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে॥
করাঘাতে পদাঘাতে মুষ্ট্যে২ তাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে বেড়ি॥
দোঁহার উপরে দোঁহা বজ্র কীল মারে।
শরবণে অগ্নি যেন চট চট করে॥
হেনমতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর।
মহাভয়ঙ্কর যেন দানব অমর॥
কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে॥
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল॥
ভয়ঙ্কর বেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিবে কতক্ষণ॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার কৈল দুইখান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ॥
হৃষ্ট হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
মধ্যে২ প্রশংসা করিল মুনিগণ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাস করিল বৃকোদর।
এইমত সর্ব্ব শত্রু যাবে যমঘর॥

এইরূপে কির্ম্মিরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যখন যাই শুনি নরবর॥
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ব্বত প্রমাণে।
আমি গিয়া কহিলাম মুনিগণ স্থানে॥
মুনি মুখে শুনিলাম এ সব কারণ।
শুনিয়া নিশব্দ হৈল অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হৈল জ্ঞান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা মহাচিন্তাবান॥
আরণ্যপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান॥

কাম্যকবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাজাদিগের গমন ও কথোপকথন।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে২ এ বার্ত্তা পাইলা রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিতে গেলা কাম্যক কানন॥
পঞ্চাল রাজার পুত্র পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠির বেড়িয়া বসিল চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত॥
আত্ম দুখ কহিতে লাগিলা পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত॥
ক্রোধেতে কোম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয় অর্জ্জুন করিল নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধ অলোভী তুমি দীন ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ না পাড় ভদন্ত॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনেতে বসি॥
পুস্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
দেবমানে তপস্যা করিলা দামোদর॥
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয় ইঙ্গিতে সৃজন॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পুরিত।
তোমারে যে না ভজে যে জগতে বঞ্চিত॥
এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাহারে কহিলা পরে দেবকী তনয়॥

তোমায় আমার কিছু না হয় অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ দেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে॥
তুমি হও আমার হে আমিও তোমার।
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার॥
এতেক বলিলা কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল২ বলিয়া বসিলা রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কোটি অস্থি গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী ধেয়ান তোমার।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পিল পায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥
অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের ধন।
একারণে তোমাকেই করি নিবেদন॥
দুখ সুখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুখ কহি কিছু কর অবধান।
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি অর্জ্জুন ভাগিনী।
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
কুভাষা কহিল যত কহা নাহি যায়॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি একবস্ত্র পরি।
অনাথের প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥
বীরবংস পঞ্চাল পাণ্ডবগণ জিতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিল আমার অপমান॥
সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত দিনে তা সবার পাইলাম অন্ত॥
ধর্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয়॥
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রীর কষ্ট না দেখে থাকিতে বিদ্যমান॥

হীন বল হইলে ভার্য্যারে রাখে স্বামী।
এ কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যের উদরে।
সেই হেতু যায়া বলি বলয়ে ভার্য্যেরে॥
ভার্য্যা ভয় হৈলে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা না করিল অনাচারে॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুত্রবতী।
পুত্র মুখ চাহি না করিলা অব্যাহতী॥
হীনবীর্য্য নহে মম সর্ব্ব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
তবে কেন দুষ্টের সহিত হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিলা মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
দাসরূপে সভাতে বসিয়া সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহ না জানিনু আমি॥
ধিক ধিক মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্যকাল হৈতে যত করিল অর্জ্জুনে।
অগোচর নহে সব জানহ আপনে॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন॥
এতেক বচন কৃষ্ণা কহিলা তখনে।
তোমরা আমার নহে জানিনু এক্ষণে॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদ গদ বাক্য বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মম তাত ভ্রাতা নাহি মম পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আসি নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপদে।
দাসী জ্ঞানে আমারে রাখিবা শ্রীচরণে॥
গোবিন্দ বলেন সখী না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন॥
অঙ্গেতে হয়েছে মম যেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটি দুষ্ট না হয় নিপাত॥
যেইমতে কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কান্দিবে যে সবার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা নাম বাসুদেব ধরি॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে।
অনল শীতল হয় সপ্তসিন্ধু শোষে॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিনকত কল্যাণে থাকহ সাবধান॥
কহিছেন এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবী কভু মিথ্যা নয়॥
কহিলেন যত কৃষ্ণ হবে সেই মত।
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জন মত॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল নয়ন কোপে কম্পিত শরীর॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হৈয়া সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয়॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার হৈল তারে সংহারিব রণে॥
ভিষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিনলোকে।
তাহাকে মারিতে ভার হৈল শিখণ্ডিকে॥
অর্জ্জুনের সুত পুত্র না ধরিবে টান।
ভীম হস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ॥
জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি কি ছার কৌরব॥
এত বলি করে কর কচালে পঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে জলে জলে মহীপাল॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুব্রত॥

শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদের যুদ্ধ।

কহিলেন মধুর বচনে জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির অগ্রে যোড় করি পদ্মহাত॥

দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
আসিতাম নিবৃত্ত করিতে দ্যুতকালে॥
করিতাম অক্ষেরে নিবৃত্ত শাস্ত্রবলে।
পাশা আদি নীচ কর্ম্মে বহু দোষ ফলে॥
মৃগয়া মদিরা পান পাশা নিতম্বিনী।
এ চারি অনর্থ হেতু করে লক্ষ্মীহানি॥
বিশেষ দেবল দোষ ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ সব দোষ এতক্ষণ হয়॥
করিতাম বহুমতে দ্যুত নিবারণ।
না শুনিলে করিতাম সেইক্ষণে রণ॥
নতুবা পাশারে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি তথা থাকিলে না হৈত ভেদাভেদ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র আইলাম নৃপতির স্থান॥
তোমার এ বেশ বনে ফল মূলাহার।
তব দুখ নয় রাজা সকলি আমার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ॥
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিতে পারহ তিন পুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে অপ্রমাণ।
যে হেতু না আইলাম কর অবধান॥
শাল্য নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর॥
তব রাজসূয় হৈতে গেলাম যখন।
সবারে পাড়িল দুষ্ট করি মায়ারণ।
আমার সহিতে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে মারিলাম তারে নরেশ্বর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল পুন।
কহ শুনি দ্বারকা হিংসিল শাল্ব কেন॥
তোমার সহিত কেন বৈরতা হইল।
কার হিতকারি সেই দ্বারকা আইল॥
কোন মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারিয়া মোরে কহ শ্রীমধুসূদন॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যবর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকানগর॥
দ্বারকার লোক তার শুনি আগমনে।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল সঘনে॥

দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে॥
ধন বস্ত্র রাখিলেন গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক পুরের উগ্রসেন নরবর॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথায় না চলে কোনজন॥
চিহ্ন দেখি রক্ষক ছাড়িয়া দেয় পথ।
দৈত্য ভয়ে সুরপুর রাখে যেইমত॥
সৌভাপতি আইল সে চতুরঙ্গদলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রণ কোলাহলে॥
দ্বারকার চতুর্দ্দিকে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য একস্থল রহিল যুড়িয়া॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল পরে করিবারে রণ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্য বাহির হৈল করিবারে রণ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্যের সেনাপতি।
যে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল॥
বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
অগ্রে হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে॥
শাম্বের হস্তে যেই মহাগদা ছিল।
বেগবান তাহার প্রহারে প্রাণ দিল॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি অগ্রসরে।
নানা অস্ত্র দুই বীর মহাযুদ্ধ করে॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর॥
সেনাপতি পড়িল পালায় সেনাগণ।
সৈন্য ভঙ্গ দেখি শাল্য আইল তখন॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন॥
সৌভ্য সৈন্য নামে তার কামাচার গতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি॥

অশ্বগণ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সর্ব্ব সেনাগণ ॥
শাম্বে দেখি কম্পিত হইল সর্ব্ব বীর।
বাহির হইল শল্ল নির্ভয় শরীর ॥
নির্ভয় হইল যদি দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহনে ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল শাল্যের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্য দৈত্যপতি ॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন মারিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্যেরে ছেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্য রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব বল চৌদিগে বেড়িল ॥
মহারবে কান্দয়ে যতেক সৈন্যগণ।
কতক্ষণে শাল্য রাজা পাইল চেতন ॥
গর্জ্জিয়া উঠীয়া শাল্য দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব দল শব্দ শুনি তার ॥
বহু মায়া জানে শাল্য মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষবাণ।
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মুর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে।
কামদেব মূর্চ্ছা দেখি দারুক সারথি।
পলাইয়া রথ ফিরাইল শীঘ্রগতি ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া মন্মথ।
সারথিরে নিন্দা করি বলয় বহুত ॥
কি কর্ম্ম করিলা তুমি দারুক নন্দন।
মম রথ ফিরাইলা কিসের কারণ ॥
শাল্য দেখি ভয় তব হৈল হৃদিমাঝ।
একারণে সারথি করিলা হেন কায।
বৃষ্টিবংশ সমরে বিমুখ কোনকালে।
কেবা অগ্রসার হবে মম শরজালে ॥
সুত বলে ভয় কিছু না হয় আমার।
রথেতে বহুত মূর্চ্ছা হইল তোমার ॥
রথিগণে মূর্চ্ছা দেখি ফিরায় সারথি।
না হয় তাহাতে দোষ আছে হেন নীতি ॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষদ হাসিয়া কহে রুক্মিণী কুমার ॥
আর কভু না করিবা কর্ম্ম হেনমত।
জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥
বৃষ্টিবংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ॥
গদাগ্রজ কি বলিবা জনক আমার।
তোমা হৈতে বৃষ্টিবংশে হইল ধিক্কার ॥

কি বলিবে সাত্যকি বা উর্দ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া ॥
পাছু পাছে শাল্য মম প্রহারিবে শর
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর ॥
দেখিয়া হাসিবে সবে বৃষ্ণী কুলনারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি ॥
এ কর্ম্ম করিতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল ॥
রাজসুয় যজ্ঞে গেলা আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত আসি এ সব শুনিয়া ॥
শীঘ্র বাহ তুহ রথ দারুক নন্দন।
এইক্ষণে সৌভ্যপুরী করিব নিধন ॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে চালাইল রথ শীঘ্রগতি ॥
শাল্যের যতেক সৈন্য না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রহে কোন জন ॥
কামকেরে দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানাঅস্ত্র প্রদ্যুম্ন প্রহারে শীঘ্রগতি ॥
পুন পুন মায়াবী প্রহারে নানা শর।
সর্ব্বশর ছেদন করে কাম ধনুর্দ্ধর ॥
পরে ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্য বাণ
চন্দ্র সুর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষে দৈন্যগণ পলায় ভয়েতে ॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইলা তথা ব্রহ্মার কুমার ॥
বায়ুবেগে আইলেন নারদ ঝটিতি।
দেবগণ বলিল বিনয়ে কাম প্রতি ॥
সম্বরহ এই অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
শাল্য নামে দৈত্যরাজ তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী তনয় ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র নিল।
এ সর্ব্ব কারণ শাল্য সকল জানিল ॥
রণ ত্যজি সৌভাপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজরাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

......

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপাত।
হেথা হৈতে আসিতো গেলাম দ্বারাবতী ॥

দেখিলাম দ্বারকায় লণ্ড ভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে শুক্ল তায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জানিলাম জিজ্ঞাসিয়া সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদেব বাহুক প্রভৃতি।
ডাকিলাম সবারে রাখিতে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধ যাই সিন্ধু নদী তীর॥
শুনিলাম তথা শাল্ব আছে সিন্ধু মাঝে।
হইলাম সিন্ধু মাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খশব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখিয়া তোমারে আইনু নিজ ঘরে॥
ভাগ্যে মম আইলা হেথায় তুমি পরে।
পাঠাইব এখনি তোমারে যমঘরে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশান॥
আমি সর্ব্ব কাটিলাম চোখ২ শরে।
পরেতে উঠিলা শাল্ব আকাশ উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবা রাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল॥
কোটি২ বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি॥
শৈব্য সুগ্রীবাদী অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক ঘোরে হইয়া বিহ্বল॥
দ্বারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত না ছিল কলেবর॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিতান্তর হয় দুখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকা নিবাসি একজন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন॥
কিবা কর বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥
শাল্বরাজা আসি আজি দ্বারকা নগরে।
যুদ্ধ ক'র মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকা পুর রক্ষা কর গিয়া॥

এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে চিন্তা বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সর্ব্ব থাকিতে বসুদেবের মারিল।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
না হয় তাহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
করিলাম পুন যুদ্ধারম্ভ শাল্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভাপুরী হৈতে।
কেশপাশ মুক্ত পিতা পড়িয়া ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিক দৈত্যগণ করয়ে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সর্ব্ব করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ সর্ব্ব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
দেখিলাম সর্ব্ব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন।
তাহাতে হইল মম চিত্ত উচাটন॥
শেষে জানাগেল সর্ব্ব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥
মারিলাম শব্দ অনুসারে শব্দভেদী।
যতেক মায়াবি দৈত্য সকলেরে ছেদি॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুজলে।
কুম্ভীর মকর দৈত্য ধরি সর্ব্বে গিলে॥
নিসব্দ হইয়া সর্ব্ব পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব॥
করিলাম গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যে নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হৈল শাল্ব দিল দরশন॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে গেল শীঘ্রগতি॥
তথা হৈতে সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করি যেন পর্ব্বত বরিষল॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে॥
আমারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ।
আরো মাতৃগণ কত করয়ে রোদন॥
বজ্রের প্রসাদে পুন পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ॥

পর্ব্বত কাটিয়া আমি হইয়া বাহির।
জলদ অটল হৈতে যেমন মিহির॥
পুন শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড়িয়া অসুর কর অন্ত॥
থাকিবে এই সৌভপুরী যতক্ষণ।
ততক্ষণে নহিবেক শাল্বের নিধন॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর।
তবেত নিধন হবে মায়াবী অসুর॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভপুরী কাটিয়া করিলা খান খান॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইলা।
শাল্বের কাটিতে পুন অনুজ্ঞা লইলা।
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগন মণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে।
দেখি সুরাসুর সর্ব্ব হইলা অজ্ঞান।
শাল্ব দৈত্য কাটিয়া করিল খান খান॥
আর যত দেব দৈত্য গেল পলাইয়া।
পুনরপি আইলাম সসৈন্য লইয়া॥
এই হেতু আসিতে না পাইনু তখন।
আপনার মৃত্যু সে করিল দুর্য্যোধন॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবা পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র আদি সখা হইলে রক্ষা নাহি তার।
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হৈলে দুখ পায় সাধুজন॥
অবনীতে ছিলা পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনি কোপে দুখ তিনি পাইলেন অতি॥
চিন্তাদেবী ভার্য্যা তার লক্ষ্মী অংশে জাতা।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাহাদের কথা॥
দ্রৌপদীর কোন দুখ শুন নরবর।
ইহা হৈতে চিন্তা দুখ পাইল বিস্তর।
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল॥
এই দুখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেতে নিন্দা নাহি নিন্দ আপনাকে॥
মূলকর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে॥

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন জন।
কোথায় নিবাস তার কাহার নন্দন॥
চিন্তা দেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ।
কি রূপে পাইল দুখ শুনি বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে দুখী আমার সমান।
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ।
মুখপদ্ম হৈতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ॥
বনপর্ব্ব ব্যাসঋষি করিলা প্রকাশ।
ভাষায় রচিলা তাহা কাশীরাম দাস॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন॥
চিত্রধর পূর্ব্বে ছিলা পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হন তাহার সন্ততি॥
এক ছত্র ধরণী শাসিলা নরপতি।
রতিপতি সম রূপে জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিয়া বাহুবলে।
সকল করিলা রাজা নিজ করতলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করি শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত॥
অপরিমিত গুণ তার বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাহার তুল্য না দেখি কোথায়॥
যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা দেয় তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী॥
শত শত চান্দ্রায়ণ শত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ সর্ব্ব হৈয়া শুদ্ধ মন॥
এক গুণ দান করে শত গুণ পায়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায়॥
শুন সে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখি দৈবের ঘটন।
এক দিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়ের বাকযুদ্ধ হৈল অতিশয়॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে সংসারে॥

কেমনে বলিলা শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা করে কে অর্চ্চন॥
এইরূপে দুই জনে হৈল অকৌশল।
পণ করি দুই জন আইল ভূতল॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ যোগ্য হয়েন সে জন॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হৈল উপনীত॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুইজন উপনীত দেখিলেন দ্বারে॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাণ্ডায় যোড় করে।
কহিলেন প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহিলেন কার্য্য তব সন্নিধানে॥
আমার দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ॥
শুনিয়া কহিল রাজা বিনয় বচনে।
কালি আইস বলিব যা লয় মম মনে॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করিলা বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নররায়॥
রাণীরে কহিলা রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিরস বদন॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানা হয় কি কারণে॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল॥
রাজা বলিলেন চিন্তা চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কলি বলবান দেখি জানিয়া নিশ্চয়।
কাল প্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয়॥
এমত চিন্তিয়া গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥

শ্রীবৎস রাজার প্রতি শনির শাপ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করিলা এই সার।
বচন না কেহ কবে, অথচ বিচার হবে,
এতে ভার ইষ্ট দেবতার॥
এত বল্লি নরবরে, আজ্ঞা দিলা অনুচরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্য বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিয়া মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিয়া বৈকুণ্ঠ হতে,
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে রাজা, বিধিমত করে পূজা,
প্রকাশিয়া সুমহতী গতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে
করিলেন বহুবিধ স্তুতি॥
হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিলা জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তমোহরে॥
বসিলেন তিন জনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযুষ পান শুনি।
সংসার সাগর সেতু, তার তরিবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি॥
কাশীরাম দাস কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে কঠর যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জন্ম না হইবে আর,
এই মম বচন রচনা॥

শ্রীবৎস রাজা ও চিন্তা রাণীর বনে গমন।

দুই সিংহাসনেতে বসিয়া দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কথায় কথায় সেইক্ষণ॥
কহ ভূপ এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলিল বচন॥
আসন ছাড়িতে বিধি বুঝিবেন মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হইলেন কোপান্বিত মন।
ম্লান মুখ হয়ে শনি করিল গমন॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলা আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করিল গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবে মনেমন॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চি কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমিলা প্রবীণ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার॥
স্নান করে সিংহাসনে বসি নরপতি।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের দুর্গতি॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুকুর আসিয়া।
সেই জল হঠাৎকার খাইল চাটীয়া॥

এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস করিতে লাগিল॥
বিশেষ শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে সকল বৈভব হৈল হীন॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহ মন্দির প্রাচীর।
শত শত খণ্ড ভগ্ন সুন্দর মন্দির॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময়॥
বিনা মেঘে রক্ত বৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে॥
দিবসে প্রকাশ সব নক্ষত্রমণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল॥
শনি কোপানলেতে পড়িলা নরবর।
রাজ্য রক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গবী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী পায় হরিষে বিষাদ॥
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গ।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে॥
বিপদ সাগরে পড়ি শ্রীবৎস নৃপতি।
ভাবিলেন রোদন করিয়া মহামতি॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
যেই দুখে দুখী কহে করিয়া রোদন॥
কোথা বা যাইব আর কোথা না রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাচিব॥
তিন দিবা রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরেং দেখিলেন সকল চাহিয়া॥
ভয়েতে কাতর রাজা না বাচেন প্রাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িলা অজ্ঞানে॥
রাজা বলিলেন কেন পাগলের প্রায়।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু সকলেরি হয়॥
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হইবে আমার।
এতে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাহার উপর॥
আমি কি করিব চিন্তা চিন্তেন ঈশ্বর॥

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
বিপদের পর তাঁর স্থির হৈল মতি॥
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত মত।
বহু মূল্য অল্প ভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লও বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব্ব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাথা এক করিলা তখন।
কাথার ভিতরে রাখি বহুমুল্য ধন॥
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এ সময়ে রক্ষা হেতু নাহি দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনি ত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুখ না সয়॥
দুখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবা।
চিন্তারে করিয়া চিন্তা দুখই পাইবা॥
শুনিয়া রাণীর কথা ভূপতি দুখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিলা নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিলা যেমন॥
অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি।
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া বাক্য বলিলা রাজায়॥
যথায় থাকিবা তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥

কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবা।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবা॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে নরপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোররাত্রি বান নরবার।
রমণী সহিতে কাথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর যত ফুটে তার পায়।
অতি ক্লেশে পতিসহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘন নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হয় পার॥
নদীর কূলেতে বসি কান্দে দুইজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধার রূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিলা দরশন॥
মন্দ মন্দ বাহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কহিলেন ছলে॥
ত্বরা করি পার করি দেও হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন জন।
রমণী সহিতে রাত্রে কোথায় গমন॥
কার নারী হরণ করিয়া নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ অগ্রে কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলিলেন জান শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তাবতী॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছে বনে॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার।
যে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয়॥
রাজা বলিলেন বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্র এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধুজন।
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥

আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার রক্ষা হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায় মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা॥
কহিলেন শুনি শনি হাসি পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণতর নৌকা দেখহ আমার॥
দুই জন হইলে বাহিতে পারে পারে।
তিন জন ভগ্ন তরী পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বটে দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান॥
কান্তারে লইয়া অগ্রে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ তবে কাথা রাখ তুমি॥
শুনিয়া নাবিক বাক্য করেন বিচার।
কাথা পার করি অগ্রে শেষে হব পার॥
রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
এ সকল দেখিলাম ভোজবাজী প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি সর্ব্বধন করিলেক চুরি॥
দেখিয়া সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনীর।
চঞ্চল হৃদয় আর নাহি হয় স্থির॥
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে না পাই শক্তি না চলে চরণ॥
বহুকষ্টে গমন করিলা দুই জন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে উদয় হইলা দিননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্থ দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারে নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে একক্ষণ॥
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হৈতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনিলেন সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইলা জল শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥

নানা স্থান এড়াইলা পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানা জাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জম্বু পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
কদলী বয়ড়া কল আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বত্থ বট নিম্ব হরিতকী॥
আকল পাকল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন বাসক দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষীগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংসক যত করিছে ভ্রমন॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উট গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
সত শত পশু দেখি বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখি অতি ভয়ঙ্কর॥
ভুচর খেচর কত কে করে বর্ণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন॥
মনেং চিন্তে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুহি অগতির গতি॥
দয়াকর দীননাথ করুণা নিধান।
সমুহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন।
আমার ভরসা মাত্র প্রভুর চরণ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর এইবার হয়েছি কাতর॥
এই রূপ করি রাজা স্মরি চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী॥
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বন মধ্যে ভ্রমিলেন নির্ভর আকার॥
এক দিন বন মধ্যে করি দরশন।
মৎসঘাতী ধীবর আসিছে কতজন॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন॥
জেলে বলে করুণে লয়েছি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে॥
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবা এখন॥
ভাল বেতালেরে স্মরি কহেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য।
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার॥
পাইয়া অনেক মীন সেই কৈবর্ত্তন।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন॥
সাদরে শকুল মৎস্য দিল ভূপ ভরে।
মৎস্য পারে নরবর কহিলা র ারে॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি প্রতিকার॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠীর করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ॥
অপূর্ব্ব শকুল মৎস্য পায়ে নরবরে।
সন্তুষ্ট হইয়া যত্নে ধরি নিজ করে॥
মৎস্য লৈয়া রাণী কাছে করেণ অর্পণ।
দগ্ধ করি দেহ মৎস্য করিব ভোজন॥
হরিষ বিষাদে রাণী অনল আনিলা।
যতন করিয়া সেই মৎস্য পোড়াইলা॥
মীন দগধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্য পোড়া রাজ হস্তে দিব বা কেমনে॥
ক্ষীর ছানা নবনীত যে করে ভোজন।
বনে আসি মীন দগ্ধ খাবে সেইজন॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাহার আহারে।
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তা দেবী কান্দিয়া বিকল॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্যবাচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধমতি॥
বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ॥
ছার বিধি এই দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখনো রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায়॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতেং।
কহিলেন সে বৃত্তান্ত রাজার সাক্ষাতে॥
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিলা।
এবড় আশ্চর্য্য কাশীদাস বিরচিলা॥

শ্রীবৎস প্রতি শনির প্রত্যাদেশ কথন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিল আকাশ বাণী,
শুনহ শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দৃঢ়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি॥
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব. আমারে দেখিলা খর্ব্ব
আমি তব কি করিতে পারি।
যে লজ্জা দিলে আমারে, সে কথা কহিব কারে.
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তবস্থানে
তুমিই করিবা সুবিচার।
কপট চাতুরী ক'র, মম স্তুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার॥
কি কব দুঃখের কথা, মরমে মরমব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন করিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে করিলা জ্যেষ্ঠ
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার॥
করিয়াছি রাজ্য নাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।
শুন রাজা বলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ
দেব দৈত্য নাগ আদিগণ।
অবধ্য সর্ব্বত্র গামী সর্ব্ব ঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবন॥
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্মচারি অংশে, জন্মিলা ইক্ষাকুবংশে
রাজা দশরথের কুমার॥
দশরথ ধর্ম্মাগার, দেন তাঁরে রাজ্যভার
আমি তারে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে
জটা বল্কল করিয়া ধারণ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি
শুন হে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ
বনে জেল দীনের আকার॥
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে
পরে তাঁরে হরে দশাননে।
রাজ্যধন স্বামি ছাড়ি, গেলেন রাবণ বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কাননে॥
আর কিছু বলি শুন, দেব দেব পঞ্চানন
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ তাঁর।
সতী গতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করিনাশ,
ছাগমুখ দক্ষের আকার।
সতী দেহ ত্যাগ পরে, জন্মি হিমালয়ঘরে
সর্ব্ব হেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি
ভগাঙ্গ হইল কতকাল॥
মম সহ বাদ করি, বৈকণ্ঠ নিবাসীহরি,
কীট রূপে প্রেরণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠ লীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা
দেববাসে বহুকাল ছিল॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করি আমারে, পাতালে লইয়া তারে
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমার পূজন।
তব কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী
লক্ষ্মী তব দেখিব কেমন॥
এত কহি গ্রহ স্বামী. হইল আকাশ গামী,
শ্রীবৎস শুনিলা রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিলা মর্ম্ম, শনির এতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা, অতিসুখ মোক্ষদাতা
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
ভাষাতে পাচালী ছন্দে, মানস আরসানন্দে
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস॥

......

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়ালয়ে স্থিতি।

শুনিয়া আকাশ বাণী শনির ভারতি।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস কিছু না রহিল॥
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
তবে কেন চিন্তা দেবী এমত হইবে॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটনা।
নহে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥

ধর্ম্মে বিচলিত মন নহিবে আমার।
নিজ কর্ম্মে দুখ পাই কি দোষ তাঁহার॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফলমূল আহারেতে করেন যাপন॥
ধর্ম্মচিন্তা রত রাজা স্মরি বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা দুখ পায়॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মন না হয় সম্মতি॥
দুখ হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
দুখীত সভাতে থাকি কাটাইব কাল।
পাছে লোক ঘৃণা করে এ বড় জঞ্জাল॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিলা রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া যায়॥
রাজা রাণী তথায় হইলা উপনীত।
দেখিয়া সম্মুখে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি কারণে আসিয়াছ কহ মহামতি॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মম সম দুখি নাহি পৃথিবী ভিতর॥
বহু দুখ পায়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করহ কৃপা তবে দুখ যায়॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচিকিনী।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুখ নাহি জানি॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুখ নাহি রবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন॥
হেনমতে কাটুরিয়া ঘরে দুইজন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন॥
সবা সঙ্গে সখীভাবে থাকে রাজরাণী।
মিষ্টালাপে থাকিলেন দিবস রজনী॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে চল যাই বনে॥
শুনিয়া চলিল রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক॥
ফলমূল পত্র পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিলা রাজন॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলা রাজার॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়া কুল।
গৃহলোক আসিয়া করিয়া নিল মূল॥
কেহ পায় চারিপণ কেহ আটপণ।
কেহবা বেচিয়া কেনে খাদ্য আয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যান পরে বণিক সদন॥
দিবা চন্দনের সার পায়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেন সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চাল ডাল লবণ সৈন্ধব।
মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব॥
শাক আদি তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় কিনিয়া লইল॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আসিয়া দিল যথা চিন্তা সতী॥
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
উত্তম করিয়া পাক করিলা তখনি॥
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তার লক্ষ্মী স্বরূপিনী।
চক্ষুর নিমিষে পাক কৈলা চিন্তা রাণী॥
স্নানাদি করিয়া রাজা আইল সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর॥
রাণী বলিলেন সবে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈল করাও ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকি সবাকারে।
আনন্দিত হইয়া আইল ভুঞ্জিবারে॥
একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়া গণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্ট মন॥

রাণী অন্ন আনি দেন বাটেন ব্রাহ্মণ।
ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
সুধাসম অন্নপান খেয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হৈল কাঠুরে ভবন।
শ্রদ্ধা পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিলা রাজা হৃষ্ট মন হৈয়া॥
এইরূপে কত দিন বঞ্চিলা তথায়।
এক দিন শুন পরে হইল কি দায়॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চাপাইয়া তরী সাধু রহিল তথায়॥
অকস্মাৎ তাঁর ডিঙ্গা চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কাজে কি হৈল কি হৈল।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন॥
হস্তে লাঠি পুথি কাখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুরে মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া॥
শুন সদাগর তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হৈল যে কারণ॥
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইসে পাটন॥
সেই হেতু তরী তব হৈল হেনরূপ।
কহিনু যতেক কথা জানিবা স্বরূপ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন॥
যে রূপে তোমার তরী চলিবে এখন।
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ কর তাহাদের ভার্য্যাগণ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তারমধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি সেইক্ষণে স্পর্শিবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন॥
পাইয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে॥
কিঙ্করের তরে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সভা আনহ সাদরে॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তব স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল॥
সহজেতে হীন জাতি অতি অলপ জ্ঞান।
পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান॥

যতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেই স্থানে উত্তরিল যতেক রমণী॥
কমলা বিমলা গঙ্গা আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সাহা সতী॥
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরিপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা॥
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া।
আর ষষ্ঠি গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে নাম নিয়া বিদায় হইল॥
কিছু হৈতে না সা হইল সার প্রয়োজন।
বুঝিলাম হৈল মিথ্যা গণক বচন॥
কত নারী আইল না আসে কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইলা স্বামীর মানায়॥
শুনি সাধু মনে কৈল সে সাধ্বী হইবে।
সে আইলে মম তরী সর্ব্বথা চলিবে॥
তবে সাধু ধৈর্য্যযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথা স্থানে চিন্তা দেবী উত্তরিল গিয়া॥
কাতর হইয়া অতি সাধু কহে বাণী।
আমারে করিয়া কৃপা চল ঠাকুরাণি॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহিলা তখন।
আমাকে যাইতে মানা করিলা রাজন॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈলা মনে॥
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহাকে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়।
বেদ সাস্ত্র মুনি মুখে শুনিয়াছি জানি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী॥
যা কহেন মহারাজ এ কর্ম্ম শুনিয়া।
সহিব সকল কথা চরণে ধরিয়া॥
এত ভাবি চিন্তা দেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া॥
উপনীতা হৈল যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহিলেন প্রদক্ষিণ করি॥
যদি আমি সতী হই পতী অনুব্রতা।
তবে যেন ভাসে তরী কহীনু সর্ব্বথা॥

এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারী জন ॥
যদি মম নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত বলি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
কহিলেন শুনি ধর্ম্মরাজ প্রভু পতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
কহ কহ চিন্তার হইল কোন গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহিলেন দেবকী কুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুলা কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্য পানে চাহে দেবী করি যোড় হাত।
বহু স্তব করিলেন সহ প্রণিপাত ॥
দয়া কর দীননাথ অখিলের পতি।
মম রূপ নিয়া দেব দেও কু আকৃতি ॥
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দিলেন লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপাজিল।
ভয় নাহি ভয় নাহি বাণি নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবী রূপ দেব করিলা হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিলা ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তা সতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্ট মতি ॥
শ্রীবৎস কানন হৈতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কাতর ভাষায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎসের রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ।

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কথা।
কহ সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
রাজার বিনয় শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে বীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে এক জন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক তটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
যত নারী সবারে ডাকিল।
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাষ্ঠরে বধু,
ক্রমেং তরণী ছোঁয়াল।
না ভাসিল সেই তরী, পুন সাধু যত্ন করি,
তোমার চিন্তার লয়ে গেল ॥
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ধরাতল।
ক্ষণেকে চেতন পায়, বলিলেন হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিল।
আমার কর্ম্মের পাপ, রাজ্য ত্যজি বনবাস
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকলি হরিল শনি,
অবশেষে ছিনু দুই জনে ॥
তাহাতে করিল আন, দুই জন দুই স্থান,
শনি দুখ দিল বহু মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ
ভয়ে রক্ষা কে করিতে পারে ॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
চলিলা নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসেন জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক ছিল ঘাটে ॥
বিবিধ কানন মাঝ, দেখিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমিলেন পায়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্ট নরবরে,
শেষ মাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকলি দৈবেতে হয়,
সর্ব্ব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
চিত্তানন্দ নামে বনে, রাজা গেল সেইস্থানে
তথা ছিল সুরতি আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা
তথা যাইতে সভয় শমন।
নানা পশু নানা পক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
নানা ভক্ষ ভোজ্য এক স্থলে।

বিচিত্রা তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কত রূপী,
তাহে শোভে কনক কমলে॥
অপূর্ব্ব কাননশোভা, নানাপুষ্প মনোলোভা
ষড় ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায়॥
রাজা পুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমতী সতী
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত॥

শ্রীবৎসের সুরভী আশ্রমে স্থিতি।

সুরভী জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জন।
রাজা বলে শুন মাত মম নিবেদন॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম যে আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগ্‌দেশ স্বামি॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজা সুপালন।
কত দিনে শুন মাতা দেবের ঘটন॥
এক দিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া।
মম স্থানে আসিলেন বিরোধ করিয়া॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি॥
রাজ্য ধন সকল করিল শনি নাশ।
অপর চিন্তারে লয়ে যাই বনবাস॥
বনবাস মহাক্লেশ বঞ্চি দুই জনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা বিপিন নির্জ্জনে॥
এত শুনি সুরভী কহিল রাজা প্রতি।
ভয় নাহি থাক রাজা আমার বসতি॥
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
তত দিন মোর স্থানে থাক গুণাধার॥
এস্থানে শনির ভয় না হয় রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা একাল হরণ॥
পুন বসুমতী পতি হবে নরবর।
চিন্তাদেবী পাবে কত দিবস অন্তর॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
এক ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায়॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবা তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলিলেন মাতা যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যত দিন দুখে নাহি পার॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা রহিলা নির্ভয়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥

মনোরথা নন্দিনী যতেক দুগ্ধ খায়।
দুগ্ধারের দুগ্ধ গিয়া ধরণী ভিজায়॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি॥
চিন্তাদেবী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি।
সে তাল বেতালসিদ্ধ মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গড়য়ে রাজন।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন॥
ঈশ্বরের ধ্যান করে কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন॥
স্থানে২ স্তুপাকার শত শত করি।
এমতে বঞ্চেন রাজা দিবস শর্ব্বরী॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়িলেন শনির আশ্রয়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূল থাকি দেখিলেন শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া॥
ভূপতির উচ্চ রব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরি লইল তখন॥
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নাবিকাদি পরে।
নদীকূলাবধি তরী চাপায় সত্বরে॥
রাজা কহিলেন পরে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মম বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এখন হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবে তরিবারে পারি বিপদ সাগর॥
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লৈয়া যাও নৌকাপরি তুমি॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে আনাইল ধন॥
রাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে নাহি কিছু ভয়॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠি নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যত ভৃত্য নরে॥

তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নরমণি॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্ট চিন্তাদুষ্ট করিল অন্তর।
হিমালয় যদি ধন দেশেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজারে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি করি রাজা করিল স্মরণ॥
কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমাকে তারণ॥
কোথাগেলে চিন্তাদেবী আমাকে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া॥
সেই নৌকা মধ্যে ছিলা চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিলা রাণী শুনি কটু কথা॥
যখন ধরিয়া ভূপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল তাল নিজরূপ ধরে॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু অন্যে হৈল ভেলা।
ভাসিয়া ভূপতি যান যেন রাশি তুলা॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগান।
বালিসে আলিস রাখি ভাসি ভূপ যান॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
জলে ভাসি সৌতিপুরে পাইলা আশ্রয়॥
সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজা আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন॥
রাজ দরশনে পুনর্জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সর্ব্ব পুষ্প বিকসিত হৈল॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাপা কুটজ কল পারুল॥
শেফালিকা সেউতি ইত্যাদি যত ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল॥
পুষ্প গন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিল গান করিছে হরিষে।
চড়ঋতু আসিয়া হইল উপনীত।
শরধনু সহ কাম তথায় উদিত॥
পূর্ব্বমত যত শোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইয়ত মালিনী এলো ঘর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি॥

বন দেখি হৃষ্টমতি মালীর ষোড়শী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি॥
একেং নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায়॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর।
কোথা হৈতে আসিয়াছ কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মম নিবেদন॥
মালিনী বিনয় বাক্য শুনি নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেই আসি কূলে।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয়॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইয়াছ প্রাণ॥
আর কেহ নাহি বাপ বঞ্চি একাকিনী।
মম গৃহে ভাগিনার ভাবে থাক তুমি॥
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস ভূপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম মহামতি॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের কথা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
শ্রীবৎস রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হৈয়া গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, ভূপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চিলেন কৌতুক বিশেষে॥
এইরূপে নরবর, রহিল মালিনী ঘর,
আছেন যে কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
সুখ তার হয় দিনে দিনে॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন পুন পান।
একবার হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস
কর্ম্মযোগে কার যাতায়াত॥
পুন জন্মে পুন মরে, এইরূপ ফিরে ঘুরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে একক্ষণ॥

আশ্চর্য্য সুনিয়া রাজা, সেই দেশে মহাতেজা
বাহুদেব রাজা পুণ্যবান।
ভদ্রা নামে তার কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা
সৌজন্যেতে দ্রোপদী সমান॥
রূপগুণ বর্ণিবারে, কার শক্তি কেবা পারে,
তিলোত্তমা জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী সম, লক্ষ্মীর লক্ষণোপম,
শোভে যেন অগ্নি স্বাহাবতী॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তার, সুন বলি গুণাধার;
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত;
আরাধয়ে করি প্রাণপণ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রা প্রতি,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
সুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয়॥
সুন মাতা ব্রহ্মময়ী, গতি নাহি তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবা তুমি, শ্রীবৎস ভূপতি স্বামী,
এই বর দেও মা আমারে॥
তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নরবর।
তত্ত্বকথা কহি সুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর॥
তারে বরমাল্য দিয়া; সুখে ঘর কর নিয়া,
রব সেই বাঞ্ছামত তব।
বর পায়ে রাজসুতা, হইলা আনন্দযুতা
গায় কাশী করিয়া উৎসব॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ।

সুন ধর্ম্ম মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী ভবনে স্থিত শ্রীবৎস রাজন॥
মালা গাথি করিলেন কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পুজে নারায়ণ॥
কায় মনোবাক্যে রাজা সদা ধর্ম্ম কায।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজ॥
সুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে সুন বিবরণ॥
ভোজনেতে বসি বাহুদেব মহীপাল।
আহার যোগান ভদ্রা হস্তে স্বর্ণথাল।
নিকটে আসিল ভদ্রা করে পরিহাস।
কান্দিয়া কহিলা ভদ্রা জননীর পাশ॥
সুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিলা বচন॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকলি করিলা নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজি॥
পরকাল বন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইল মত্ত রাজভোগে ভোলা॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবা তাতে না ভাব এখন॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচারে।
আপনার তনয়ারে উপহাস করে॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
এহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক থাক রাজা তব জীবনে কি আশ॥
এমত সুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিল তখন॥
সুন কহি মহারাণী আমার বচন।
মিথ্যা বাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন।
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মম ঘরে।
এক দিন মহারাণী না কহ আমারে॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করিব কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ॥
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিলা নরবর॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনীল সকল।
সবারে কহীল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দীনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা সুনি॥
আজ্ঞা পায়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যত দূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার॥
নিমন্ত্রণ পাইলে যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিলা গমন॥
নীরবধী আইলেন কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম॥
দ্রাবিড় মগধ মৎস্য কর্ণাট ভূপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পঞ্চাল॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল কর্ম্মীগণ॥
সুস্থির হইলা সবে পায়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিলা নাহী পরিমান॥
কেবা যায় কেবা খায় কেবা দেয় আনি।
খাও খাও লও লও এই মাত্র বাণী॥

আছে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করি অধিষ্ঠান॥
সবাকারে বিধিমতে পূরিলা রাজন।
ভাসিলেন আনন্দ সাগরে নৃপগণ।
নানা কথা আলাপনে বসি সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন।
কন্যা অধিবাস করি ষষ্ঠাদি অর্চ্চন॥
ষোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাদি বসন॥
অগ্নিপূজি গেল রাজা সভায় তখন।
হেথা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন॥
শুনিয়া দেখিব বলে বাঞ্ছা কৈল মনে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হইবে কেমনে॥
সমভাগ হয়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়॥
লক্ষ্মী অংশে জন্ম ভদ্রা আইল অবনী।
রাজার খণ্ডেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যে যে জন॥
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥
কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিলা গমন।
যথায় বসিয়া ছিল শ্রীবৎস রাজন।
নিকটেতে গিয়া রাজা প্রদক্ষিণ করি।
দিলেন চন্দনমালা চরণ উপরি।
দণ্ডবৎ করিয়া রহিলা দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া॥
ছিছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবা তেমন॥

এইরূপে কথায় আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ॥
বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠিয়া চলিল অন্তপুরী॥
কান্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান॥
এত রাজগণ ছিল বরিল না কায়।
ইতর দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায়॥
পুরুষেঃ মম রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মম গলে দেই কাতি॥
রাণী কহিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা॥
হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার।
বুঝিতে তাহার মায়া হেন শক্তি কার॥
তনয়া ভদ্রার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা কর কি করিব অদৃষ্ট বাখানি॥
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীকে করিলা আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন॥
বাহিরে আবাস করি দেও তনয়ার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেও শীঘ্র যে চাহি তাহার॥
পুরীর ভিতরে আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন॥
ভদ্রা কন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিলা মোরে অন্তপুরী সার॥
এতকাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এখন॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আমি মরি প্রবেশি অনল॥
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন লাজে।
এ ছার জীবন মম থাকে কোন কাযে॥
হায়২ বিধি কেন হৈল হেন রূপ।
ভদ্রা কন্যা আসে আসে কত শত ভূপ॥
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন॥
রাণী বলিলেন রাজা হৈলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান॥
হেলায় সৃজন যার হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্ত বিচিত্র তাঁহার॥
তুমি আমি কর্ম্ম পাশে আছি হে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে॥